ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 19 February, 2021 ■ আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং ■ ৬ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কোভিড-১৯ ঃ প্রতিবেশী দশটি রাষ্ট্রের সাথে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাব দিলেন আঞ্চলিক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ১০টি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞ ও আধিকারিকদের নিয়ে 'কোভিড-১৯ ব্যবস্থা : অভিজ্ঞতা, সুঅভ্যাস ও ভবিষ্যৎ পন্থা' শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রেখেছেন। যে ১০টি দেশের প্রতিনিধিরা ভারতীয় বিশেষজ্ঞ ও আধিকারিকদের সঙ্গে এই কর্মশালায় যোগ দিয়েছেন, সেই দেশগুলি হ'ল --- আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপ, মরিশাস, নেপাল, পাকিস্তান, সেশেলস ও শ্রীলঙ্কা।

মহামারীর সময় এই দেশগুলি যেভাবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিষয়ে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তুলেছিল, প্রধানমন্ত্রী তার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বিশ্বে সর্বাধিক জনবহুল অঞ্চলে সমন্বিত উদ্যোগে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে।

ওষুধ, পিপিই কিট এবং নমুনা পরীক্ষার সরঞ্জামের মতো বিভিন্ন সম্পদ ভাগ করে নেওয়া এবং মহামারী মোকাবিলায় তাৎক্ষণিক ব্যয়ের কারণে সম্ভাব্য আর্থিক তহবিলের জন্য যেভাবে একটি কোভিড-১৯ আপৎকালীন তহবিল গড়ে তোলা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী সেই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। নমুনা পরীক্ষা, সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে ভালো পন্থা-পদ্ধতিগুলি নিয়ে আলোচনা করেছে।

শ্রী মোদী বলেছেন, "মহামারী থেকে আমরা সহযোগিতার এই মূল্যবান ভাবনাটি গড়ে তুলতে পেরেছি। আমাদের মুক্ত চিন্তা এবং অধ্যাবসায়ের ফলে বিশ্বে এই অঞ্চলে মৃত্যুর হার সবচেয়ে কম ছিল, যা প্রশংসার দাবিদার। আজ আমাদের ও সারা বিশ্বের আশা দ্রুত টিকাকরণের সঙ্গে আবর্তিত। এক্ষেত্রেও আমাদের একই রকম সহযোগিতার মানসিকতা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে"।

প্রধানমন্ত্রী আরেকটি উচ্চাকাঙ্খী উদ্যোগের প্রস্তাব দিয়েছেন। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কোনও দেশে জরুরি পরিস্থিতির উদ্ভব হলে এই অঞ্চলের চিকিৎসক ও নার্সরা সেই দেশের অনুরোধক্রমে যাতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় দ্রুত যেতে পারেন, তার জন্য একটি বিশেষ ভিসা ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়টি নিয়ে তিনি ভাবনাচিন্তার পরামর্শ দিয়েছেন। আমাদের অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রীরা চিকিৎসার কারণে একটি আঞ্চলিক এয়ার অ্যাম্বুলেন্স চুক্তি করতে পারে কিনা প্রধানমন্ত্রী সেই বিষয়টি নিয়েও ভাবনাচিন্তার কথা বলেছেন। আমাদের জনসাধারণের মধ্যে কোভিড-১৯ টিকার প্রভাব নিয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে তার বিশ্লেষণের জন্য একটি আঞ্চলিক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার প্রস্তাবও তিনি দিয়েছেন। ভবিষ্যতে মহামারী প্রতিরোধে প্রযুক্তি-ভিত্তিক মহামারী সংক্রান্ত বিদ্যাচর্চার বিষয়টি নিয়েও প্রধানমন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়া সিডিপিও অফিসে তালা অনির্দিষ্টকালের জন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। গন্ডাছড়া সিডিপিও অফিসে অনির্দিষ্ট কালের জন্য তালা। জানা যায় গতকাল একদল দুষ্কৃতিকারি গন্ডাছড়া সিডিপিও অফিসে হামলা চালায়। এতে অফিসের আসবাব পত্র, অফিস রুমের কাচের জানালা ভেঙ্গে ঘুমিয়ে দেয়।

এমনকি দুষ্কৃতিকারিরা গন্ডাছড়া ভারপ্রাপ্ত সিডিপিও মঙ্গল রাংঙ্কল সহ এক সুপারভাইজারকে প্রচন্ড ভাবে মারধর করে। এই ঘটনায় সিডিপিও অফিসের কর্মচারীদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। সিডিপিও অফিস থেকে গন্ডাছড়া থানায় এই বিষয়ে একটি মামলাও করা হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। তবে এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারে নি। অফিসে দুষ্কৃতি কারিদের হামলার প্রতিবাদে অফিস কর্তৃপক্ষ আজ থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য তালা ঝুলিয়ে দেয়। সিডিপিও অফিস মারফত জানা গেছে যতক্ষণ না পর্যন্ত তার একটা সুষ্ঠ তদন্ত না হবে ততদিন পর্যন্ত অফিস বন্ধ থাকবে।

শ্রম কমিশনারকে ডেপুটেশন প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের ইটভাটা শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বৃহস্পতিবার শ্রম কমিশনের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে ইটভাটা শ্রমিক ইউনিয়ন। ইটভাটা শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষে ডেপুটেশন প্রদান করেন এক প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন সিটু নেতা কানু ঘোষ। ডেপুটেশন প্রদানকালে দাবিগুলির যুক্তিকতা বিশ্লেষণ করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কানু ঘোষ বলেন রাজ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাদক পাচারে জড়িত পুলিশের মহিলা হেড কনস্টেবল রিমান্ডে

আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। ত্রিপুরার ইতিহাসে অন্যতম চাঞ্চল্যকর ঘটনায় মাদক পাচারের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে মহিলা পুলিশ কনস্টেবলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ। আদালত তাকে সাতদিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, তার সহযোগী প্রসেনজিত চক্রবর্তীকেও গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করলে আদালত তাকেও সাতদিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে।

প্রসঙ্গত, সিধাই থানায় মাদক পাচারের মামলায় পূর্ব আগরতলা মহিলা থানার হেড কনস্টেবল গায়ত্রী দাস অভিযুক্ত ছিলেন। মাদক পাচারে সহযোগী প্রসেনজিত চক্রবর্তীর সাথে তার টেলিফোনে কথোপকথনের অডিও ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। ওই ঘটনায় ত্রিপুরা পুলিশ বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। তদন্তে গায়ত্রী দাসের সাথে মাদক পাচারের প্রমাণ মিলেছে বলে সূত্রের খবর।

আজ পুলিশ হেড কনস্টেবল গায়ত্রী দাস এবং মাদক পাচারে সহযোগী প্রসেনজিত চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ তাদের আজ আদালতে সোপর্দ করে সাতদিনের রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছিল। পিপি বিশ্বজিত দেব জানিয়েছেন, আদালতে পুলিশ রিমান্ডের পক্ষে সওয়াল করা হয়েছে। এছাড়া ওই মামলায় অপর আসামির পুলিশ রিমান্ডের মেয়াদ আজ সমাপ্ত হচ্ছে। তার জেল হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে।

এআইজিপি সুব্রত চক্রবর্তী জানিয়েছেন, সিধাই থানাধীন এনডিপিএস আইনে মামলায় ধৃত মহিলা হেড কনস্টেবল গায়ত্রী দাস এবং প্রসেনজিত চক্রবর্তীকে আদালত সাতদিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে।

জাম্বুরায় ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। খোয়াই জাম্বুরা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা নেই, পাণীয় জলের সমস্যা, টয়লেটের অভাব, ব্যাঞ্চের অভাব, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির পরিবর্তন করে শিক্ষিত এবং ভদ্র ব্যাক্তিদের নিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা এবং স্কুলে পঠন-পাঠনের কাজ সকাল ৮টার পরিবর্তে ১০টা থেকে শুরু করার মতো গুরুত্বপূর্ণ দাবী। স্থানীয় ছাত্রছাত্রীরা গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করার সুবাদে সকাল ৮টা থেকে ক্লাস করা তাদের জন্য প্রচন্ড অসুবিধার সৃষ্টি করছে। সঠিক সময়ে পঠন-পাঠন কিংবা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৭ দফা দাবীতে জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন অঙ্গনওয়ারী কর্মী সংঘের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সংঘের পক্ষ থেকে ৭দফা দাবিতে বৃহস্পতিবার জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদানের আগে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা আগরতলা শহরে এক প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংগঠত করেন।অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত।

এসব সমস্যা সমাধানের জন্য বারবার সরকারের কাছে দাবি জানানো সত্ত্বেও সমস্যাবলীর সমাধান করা হয়নি। তাতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সংঘের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার সারা রাজ্যে ৭দফা দাবিতে জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। আগরতলায় পশ্চিম জেলা ভিত্তিক প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল ও ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ডেপুটেশন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুখ্যাত দুই মাফিয়া পুলিশের জালে

আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। মাফিয়া দমনে ত্রিপুরা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ বড় সাফল্য পেয়েছে। আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সম্প্রসারণের কাজে ওড়িশার এক ঠিকেদারকে হুমকি, মারধর এবং তোলা আদায়ের অভিযোগে পুলিশ রঞ্জন নাগ এবং শিবু মালাকার নামের কুখ্যাত দুজনকে গ্রেফতার করেছে।

তারা এয়ারপোর্ট এলাকায় মাফিয়া হিসেবে পরিচিত। শিবু মালাকার অসুস্থ এবং আইজিএম হাসপাতালে ভরতি থাকার কারণে আজ তাকে আদালতে সোপর্দ করতে পারেনি পুলিশ। তবে, রঞ্জন নাগকে আদালতে পেশ করে পুলিশ তিনদিনের রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছিল। আদালত ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তুইসিন্দ্রাইয়ে উল্টে পড়ল অ্যাম্বুলেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার তুইসিন্দ্রাই বাড়ি বাজার সংলগ্ন পুলিশ পুরে বৃহস্পতিবার সকালে একটি অ্যাম্বুলেন্স ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তাতে অবশ্য হতাহতের কোনো খবর নেই।

আগরতলা জিবি হাসপাতালে রোগী নামিয়ে দিয়ে ফেরার পথে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার তুইসিন্দ্রাই বাড়ি বাজার সংলগ্ন পুলিনপুর এলাকায় একটি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন সকাল সাতটা নাগাদ রাস্তার পাশে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। বিকট আওয়াজ শুনে স্থানীয় লোকজন বের হয়ে আসেন। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজনরা দমকল বাহিনীকে খবর দেন।খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে মধুপুরে অবরোধ আন্দোলন এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। কমলাসাগর বিধানসভা কোনাবন পঞ্চায়েতের অন্তর্গত উদিরাম চৌধুরীপাড়া হয়ে নোয়াবারি রাস্তার বেহাল দশা। দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ জনজাতি অংশের জনগণ স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে আরম্ভ করে মাতব্বরদের দ্বারস্থ হয়েও কোন সুরাহা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার বিকেল তিনটে নাগাদ উদিরাম চৌধুরীপাড়া এবং নোয়াবাৰী রাস্তার যে জায়গার মধ্যে বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়ে আছে, জল, কাঁদা একাকার সেই জায়গায় বসে আন্দোলন কৰে।তাদের দাবি দীর্ঘদিন যাবৎ জানানোর পরেও কোন ভূমিকা নেয় নি দপ্তর। বর্তমানে সে রাস্তা দিয়ে আসা-যাওয়া দুর্বিসহ অবস্থায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে। এই শুখা সময়ই হাঁটু পর্যন্ত জল জমে আছে । কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। যার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত মহিলা এবং পুরুষ সেই রাস্তায় বসে আন্দোলনে নামে। এদিকে পরবর্তী সময়ে কোনাবন পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য প্রভাত দেববর্মা খবর শুনে ছুটে আসে ঘটনাস্থলে এবং তাদেরকে আশ্বস্ত কৰে আগামীকালেৰ মধ্যেই রাস্তা সংস্কারের কাজে হাত লাগাবে। পরবর্তী সময়ে জনগণ সেখান থেকে উঠে রাস্তা খালি করে।

এখন চাঁদামুক্ত ওয়ার্ক কালচার তৈরি হয়েছে রাজ্যে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যবাসীর উন্নয়নের দিশায় কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সবকা সাথ সবকা বিকাশ-এর লক্ষ্য নিয়েই বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছে। আজ সাব্রুমের মেলারমাঠে পাঁচটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৮টি রাজ্যের উন্নয়নে অষ্টলক্ষী ঘোষণা দিয়ে লুক ইস্ট পলিসি গ্রহণ করে উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে সাবমের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। এখানে তৈরি করা হচ্ছে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য ফেনী নদীর উপর মৈত্রী সেতু। স্পেশাল ইকোনমিক জোন, ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট, লজিস্টিক হাব, রেলওয়ে ইয়ার্ড ইত্যাদি উন্নয়ন প্রকল্প। এই প্রকল্পগুলির নির্মাণ কাজ শেষ হলে ব্যাপক কর্মসংস্থান সম্ভব হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরাকে হিরা দিয়েছেন। এরফলে সাবম আগামীদিনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সিংহ দুয়ার হয়ে উঠবে। সাব্রুমের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ২ হাজার ৮০ কোটি ৭৮ লক্ষ ব্যয় করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের কোথাও উন্নয়নের জন্য এত টাকা দেওয়া হয়নি। এর বাইরেও ১০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে সাবমের রাস্তা, পয়ঃপ্রণালী, বিদ্যুৎ সহ নানা পরিকাঠামোগত উন্নয়নে। তিনি বলেন, একদিকে কৃষকদের উন্নয়নে কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, কৃষকদের কাছ থেকে ধানক্রয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আবগারি দপ্তরের মালখানা থেকে বিলেতি মদ উধাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের। বাউন্ডারি ভিতরে তিন তলা বিল্ডিং ঘরের নিচের তলায়। আবগারি দপ্তর এর স্টোর রুমে সামনে দিকে তালা বন্ধ অবস্থায় ছিল। সিনিয়র এক্সাইস অফিসার উত্তম মলসই। উনার দায়িত্বে এবং দীর্ঘদিন ধরে ঐরুম বন্ধ অবস্থায় ছিল। আজ ওই ঘরের তালা খুলে দেখেন সিজ করা বিলাতী মদ ছিল বেশ কয়েকশো কার্টুন। সূত্রের খবর বর্তমানে ওই রুমে বিলাতি মদের বোতল একটিও নাই এবং খালি কার্টুন। এই ব্যাপারে মহকুমা শাসক চানদিনি চন্দন কাঞ্চনপুর থানার জানায়। ওসি পরিতোষ দাস এবং মহকুমা পুলিশ অফিসার বিক্রম শুক্লা দাস কে জানানো হলে উনারা এসে অ্যাক্সেস রুমের চতুর্দিকে ঘুরে দেখেন এবং তদন্ত কাজ শুরু করেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মৈত্রী সাইকেল রেলি ঃ দুই দেশের সম্পর্ক আরও মজবুত হবে, দাবি বিএসএফ ও বিজিবি আধিকারিকের

আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর সম্পর্ককে আরও গাঢ় এবং মজবুত করার উদ্দেশ্যে বিএসএফ সাইকেল রেলি শুরু করেছে। টানা ৪০ দিনে ২,২৮৭ কিমি রাস্তা অতিক্রম করে বিএসএফ-এর ১৭ জন সাইক্লিস্ট বৃহস্পতিবার আগরতলা স্থলবন্দরে পৌঁছেছেন। সেখানে বিজিবি-কেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বিজিবি-র কুমিল্লা সেক্টর কমান্ডার কর্নেল আব্দুল হাসনাত মহম্মদ শাহরিয়ার ইকবাল ভারতের ওই উদ্যোগ এবং আতিথেয়তায় আপ্লুত। তিনি দাবি করেন, এভাবেই দুই দেশের সমন্বয় বাড়বে। দুই দেশের মানুষ আরও কাছে আসবেন। তাঁর কথায়, আজকের অনুষ্ঠানে এসে মনে হচ্ছে নিজের বাড়িতে এসেছি।

গত ১০ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পানিটর সীমান্তে জিরো পয়েন্ট থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন বিএসএফ-এর সাইক্লিস্টরা। ১৭ মার্চ তাঁদের ওই সফরের সমাপ্তি হবে। বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১ তম জন্মজয়ন্তীতে মিজোরামের সিলকোর বিওপি দিয়ে তাঁরা বাংলাদেশে প্রবেশ করবেন।

আজ তাঁরা আগরতলা স্থলবন্দরে পৌছেছেন। রেলি চলাকালীন তাঁরা ত্রিপুরা সহ অসম, মেঘালয়, মিজোরাম সীমান্ত এলাকা সফর করবেন। এ-বিষয়ে বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি বলেন, সাইকেল রেলি চলাকালীন সাইক্লিস্টরা বিজিবি, বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থানরত নাগরিক এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী নাগরিকদের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং সমন্বয়ের বার্তা পৌছে দিয়েছেন। তাঁর দাবি, এ-ধরনের রেলি বিজিবি ও বিএসএফ-এর মধ্যে সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে।

এদিন বিজিবি-র কুমিল্লা সেক্টর কমান্ডার কর্নেল আব্দুল হাসনাত মহম্মদ শাহরিয়ার ইকবাল বলেন, খুবই ভালো উদ্যোগ নিয়েছে বিএসএফ। মৈত্রী সাইকেল রেলি উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠান অত্যন্ত মনমুগ্ধকর ছিল। বাংলাদেশের জাতির পিতার জন্মদিন উপলক্ষ্যে এই রেলির আয়োজন করায় বিএসএফ-কে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, সীমান্ত সুরক্ষায় বিএসএফ এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৩০ ▫ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ৬ ফাল্গুন ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বিরোধী ঐক্য জরুরি

দেশে সার্বিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে। কেন্দ্রের শাসক ক্ষমতা হইতে শাসক দলকে ক্ষমতাচ্যুত করার অনেকটাই কষ্টকর। একমাত্র ঐক্যবদ্ধ বিরোধী জোট গঠন করার মধ্যে দিয়েই বিজেপিকে শাসন ক্ষমতা হইতে টানিয়া নামানো সম্ভব। অন্যথায় যত চেষ্টা হোক না কেন ক্ষমতার মসনদে বিজেপির আধিপত্য বজায় থাকে। এক্ষেত্রে বিরোধীদের জোট না বাঁধিয়া উপায় নাই'। বিজেপিকে প্রতিহত করিতে হইলে এই পথ ভিন্ন পথ নাই। প্রশ্ন হইল, দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো কী ভাবে এবং কেমন করিয়া ঐক্যবদ্ধ হইবে। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক দলেরই পৃথক অ্যাজেন্ডা ও লক্ষ্য আছে। জনভিত্তিতেও বিস্তর ফারাক রহিয়াছে। বিহারে ঘটে-যাওয়া বিধানসভার নির্বাচনে মহাজোটের বাম দলগুলি, বিশেষত সিপিআই(এম)এল আশাতীত ভাল ফল করিয়াছে। এই দলগুলি জাতপাতের সমীকরণ অগ্রাহ্য করিয়া শ্রমজীবী গরিব মানুষের বুনিয়াদি সমস্যাগুলো তুলিয়া ধরিয়াছে শাসক দলের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া মানুষের আস্থা অর্জন করিয়াছে। এটা দীর্ঘমেয়াদি, কঠিন কাজ, কিন্তু স্থায়ী ফল দেয়।

আজ দেশের শোচনীয় আর্থিক অবস্থা বামপন্থী দলগুলোর সামনে গণ আন্দোলন গড়িয়া তোলার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করিয়াছে। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করিতে পারিলে বাম দলগুলি দেশের রাজনীতিতে প্রান্তিক শক্তি হইয়া থাকিবে। এই দলগুলি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী কর্মসূচির বদলাইয়া নির্বাচনী সমঝোতার 'শর্টকাট'-এ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে বেশি আগ্রহী। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্য গড়িয়া তুলতে গেলে যে স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন, তার জন্য কোনও দলই আন্তরিক নয়।

পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভার নির্বাচনে এ বার প্রধান তিনটি শক্তির মধ্যে লড়াই হইবে। এক দিকে বর্তমান শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস, বাম-কংগ্রেস জোট আর ভারতের সর্ববৃহৎ দল বিজেপি, যাহা কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকায় অনেকটা শক্তিশালী। সিপিআই(এম)এল-এর সাধারণ সম্পাদক বলিয়াছেন, দেশের সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক সাম্প্রদায়িক দল বিজেপির বিরুদ্ধে লড়িতে প্রয়োজনে তৃণমূলকে সঙ্গে নিতে হইবে। আর এই পরিকল্পনার তীব্র বিরোধী সিপিএম-এর মতো সর্ববৃহৎ বাম দল। তাহাদের লক্ষ্য, পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা পুনর্দখল করা। তাই তাহাদের কৌশলে বিজেপি অপেক্ষা তৃণমূলকে ক্ষমতা থেকে হটানো অনেক জরুরি। তার পর জোট ঘোষণা হওয়ার পরে আছে আসন সমঝোতা, যেখানে স্বার্থের সংঘাত দৃষ্টিকটু রূপে প্রকাশ পাইবে। এখানেই বিজেপির সম্ভাবনা বাড়িবেই। সংগ্রামবিমুখ, নীতি-আদর্শহীন, স্বার্থপর রাজনীতির অনুশীলন ভুলাইয়া দিবে "জোট না বাঁধিয়া উপায় নাই" উপলব্ধিকে। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে শাসন ক্ষমতা হইতে বিজেপিকে নামাইতে হইলে বিরোধী শক্তিগুলিকে ঐক্য বদ্ধভাবে নির্বাচনে লড়াই করিতে হইবে। অন্যথায় বর্তমান শাসক দলকে প্রতিহত করার বিরোধীদের পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিবে। এই কথা মাথায় রাখিয়া পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

এবার কি জেলের ভেতর কিত কিত খেলা হবে, কটাক্ষ বাবুলের

দুর্গাপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): " খেলা হবে। কিসের খেলা হবে? মুখে কাপড় বাঁধা গুন্ডাদের সাথে খেলার কোন প্রশ্নই ওঠে না।আসানসোলে ১০ টা গোল দিয়েছি। ১৮ টা সাংসদ ১৮ জায়গায় গোল দিয়েছে। গত ১০ বছর গনতান্ত্রিক ব্যাবস্থা নিয়ে ছেলে খেলা করেছেন। তার উত্তর ২০২১ হবে। এবার কি জেলের ভেতর কিত কিত খেলা হবে? এটা ভেবেই কি আলিপুর জেল নিল সাদা রঙ করে রেখে দিয়েছেন?" বৃহস্পতিবার পান্ডবেশ্বরে দলের বনভোজনে এসে তৃণমূলকে এভাবে নিশানা করলেন বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়।

উল্লেখ্য, রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ততই সরগরম রাজ্য রাজনীতি। তবে সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক ময়দানে "খেলা হবে" স্লোগান হিট। আর এই খেলা হবে নিয়ে কেন্দ্রীয় পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী কড়া কটাক্ষ করলেন তৃণমূল নেত্রীকে। এদিন তিনি বলেন,' দিদির উন্নয়নের নামে গুন্ডারা মুখে কাপড় বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখতে না পারে তার জন্য বুথে আধা সেনা থাকবে। খেলা হবে বলছেন। কিসের খেলা হবে? মুখে কাপড় বাঁধা গুন্ডাদের সাথে খেলার কোন প্রশ্নই ওঠে না।'

তিনি আরও বলেন,' আসানসোলে ১০ টা গোল দিয়েছি। ১৮ টা সাংসদ ১৮ জায়গায় গোল দিয়েছে। গত ১০ বছর গনতান্ত্রিক ব্যাবস্থা নিয়ে ছেলে খেলা করেছেন। এবার কি জেলের ভেতর কিত কিত খেলা হবে? এটা ভেবেই কি আলিপুর জেল নিল সাদা রঙ করে রেখে দিয়েছেন?' এদিন তিনি দুয়ারে সরকার, পাড়ায় পাড়ায় সরকারকে কটাক্ষ করে বলেন,' স্পিড ব্রেকার দিদি যেভাবে মানুষের কাজে বাধা দিয়েছেন। তার উত্তর ২০২১ হবে।' তিনি বলেন,' ভোটের আগে পাড়ায় পাড়ায় সরকার চালু করেছেন। মানুষ ভয়ে আছে। পাড়ার মোড়ে থাকতেন। এবার হয়তো পাড়ার গেটে নতুন করে কাটমানি তোলাবাজি করবেন।' এদিন জাকির হোসেনের ওপর বোমাবাজির ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,' পুলিশ সবরকম খবর পায়। আপনি পুলিশমন্ত্রী। রাজনীতি না করে কেন এমন ঘটল? এটা চিন্তা করুন। গয়েন্দা ব্যার্থতা। এরকম মন্ত্রীর ওপর রিমোট কন্টোলে পরিকল্পিত বোমাবাজি করা হবে। এটা মেনে নেওয়া শক্ত।' তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে আরও বলেন,' ভোটের আগে আপনারা অনেক হিংসা করবেন। কিন্তু সেই হিংসাটা যেন মানুষের মধ্যে হানাহানি না হয়। সেটার জন্য আপনি পুলিশের বসে সুরাহা করুন। কেন কেউ জানতে পারল না? না, কেউ জানতে পেরেও জানাল না? এর খামতি কেথায় খুঁজে বের করতে হবে। রেলের ওপর দায় চাপিয়ে খামোকা দায়িত্বহীনতার কাজ করবেন না। মানুষ সেটা বিশ্বাসও করবে না।' এদিন তিনি জনতার উদ্দেশ্যে বলেন,' ভুত পেত্নী দেখলে সবাই মিলে জয় শ্রীরাম বলবেন। দেখবেন, ভুত পেত্নী সব পালিয়ে যাবে।' হিন্দুস্থান সমাচার/

ভোটের কথা মাথায় রেখে এরা পশ্চিমবঙ্গে এসে নাটক করছে, অমিত শাহকে কটাক্ষ ফিরহাদের

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি স): লক্ষ্য একুশের নির্বাচন। তারই মাঝে বৃহস্পতিবার রাজ্য সফরে নামখানায় জনসভা করেন অমিত শাহ। অমিত শাহর রাজ্যে আসাকে কটাক্ষ করে "ভোটের কথা মাথায় রেখে এরা পশ্চিমবঙ্গে এসে নাটক করছে" মন্তব্য কলকাতা পুরসভার প্রশাসক ফিরহাদ হাকিমের।

অমিত শাহর রাজ্যে আসাকে কটাক্ষ করে ফিরহাদ হাকিম আরও বলেন, "বিগত দিনে গুজরাট থেকে শুরু করে দিল্লি এবং উত্তরপ্রদেশে বিজেপি নেতৃত্বের অমিত শাহ এর নেতৃত্বে যে ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ হয়েছিল তাতে অনেক মানুষ মারা গিয়েছিল। সমস্ত মানুষকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাই ওদের মুখে এসব কথা মানায় না। আসলে ভোটের কথা মাথায় রেখে এরা পশ্চিমবঙ্গে এসে নাটক করছে। কেন্দ্রের বিজেপি নেতারা এরাজ্যের দল বদলু দের জন্য প্লেন আনতে পারেন, অথচ ভিন রাজ্যো আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিক দের জন্য বাস ও ট্রেনের ব্যবস্থা করতে পারেন না"।

নিজের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে রাহুল যদি জানতেন

আর কে সিনহা

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর মানসিকতা নিয়ে সত্যি দুঃখ হয়। ভাষাগত আচার আচরণ তিনি বুঝতে পারেন না। তাঁর মনে যা আসে তিনি তাই বলে ফেলেন, এমনকি মারাত্মক অভিযোগও আনেন। তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রীকেই অত্যন্ত নির্লজ্জতার সঙ্গে "বিশ্বাসঘাতক" এবং "কাপুরুষ" বলে ফেলেন। কোনও অশিক্ষিত মানুষও নিজের শত্রুর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আনেন না। রাহুল গান্ধীর হিন্দি জ্ঞান তো মিডিল ক্লাসের থেকে কম বলে মনে হয়, এমনকি মিডিল ক্লাসের বাচ্চারাও জানে 'বিশ্বাসঘাতক' এবং 'কাপুরুষ' বলতে কী বোঝায়। কোন প্রধানমন্ত্রী দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও কাপুরুষোচিত আচরণ করেছেন তা জানার জন্য ইতিহাসের কিছু বই তিনি যদি পড়েন তাহলে ভাল হয়। রাহুল গান্ধীর জেনে রাখা উচিত, স্বাধীনতার পরই দেশের সঙ্গে প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল, যখন কাশ্মীরের রাজা হরি সিং কাশ্মীরকে পুরোপুরি ভারতে একীভূত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তখন রাহুলের দাদু জওহরলাল নেহেরু অপ্রয়োজনীয় শর্ত রেখে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। শেখ আবদুল্লাহ এবং তার পরিবারকে সন্তুষ্ট করার জন্য এমনটা করা হয়েছিল। এটাই তো ছিল দেশের সঙ্গে প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা।

রাহুল গান্ধীর জেনে উচিত, দেশের সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বাসঘাতকতা এবং কাপুরুষোচিত আচরণ তখন করা হয়েছিল, যখন চিন জোরপূর্বক তিব্বতে কর্তৃত্বের দাবি করেছিল এবং তিব্বতকে বাঁচানোর পরিবর্তে :হিন্দি-চিনি ভাই-ভাই" স্লোগান দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয় বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল ১৯৬২ সালে, যখন নেহরুজির কাপুরুষোচিত আচরণ ভারতীয় সেনাবাহিনীকে যথাযথভাবে লড়াই করতে দেয়নি এবং আকসাইচিন-সহ কয়েক হাজার বর্গ কিলোমিটার জমি চিন দখল করে নিয়েছিল, যা এখনও চিন দখল করে আছে। সরকারকে সর্বদা আক্রমণকারী রাহুলের জেনে নেওয়া উচিত, পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুই চিনকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য করার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন। নেহেরু চিনের প্রতি ভালোবাসা সকলেরই জানা।

শশী থারুরকেই যদি পড়ে নিতেন আমি আশা করছি, রাহুল গান্ধী হয়তো জানেন ১৯৫৩ সালে ভারতকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রস্তাব পণ্ডিত নেহেরু প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শশী থারুর জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল থাকাকালীন এই তথ্য দিয়েছিলেন। বিগত শতাব্দীর পঞ্চম দশকে জাতিসংঘ নিরাপত্তা কাউন্সিলের সদস্যপদ পাওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন বিভিন্ন সময় ভারতকে প্রস্তাব করেছিল। তখন এই দুটি দেশই ছিল বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ। আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতা ছিল নিরাপত্তা কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্য হিসেবে অন্য দেশকে জায়গা দেওয়ার। তবে নেহেরু এই দুই দেশের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং চিনকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এর থেকে বড় বিশ্বাসঘাতকতা আর কী হতে পারে?

"নেহেরু-দ্য ইনভেনশন অফ ইন্ডিয়া" বই-তে থারুর দাবি করেছেন, যে সমস্ত ভারতীয় কূটনীতিকরা সেই সময়ে বিদেশ মন্ত্রকের ফাইল দেখেছিলেন, তাঁরা একমত যে নেহেরু জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য হওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। নেহেরু বলেছিলেন, জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিলে ভারতের পরিবর্তে চিনকে নেওয়া উচিত। ততক্ষণে তাইওয়ান জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলের সদস্য ছিল। আমেরিকান প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের চেয়ে নেহেরুজির দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার আর কোনও উদাহরণ থাকতে পারে না, যা প্রমাণ করে যে তিনি দেশের কৌশলগত স্বার্থকে উপেক্ষা করে নিজের ব্যক্তিত্বকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

চিনের প্রতি নেহেরুর ভালোবাসা ইতিহাস সম্পর্কে রাহুল গান্ধীর জ্ঞান যেহেতু নেই বললেই চলে, হয়তো তিনি জানেন না নেহেরুজি চিনের প্রতি ভালোবাসার কারণেই ১৯৬২-র যুদ্ধে চিনের সঙ্গে মুখোমুখি হতে হয়েছিল ভারতকে। রাহুল গান্ধী কী জানেন চিন কতটা অঞ্চল দখল করেছিল? ৩৭,২৪৪ বর্গ কিলোমিটার। যা সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকার সমান, এতটাই বড় আকসাই চিন। রাহুল গান্ধী জেনে নিন, এটাই ছিল নেহেরুর দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। এবার দেখুন, নেহেরু ঘনিষ্ঠ যে কমিউনিস্টকে ১৯৬২-র যুদ্ধে খলনায়ক মনে করা হয়, সেই কৃষ্ণ মেননের নামে দিল্লিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সড়কও রয়েছে। কৃষ্ণ মেনন মার্গের কথা বলা হচ্ছে। সেখানে তাঁর একটি মূর্তিও রয়েছে। ওই রাস্তার নাম কী কৃষ্ণ মেনন মার্গ হওয়া উচিত? এই প্রশ্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম করবে। ভারত ও চিনের সেনা যখনই মুখোমুখি হবে তখন কৃষ্ণ মেনন এবং নেহেরুর কথা মনে পড়বে। চিনের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুর্বল প্রস্তুতির জন্য খলনায়ক হিসাবে বিবেচনা করা হয় মেননকে। ভারতীয় সেনার কাছে শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য পর্যাপ্ত অস্ত্র ছিল না।

ইন্দিরা গান্ধীও দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন রাজধানীর রামলীলা ময়দানে কয়েক লক্ষ মানুষের সমাবেশের পর, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী মধ্যরাতে গণতন্ত্র এবং স্বাধীন গণমাধ্যমকে কণ্ঠরোধ করে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন। ওই সমাবেশে যোগ দেওয়া জয়প্রকাশ নারায়ণ জি, আচার্য কৃপালানী জি, বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত, অটল বিহারী বাজপেয়ী, মোরারজি দেশাই প্রমুখকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সুতরাং এটি ছিল ইন্দিরা গান্ধীর কাপুরুষতা। বিরোধীদের শান্তিপূর্ণ বিরোধিতা তিনি সহ্য করতে পারেননি। বিশ্বাসঘাতকতা এবং কাপুরুষতার অর্থ কী তা একজন শিক্ষিত ব্যক্তির কাছ থেকে জানতে পারেন রাহুল গান্ধী।

এর পর দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন রাহুল গান্ধীরই বাবা রাজীব গান্ধী। যখন শ্রীলঙ্কা সরকার তামিল বংশোদ্ভূত আন্দোলনকারীদের দমন করছিল, তখন রাজীব গান্ধী জি এলটিটিই নেতা প্রভাকরণ এবং শত শত এলটিটিই সন্ত্রাসীদের ভারতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী দ্বারা প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, যদিও বিদেশ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রক অন্য কোনও দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে নিষিদ্ধ করেছিল। (লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

বুদ্ধিভ্রষ্ট রাজনীতি বাঙালীকে বিনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে-----

মন্ত্র আনন্দ

কোন জাতি বিদ্বেষ নয়, কোন প্রাদেশিকতা নয়, বাঙালীর অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন। আজ ভারতে বাঙালীর অস্তিত্ব বিপন্ন। তাই বাঙালীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বাঙালীর নিজ ভূমিতে মাথা উঁচু করে চলার জন্য সব রাজনৈতিকও সাম্প্রদায়িক পরিচয় দূরে সরিয়ে রেখে বাঙালীকে সবার আগে বাঙালী হতে হবে, নতুবা দ্রুত বিনাশের পথে এগিয়ে যাবে।

এই বিপন্নতার শুরু ১৯৩৯ সাল থেকে, তাই সেদিন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাঙালী কবি হয়ে কলম ধরতে হয়েছিল। ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হলেও পশ্চিম ভারতের একটি বৃহৎ অংশের নেতাদের কাছে গণতন্ত্র একটা মুখোশ মাত্র। জনগণের রায় বিরুদ্ধে গেলেই তাদের স্বরূপটা বেরিয়ে আসে। ক্ষমতার শীর্ষে থাকার জন্য ওই পশ্চিম ভারতীয় নেতারা যে কোন পথ ধরতে পারে। আজ ভারতে যে বিকৃত বিকারগ্রস্ত অশালীন অসভ্য রাজনীতি দেখছি এর শুরু ১৯৩৯ সালে পশ্চিম ভারতীয় কিছু নেতার হাত ধরে। গান্ধী চেয়ে ছিলেন পট্টভি সীতা রামাইয়াকে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি করতে। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে নীতিগত প্রশ্নে গান্ধীজী সুভাষচন্দ্র বিরোধ বাধায় সুভাষচন্দ্র কে দ্বিতীয়বারের জন্য সভাপতি করতে গান্ধী গোষ্ঠী রাজি হয়নি। কিন্তু গান্ধী মনোনীত প্রার্থীকে কংগ্রেসের বৃহৎ অংশের নেতারা মেনে নিতে পারলেন না। তখনই কংগ্রেসের ঝুলি থেকে ফোঁস করে উঠলো ফ্যাসিস্ট-এর সাপ। গণতন্ত্রের মুখোশ খুলে বেরিয়ে আসলো ক্ষমতার দম্ভ ও শক্তি লোভের রাজনীতির বিকৃত রূপ। শুরু হলো সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস ছাড়া করার ঘৃণ্য চক্রান্ত। কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে আওয়াজ উঠল হিন্দুস্থানকা হিটলার মহাত্মা গান্ধী কি জয়। দেশভক্ত নয় গান্ধী ভক্ত নেতা সেট গোবিন্দদাস বললেন--- 'ফ্যাসিস্টদের মধ্যে মুসোলিনি, নাৎসিদের মধ্যে হিটলার এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে স্ট্যালিনের যে স্থান কংগ্রেস সেবীদের (দেশ সেবী নয়) মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর সেই স্থান। ক্ষুব্ধ ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ লিখলেন--- "অবশেষে আজ, এমনকি কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেও হিটলারী নীতির জয়ধ্বনি শোনা গেল। স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করার জন্য যে বেদি উৎসৃষ্ট, সেই বেদিতেই আজ প্যাসিস্টের সাপ ফোঁস করে উঠেছে"। না, সেদিন কবির বাণী কানে যায়নি ক্ষমতার মদে মত্ত নেতাদের। সুভাষ বিরোধিতার ঘৃণ্য রাজনীতি থেকে তারা এক চুলও সরলেন না। ব্যথিত কবি আবার লিখলেন--- "কংগ্রেসেরও অন্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার তাপ হয়তো অস্বাস্থের কারণ হয়ে উঠেছে বলে সন্দেহ করি। যারা এর কেন্দ্রস্থলে এই শক্তিকে বিশিষ্টভাবে অধিকার করে আছেন, সংকটের সময়ে তাদের ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে, বিচার-বুদ্ধি সোজা পথে চলেনি। পরস্পরের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য, যে বৈধতা রক্ষা করলে যথার্থভাবে সংগ্রেসের বল ও সম্মান রক্ষা হতো তার ব্যভিচার ঘটতে দেখা গেছে এই ব্যবহার বিকৃতির মূলে আছে শক্তি ও স্পর্ধার প্রভাব।" পশ্চিমী এক গুজরাটি নেতার হাত ধেরে সেদিন ভারতবর্ষে যে শক্তি ও স্পর্ধার, বিকৃত ব্যভিচারী রাজনীতি শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার ৭৩ বছর পরেও সেই রাজনীতির অবসান হয়নি বরং আজ তা আজ আরও কদর্য রূপ ধারণ করেছে।

যাই হোক, সেদিন সুভাষ বিরোধিতা ক্রমশ বাঙালী বিদ্বেষে নিল। সুভাষচন্দ্র গান্ধী প্যাটেলদের ব্যভিচার ও ব্যবহার বিকৃতির রাজনীতি দেখে ঘৃণা পদত্যাগ করলেন। বাঙালী পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে লিখলেন "বাঙালী কবি আমি বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশ নায়কের পদে বরণ করি।" সেই পত্রের ছত্রে ছত্রে কবি তুলে ধরেছেন বাঙালী নির্যাতনের ছবি। তবে তিনি আশার বাণীও শুনিয়েছেন ওই পত্রে— " অদৃষ্ট কর্তৃক অপমানিত হয়ে বাঙালী মরবে না, প্রচণ্ড মার খেয়েও বাঙালী মারের ওপর মাথা তুলে দাঁড়াবে"।

হ্যাঁ বাঙালী আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে, তবে তার আগে বাঙালীকে এই বিকৃত কদর্য রাজনীতি ত্যাগ করতে হবে। সব রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক পরিচয়কে দূরে সরিয়ে রেখে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে একটি মাত্র পরিচয়ে "আমরা বাঙালী"। আজকের তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত কোন নেতা যার ক্ষমতার মোহে এ ডাল ও ডাল লাফিয়ে বেড়ায় তারা বাঙালীর কাছে আদর্শ হতে পারে না। স্বাধীনতার আগে পরে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে একমাত্র আদর্শ নেতা দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্র। এদের ভুলে, এদের আদর্শ ভুলে বাঙালী উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয় কিছু ধান্দা বাজ ভ্রষ্টাচারী কপটাচারী নেতার পেছনে ছুটে বাঙালীকে বিনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে।

এক দার্শনিককে তার এক ছাত্র বলেছিলেন— "আমাদের দুর্ভোগ্য দেশে কোনো নেতা নেই" " জবাবে ওই দার্শনিক বলেছিলেন— "সেই দেশের দুর্ভাগ্য যে দেশ নেতার অপেক্ষায় বসে থাকে।" তাই বাঙালী আজ কোন নেতার অপেক্ষায় বসে না থেকে শুধুমাত্র বাঙালী পরিচয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ান, ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুন নতুবা বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

করোনার পাশাপাশি আফ্রিকাকে সমানভাবে লড়তে হচ্ছে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে

বাপ্পাদিত্য মিত্র মুস্তাফি

২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাস। চিনের উহান প্রদেশে প্রথম দেখা গেল এক অদ্ভুত রোগের প্রাদুর্ভাব। কিছুদিন কাটতে না কাটতেই সেই রোগের প্রকোপ বাড়তে থাকল। আর সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকল মৃত্যুর সংখ্যাও। তখন থেকেই গোটা বিশ্ব জেনে গেল করোনা বা কোভিড-১৯ অসুখের কথা। চিনের উহান প্রদেশে যে করোনা শুরু হয়েছিল তার প্রভাব আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল গোটা বিশ্বজুড়ে। আমেরিকা, জার্মানি, ইত্যালি, ফ্রান্স, ব্রিটেন, ভারতের পাশাপাশি করোনার দাপট ক্রমাগত লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকল বিশ্বের প্রতিটি দেশেই। যথারীতি এর প্রকোপ থেকে মুক্তি পেন না আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলিও। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে গোটা বিশ্বের তাবড় ভাইরোলজিস্ট থেকে শুরু করে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা 'হু' এর বিজ্ঞানীরা বলেই দিয়েছিলেন আফ্রিকাতে বেশ কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু হলে করোনার প্রকোপে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়েছে আফ্রিকার বিভিন্ন অনুন্নত দেশে যত সংখ্যক মৃত্যুর আশঙ্কা করা গিয়েছিল তার চেয়ে অনেক কম সংখ্যক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এই প্রাণঘাতী ভাইরাসের দাপটে। আফ্রিকার নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কঙ্গো প্রভৃতি দেশে এর প্রকোপ কিছুটা বেশি হলেও অন্যান্য দেশগুলিতে তার প্রকোপ মোটের ওপর মাত্রা ছাড়ায়নি। নিঃসন্দেহে তা কিছুটা হলেও স্বস্তি দিয়েছে আফ্রিকা তথা গোটা বিশ্ববাসীকে।

কিন্তু প্রতিবারের মতো আফ্রিকা এবারেও বেশি চিন্তিত ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ নিয়ে। সম্প্রতি 'হু' -এর বিজ্ঞানীরা বিষয়টি নিয়ে তাঁদের প্রবল আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন। তার কারণ হল অ্যানোফিলিস স্টেফেনসি নামে দেশে এই মশার দাপটে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাই করোনার পাশাপাশি ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে কীভাবে যুদ্ধ করা যায় তা নিয়ে চিন্তিত আফ্রিকার দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধান তথা বিজ্ঞানীরা। এই অ্যানোফিলিস মশার প্রজাতি ইথিওপিয়া ও সুদানে মারাত্মক আকার নিয়েছে। এরপরেই বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসছে 'হু'। পরিসংখ্যান বলছে আফ্রিকার একটি অংশ প্রতিবছরই ম্যালেরিয়া প্রবণ হয়ে ওঠে। আর সেই কারণে সেখানে বহু মানুষেণ মৃত্যু হয়। পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে যে মৃতদের মধ্যে ৫ বছর বা তার নীচের বয়সী বাচ্চারা সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় রয়েছে। শুধু আফ্রিকার বিভিন্ন দেশগুলি বলে নয়, ভারত, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশগুলিতেও এই প্রজাতির মশার দাপট দিন দিন বাড়ছে। বিজ্ঞানীরা গবেষণা দেখেছেন, পরিষ্কার জল হোক বা নোংরা জল,তাতেও অনায়াসে বংশবৃদ্ধি করতে পারে এই প্রজাতির মশা। এই প্রজাতির মশাকে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক প্রাণী হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। একটা সময় দেখা দিয়েছিল যে আফ্রিকার দেশগুলির মূলত গ্রামীণ অঞ্চল ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা যায়। কিন্তু বহুদিন ধরে পরিকল্পনাহীনভাবে যেভাবে নগরায়ণ হচ্ছে সেখানে তাতে শহর অঞ্চলেও এই প্রজাতির মশার দাপটে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তদের সংখ্যা বাড়ছে।

পরিসংখ্যান বলছে, গোটা বিশ্বে প্রতিবছর ত্রিশ লক্ষ পর্যন্ত মানুষের মৃত্যু হয় ম্যালেরিয়ার কবলে পড়ে। যাদের মধ্যে অধিকাংশেরই বয়স পাঁচ বছর বা তার নীচে। ভারতে প্রতিবছর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় প্রায় দেড় কোটি মানুষ। আর তাতে মৃত্যু হয় প্রতি বছরে প্রায় কুড়ি হাজার করে। হু-এর বিজ্ঞানীরা তাই বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশগুলিকে। কারণ তাঁদের মতে, করোনা পরিস্থিতি আগের চেয়ে কিছুটা হলেও ভালো রয়েছে সেখানকার দেশগুলিতে। কিন্তু এখনও বহু মানুষ গরমের সময় মশারি না টাঙিয়ে বাইরে ঘুমোন। তাই সেখানে মশার কামড়ে একটা বড় অংশকে ম্যালেরিয়ার কবলে পড়তে হচ্ছে বলে 'হু' মনে করছে। গত কয়েকমাস ধরেই বিশ্বজুড়ে চেষ্টা চলছে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করার। ইতিমধ্যে রাশিয়া একটি ভ্যাকসিন তৈরি করে ফেলেছে। কিন্তু তার কার্যকারিতা নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন ওঠায় তা এখনও কোনো দেশ ব্যবহার করেনি। তবে ভাইরারোলজিস্ট বা চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে, করোনার দাপটে মানুষের মৃত্যুর ঝুঁকি খুবই কম। মানুষের শরীরে কোমরবিডিটি না থাকলে তাদের মৃত্যুর আশঙ্কা একেবারেই কমে যায় বলে মনে করছেন তাঁরা। কিন্তু ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার রাস্তা বেশ কঠিন বলেই মত সকলের। এই পরিস্থিতিতে করোনা ভাইরাসের পাশাপাশি আফ্রিকা সহ বহু দেশকে লড়তে হচ্ছে অত্যন্ত পরিচিত ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে যা আরো বেশ প্রাণঘাতী কোভিডের চেয়ে। তাই অ্যানোফিলিস স্টেফেনসি মোকাবিলায় তৎপর হচ্ছে আফ্রিকা।(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ইটভাট্টা শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে শ্রম কমিশনার কাছে ডেপুটেশন। ছবি- নিজস্ব।

ভারতে টিকাকরণ ৯৪-লক্ষের ঊর্ধ্বে, ১০১ বেড়ে মৃত্যু ১,৫৬,০১৪

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মহারাষ্ট্র-সহ কয়েকটি রাজ্য অস্বস্তি বাড়ালেও, ভারতে সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। বুধবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১২ হাজার ৮৮১ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১০১ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১১,৯৮৭ জন করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৬,৫৬,৮৪৫ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১২,৮৮১ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ০৯ লক্ষ ৫০ হাজার ২০১-এ পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ১০১ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১১,৯৮৭ জন। ১০১ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৬,০১৪ জন। ভারতে এযাবৎ করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,০৬,৫৬,৮৪৫ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩৪২ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ৭৯৩ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৯৪ লক্ষ ২২ হাজার ২২৮ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৪ লক্ষ ২২ হাজার ৯৯৯৮ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে কড়া প্রতিক্রিয়া মমতার

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : শ্রমমন্ত্রী জাকির হোসেনকে লক্ষ্য করে বোমাবাজির ঘটনাটি পূর্ব পরিকল্পিত একটি খুনের চক্রান্ত বলে চিহ্নিত করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। কেবল সিআইডি নয়, সেই সঙ্গে এসটিএফ এবং সিআইএসএফকেও এ ব্যাপারে তদন্ত করতে বললেন তিনি।

বুধবার রাতে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী জাকির হোসেনকে লক্ষ্য করে বোমাবাজির ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ঘটনার তদন্তের দাবিতে সরব হয় সবমহল।বৃহস্পতিবার তাঁকে হাসপাতালে দেখার পর হাসপাতালের ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে ঘটনার জন্য কেন্দ্রকে তোপ দাগেন মমতা। সাংবাদিকদের বলেন, স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে প্রাথমিক অনুমান রিমোট কন্টোলেই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। গোটা ঘটনার দায় রেলের বলেও বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তৃণমূল নেত্রী। তিনি জানান, জাকিরের সঙ্গে কথা হয়েছে।

জাকিরের স্ত্রীর সঙ্গেও দেখা হয়েছে। হাসপাতাল চত্বরে দাঁড়িয়ে মমতা ঘোষণা করেন, গুরুতর আহতদের ৫ লক্ষ টাকা সাহায্য করা হবে। এমনকি অল্প আহতদের ১ লক্ষ টাকা সাহায্য করবে রাজ্য। পাশাপাশি ঘটনায় আহতদের চিকিতসার সব খরচ বহন করবে রাজ্যে সরকার।

এছাড়াও তৃণমূল সুপ্রিমো তোপ দেগে বলেন, "পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়েছে। যখন হামলা চালানো হয় তখন প্ল্যাটফর্ম অন্ধকার ছিল। এমনকি সেখানে কোনো রেল পুলিশ ছিল না। ভয়াবহতা দেখে শিউরে উঠছি। এটা বিরাট বড় ষড়যন্ত্র। রেলের জায়গায় বিস্ফোরণ, দায়িত্ব রেলেরই। কিন্তু রেল এই ঘটনা হালকাভাবে নিচ্ছে।" পাশাপাশি মমতা দাবি, "জাকিরকে খুনের পরিকল্পনা ছিল। এমনকি ওঁর উপর দলবদলের চাপ আসছিল। কিন্তু ও কেন অন্য দলে যাবে? ও খুব কমিটেড ছেলে। "রেলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশ্ন করেন, মন্ত্রীর যাত্রার কথা থাকা সত্ত্বেও কেন যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হল না। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

গঙ্গারামপুরে সরকারি বাস ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম ২৫ যাত্রী

তপন, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন থানার ১৪ মাইল ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর যাত্রী বোঝাই সরকারি বাস ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হল প্রায় ২৫ জন বাসযাত্রী। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর ও বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসাপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার পর বেশকিছু সময়ের জন্য এলাকায় ব্যপক যানজটির সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে রামপুর ফাঁড়ির পুলিশের মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

জানা গিয়েছে, এদিন বেলা ১১টা নাগাদ একটি যাত্রী বোঝাই সরকারি বাস বালুরঘাটে যাচ্ছিল। সেই সময় উলটোদিক থেকে আসা লড়ি একটি বিকল বেসরকারি বাসের পাশ কাটিয়ে আসার সময় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় সরকারি বাসের সঙ্গে। দ্রুত গতিতে সংঘর্ষ হওয়ায় দুটি গাড়ি গিয়ে ধাক্কা মারে জাতীয় সড়কের ধারের একটি গাছে। ঘটনায় দুটি গাড়ির চালক সহ প্রায় ২৫ জন বাসযাত্রীরা জখম হয়। পরবর্তীতে স্থানীয়রা ছুটে এসে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আহতদের উদ্ধার করে।

বর্তমানেও তাঁরা প্রত্যেকেই গঙ্গারামপুর ও বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসাপাতালে চিকিৎসাধীন। দুর্ঘটনার পর বাসের ইঞ্জিন থেকে আগুন লাগার উপক্রম হওয়ায় গঙ্গারামপুর থেকে দমকলের ইঞ্জিন এসে আগুন নেভায় ।হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

সোশ্যাল মিডিয়ায় মন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আপত্তিজনক পোস্ট, গ্রেফতার ইকবাল ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে

করিমগঞ্জ (অসম), ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সোশ্যাল মিডিয়ায় অসমের বহু দফতরের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আপত্তিজনক পোস্ট শেয়ার করার পাশাপাশি ফেসবুকে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক মন্তব্য করার অপরাধে আটক ইকবাল হুসেনকে করিমগঞ্জ পুলিশ আজ আদালতে হাজির করেছিল। মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ইমদাদ আহমদের আদেশে ইকবালকে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বেশ কিছুদিন থেকে ইকবাল হুসেন সোশ্যাল মিডিয়ায় কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে যাচ্ছিল। এতে করিমগঞ্জ জেলার জনমনে ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন মহল থেকে ইকবালের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠতে থাকে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বুধবার রাতে সদর পুলিশ ইকবালকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশের পক্ষ থেকে ইকবালের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারা এবং আইটি অ্যাক্টের ৬৭ (বি) ধারায় ১৯২/২১ নম্বরের অধীনে করিমগঞ্জ সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ ইকবালকে আদালতে হাজির করা হলে, মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ইমদাদ আহমদ তাকে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়ে দেন।

লাদাখ কাঁপল ৩.৭ তীব্রতার ভূমিকম্পে, পালঘরেও ভূকম্পন

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ। বৃহস্পতিবার সকালে লাদাখে হালকা তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৭। এদিনই আবার ভূকম্পন অনুভূত হয় মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলায়। পালঘরে অনুভূত হওয়া ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.১। লাদাখ অথবা মহারাষ্ট্র, কোথাও কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

লাদাখে ভূমিকম্প :

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৭.৩৯ মিনিট নাগাদ ৩.৭ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত লাদাখে। ভূমিকম্পের উৎস্থল ছিল কার্গিল থেকে ২৭০ কিলোমিটার উত্তর-উত্তর পশ্চিমে, ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে। ৩৬.৬২ অক্ষাংশ এবং ৭৪.৫৬ দ্রাঘিমাংশ।

মহারাষ্ট্রের পালঘরে ভূমিকম্প :

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৫.২৯ মিনিট নাগাদ ৩.১ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলায়। ভূমিকম্পের উৎস্থল ছিল পুণে থেকে ৮৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমে, ভূপৃষ্ঠের ৭ কিলোমিটার গভীরে। ১৭.৭৬ অক্ষাংশ এবং ৭৩.৬০ দ্রাঘিমাংশ।

এপ্রিলে ৩০ দিনের জন্য হরিদ্বার কুম্ভ মেলা, মার্চের মধ্যেই বিজ্ঞপ্তি সরকারের

হরিদ্বার ও দেহরাদূন, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): খুব বেশি দিন আর বাকি নেই। আগামী এপ্রিল মাস থেকেই শুরু হচ্ছে হরিদ্বার কুম্ভ মেলা। কোভিড-১৯ অতিমারির জন্য এবার ৩০ দিন চলবে কুম্ভমেলা। কুম্ভমেলা ২০২১ শুরু হবে এপ্রিল মাসের ১ তারিখ থেকে এবং শেষ হবে ৩০ এপ্রিল। মার্চের মধ্যেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে উত্তরাখণ্ড সরকার। এমনটাই জানিয়েছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্য সচিব ওম প্রকাশ। উত্তরাখণ্ডের মুখ্য সচিব ওম প্রকাশ বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, চলতি বছরের ১ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে কুম্ভমেলা ২০২১। কোভিড-১৯ অতিমারির জন্য এবার ৩০ দিন চলবে কুম্ভমেলা। মার্চের মধ্যেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে উত্তরাখণ্ড সরকার। প্রসঙ্গত, আগে ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হত কুম্ভমেলা এবং চলত ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত। কিন্তু, এবার ১ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে কুম্ভমেলা।

কবে হবে কুম্ভ স্নান :

কুম্ভস্নানের জন্য এবার আগে থেকেই রেজিস্ট্রেশন করা জরুরি। এবার ১২ এপ্রিল, ১৪ এপ্রিল এবং ২৭ এপ্রিল হবে শাহি স্নান। কুম্ভমেলায় আগত সকলকে (হরিদ্বার আসার ৭২ ঘন্টা আগে) কোভিড-১৯ নেগেটিভ হতে হবে। মানতে হবে সমস্ত ধরনের কোভিড-বিধি।

মানবতার চেতনায় উত্তরপূর্বের উন্নয়নে সেবা করছেন, এজন্য এই অঞ্চলের মানুষ কখনও মোদীকে ভুলবেন না : মুখ্যমন্ত্রী সর্বা

মাজুলি (অসম), ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : 'নরেন্দ্র মোদীজি, আপনি অসম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অগ্রগতি ঘটাতে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিচ্ছেন, এটাই আপনার মহত্ত্ব। আপনি মানবতার চেতনায় যেভাবে দেশের সেবা করছেন, উত্তরপূর্বের মানুষ তা কখনও ভুলতে পারবেন না।' মাজুলি-যোরহাট সংযোগী সেতুর শিলান্যাস অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে বলেছেন উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী।

বিশ্বের বৃহত্তম নদীদ্বীপ উজান অসমের মাজুলিতে আজ বৃহস্পতিবার মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর প্রস্তাবিত মাজুলি-যোরহাট সংযোগী দীর্ঘ সেতুর ভূমিপূজন করেছেন কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি। এর পর ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এখানে শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিশাল সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ভূতল পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি সহ কেন্দ্রের অন্য মন্ত্রীদের পাশাপাশি মাজুলিবাসীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেন, মাজুলিবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন আজ পূরণ হতে চলেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে যখন নমামি ব্রহ্মপুত্র এবং নমামি বারাক যোজনা সংগঠিত হয়েছিল, তখন অনেকে এর তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু আজ এই দুটি প্রকল্পের দরুন জলপথ সম্পৃক্ত অনেক প্রকল্পের শুরুয়াত হল। যার ফলস্বরূপ রাজ্যবাসী বহু উপকৃত হবেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা এবং বদৌলতে মাজুলি এবং ধুবড়িতে দুটি বড় সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে, এটা অসমের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কেবল তা-ই নয়, অসমের উন্নয়নের মাইলফলক হিসেবেও তা রচিত হবে। এজন্য তিনি বেজায় খুশি। তিনি গোটা রাজ্যের জনগণ এবং বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন, 'নরেন্দ্র মোদীজি, আপনি অসম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অগ্রগতি ঘটাতে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিচ্ছেন, এটাই আপনার মহত্ত্ব। আপনি মানবতার চেতনায় যেভাবে দেশের সেবা করেছেন, উত্তরপূর্বের মানুষ তা কখনও ভুলতে পারবেন না।'

করোনা-আক্রান্ত মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী জয়ন্ত পাটিল, রয়েছেন নিভৃতবাসে

মুম্বই, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন মহারাষ্ট্রের জলসম্পদ মন্ত্রী তথা এনসিপি নেতা জয়ন্ত পাটিল। বৃহস্পতিবার জয়ন্ত পাটিল নিজেই টুইট করে করোনা-আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি জানিয়েছেন। মন্ত্রী জানিয়েছেন, তিনি ভালো আছেন, চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে চলছেন। রয়েছেন নিভৃতবাসে। পাশাপাশি সম্পত্তি তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদেরও করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছেন।

বৃহস্পতিবার টুইট করে মহারাষ্ট্রের জলসম্পদ মন্ত্রী তথা এনসিপি নেতা জয়ন্ত পাটিল জানিয়েছেন, 'আমি করোনাভাইরাসের সংক্রমিত হয়েছি। আমি ভালো আছি, চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে চলছি, আশা করছি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবে। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে নিজের কর্তব্য পালন করব। সাম্প্রতিক সময়ে আমার সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন তাঁদের কাছে অনুরোধ করছি, নিজেরাও করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নেবেন।'

ভারতে ২০.৮৭-কোটির ঊর্ধ্বে করোনা-টেস্ট, সক্রিয় রোগী ফের বাড়ল

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শেষ ২৪ ঘন্টায় ৭.২৬-লক্ষের বেশি মানুষের করোনা-পরীক্ষা করার পর ভারতে ২০.৮৭-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-টেস্টের সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৭ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৭,২৬,৫৬২টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২০,৮৭,০৩,৭৯১-এ পৌঁছে গেল। সুস্থতা বাড়লেও, ভারতে শেষ ২৪ ঘন্টায় খানিকটা বেড়েছে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা। বুধবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১১,৯৮৭ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৬,০১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪২ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১০১ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০৬,৫৬,৮৪৫ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা খানিকটা বেড়েছে, এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১,৩৭,৩৪২ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন, বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ৭৯৩ জন (১.২৫ শতাংশ)।

করিমগঞ্জ জেলায় অফলাইন প্রক্রিয়া চালুর দাবিতে অনির্দিষ্টকালীন কর্মবিরতি দলিল লেখক সংস্থার

করিমগঞ্জ (অসম), ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কাছাড় ও হাইলাকান্দি জেলায় জমি ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অফলাইন ও অনলাইন প্রক্রিয়া চালু থাকলেও, ব্যতিক্রম শুধু করিমগঞ্জ জেলায়। দীর্ঘদিন থেকে করিমগঞ্জ জেলায় জমি কেনাবেচা বন্ধ। এতে দলিল লেখার মতো পেশার সঙ্গে জড়িতদের জীবনে নেমে এসেছে ঘোর অন্ধকার। করিমগঞ্জ জেলায় অফলাইন প্রক্রিয়া চালু করার দাবিতে বৃহস্পতিবার থেকে দলিল লেখক সংস্থা অনির্দিষ্টকালীন কর্মবিরতি আন্দোলন শুরু করেছে।

জেলায় জমি ক্রয় বিক্রয়ের প্রক্রিয়া নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সদর সার্কল সহ করিমগঞ্জ জেলার প্রতিটি সার্কলে জমি ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত এনওসি প্রদানও বন্ধ রয়েছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনলাইন পরিষেবার মাধ্যমে বিশেষ ক্ষেত্রে এনওসি দেওয়া হলেও তা দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। এতে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ জনগণ সহ দলিল লেখার পেশার সঙ্গে জড়িতরা। একদিকে যেমন কন্যা দায়গ্রস্থ মাতা-পিতা জমি বিক্রয় করতে না পারায় হতাশায় ভুগছেন, তেমনি অন্যদিকে মারণব্যাধি রোগাক্রান্ত লোককে চিকিৎসার জন্য অর্থের অভাবে প্রাণ দিতে হচ্ছে।

জমি ক্রয় বিক্রয় বন্ধ থাকার দরুন শুধুমাত্র সাধারণ জনগণকেই যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এমন নয়, জেলার প্রায় দুই শতাধিক দলিল লেখক রুজি-রোজগার হারিয়ে তাঁদের পরিবার নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। জমির দলিল লিখেই যাঁদের সংসার চলে, সেই সকল লোকদের জীবনও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন থেকে জমি ক্রয় বিক্রয় বন্ধ থাকায় রোজগার বন্ধ, তাই বাধ্য হয়ে আজ থেকে অনির্দিষ্টকালীন কর্মবিরতিতে বসেছে জেলার দলিল লেখক সংস্থা। বৃহস্পতিবার করিমগঞ্জের সাব রেজিস্ট্রার অফিসের সামনে প্রতীকী অনশনে বসে সংস্থার কর্মকর্তারা জেলা প্রশাসনের অনলাইন অফলাইন প্রক্রিয়ার তীব্র নিন্দা জানান। সংস্থার সম্পাদক আবুল হুসেন বলেন, বরাক উপত্যকার বাকি দুই জেলায় অফলাইন ব্যবস্থা বহাল রয়েছে যদিও করিমগঞ্জ জেলায় অফলাইন পদ্ধতিতে এনওসি সংগ্রহ করা যাচ্ছে না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মন্ত্রী কিংবা বিধায়কের নোট দেখিয়ে অফলাইন পদ্ধতিতে কেউ কেউ এনওসি নিয়ে যাচ্ছেন। তবে গ্রামের ক্ষেত্রে কিছুটা দেখা গেলেও শহরে এক খণ্ড জমির এনওসি পেতে ছয় মাস থেকে তিন বছর সময় লেগে যাচ্ছে। অনলাইন পদ্ধতিতে জমির এনওসি পেতে বিস্তর ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে জেলার সাধারণ মানুষকে। জেলাশাসককে এ-ব্যাপারে অবগত করা হলেও কোনও কাজ হয়নি।

তিনি বলেন, কাছাড় এবং হাইলাকান্দি জেলায় অফলাইন পরিষেবার মাধ্যমে দিব্যি জমি কেনাবেচা চলছে। ব্যতিক্রম শুধু করিমগঞ্জ জেলায়। আমজনতা বিপদে পড়েই জমি বিক্রয় করে থাকেন, কিন্তু করিমগঞ্জ জেলায় অফলাইন পরিষেবা বন্ধ থাকায় দুর্ভোগে পড়েছেন অনেকেই। কর্মসংস্থানের আকাল দেখা দেওয়ায় দলিল লেখকরাও আর্থিক অনটনের শিকার হয়েছেন। তাই অফলাইন পদ্ধতি পুনর্বহাল রাখার দাবিতে আজ থেকে তাঁরা অনশনে বসেছেন বলে জানান আবুল হুসেন। তাঁদের এই কর্মবিরতিকে সমর্থন জানিয়ে অনশনে শামিল হয়েছেন করমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, প্রাক্তন মন্ত্রী আবু সালেহ নজমুদ্দিন, জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র শাহাদত আহমদ চৌধুরী, নজরুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ।

মধ্যাহ্ন ভোজন প্রকল্প ব্যক্তি মালিকানায় তুলে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মুখর করিমগঞ্জ

করিমগঞ্জ (অসম), ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মধ্যাহ্ন ভোজন প্রকল্প ব্যক্তি মালিকানায় তুলে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার করিমগঞ্জ জেলা সদরের পরিবেশ সরগরম হয়ে ওঠে। মধ্যাহ্ন ভোজন কর্মচারীদের বিক্ষোভ মিছিলে শহরের আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠে আজ। সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিশাল সংখ্যক মধ্যাহ্ন ভোজন কর্মচারী শহরের প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অধিকারিকের কার্যালয়ে এসে জড়ো হন। সেখানে তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগানের মাধ্যমে কার্যালয় চত্বর কাঁপিয়ে তুলেন তাঁরা।

মধ্যাহ্ন ভোজন প্রকল্প ব্যক্তি মালিকানায় তুলে না দেওয়ার দাবি জানিয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি স্মারকপত্রও প্রেরণ করেন রাধুনিরা। স্মারকপত্র প্রদান করে এদিনের আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানকারী সিটু-র জেলা সভাপতি পরিতোষ দাশগুপ্ত সংবাদ মাধ্যমের সামনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, রাজ্য সরকার পুনরায় একবার মধ্যাহ্ন ভোজন কর্মচারীদের কাজ কেড়ে নিতে তৎপর হয়ে উঠেছে। ২০১৯ সালে রাজ্য সরকার মধ্যাহ্ন ভোজন প্রকল্পকে অক্ষয়পাত্র ফাউন্ডেশন নামের একটি এনজিওর হাতে তুলে দিয়েছিল। এই এনজিওটি কেন্দ্রীয়ভাবে রান্না তৈরি করে, তার মাধ্যমে স্কুলগুলিতে খাদ্য বিতরণ করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। এতে রাজ্যের লক্ষাধিক মধ্যাহ্ন ভোজন কর্মচারীর কর্মসংস্থান হারানোর সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে-সময় সমগ্র রাজ্যের মধ্যাহ্ন ভোজন কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলে সরকার মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিল।

শ্রমিক নেতা পরিতোষ দাশগুপ্ত বলেন, সে-যাত্রায় রাজ্য সরকার পিছু হটলেও, আবারও রাজ্য সরকার একই পথে এগোচ্ছে। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার আমিনগাঁওয়ে কেন্দ্রীয় রন্ধনশালার জন্য অক্ষয় ফাউন্ডেশনকে জমিও বরাদ্দ করেছে। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে সারা অসম মধ্যাহ্ন ভোজন কর্মচারী ইউনিয়ন। রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আধিকারিকের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকপত্র পাঠানো হচ্ছে। করিমগঞ্জ জেলায় সারা অসম মধ্যাহ্ন ভোজন কর্মচারী ইউনিয়ন আজ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিক এবং জেলার প্রতিটি খণ্ড শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। শহরে প্রায় দুই শতাধিক মধ্যাহ্ন ভোজন কর্মচারী বিক্ষোভ মিছিল করে জেলা শিক্ষা আধিকারিকের কার্যালয়ে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

মধ্যাহ্ন ভোজন প্রকল্প ব্যক্তিমালিকানায় তুলে দেওয়ার প্রতিবাদ করে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র জেলা প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। স্মারকপত্রে এই প্রকল্প ব্যক্তিগতকরণের ষড়যন্ত্র অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানানো হয়। এই দাবি পূরণে সরকার টালবাহানা করলে রাজ্যব্যাপী প্রতিরোধ গড়ে তোলার হুমকি দেন শ্রমিক সংগঠন সিআইটিইউর করিমগঞ্জ জেলা সভাপতি পরিতোষ দাশগুপ্ত। আজকের বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন সারা অসম মধ্যাহ্ন ভোজন কর্মচারী ইউনিয়নের করিমগঞ্জ জেলা কমিটির পক্ষে অনিতা নমঃশুদ্র, আয়ারুন্নেসা, রেহানা বেগম চৌধুরী, ফুলন্তী নমঃশুদ্র, নিভা দাস, সাহিদা বেগম প্রমুখ।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

পায়ের যত্নে মাস্ক

পেডিকিউর ছাড়াও পায়ের ত্বকের বিশেষ যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। কারণ ধুলাবালি, ময়লা ও দূষণের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় পা।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে পায়ের যত্নে উপকারী মাস্ক সম্পর্কে জানানো হল।

পায়ের পরিচর্যার জন্য কলা ও মধু দিয়ে তৈরি করতে পারেন মাস্ক।

উপকরণ: একটা পাকা কলা। এক টেবিল-চামচ মধু। 'ক্লিং র‍্যাপ' বা খাবার ঢেকে রাখার প্লাস্টিকের মোড়ক।

পদ্ধতি: কাঁটা-চামচের সাহায্যে একটা পাকা কলা পিষে নিন। এতে এক টেবিল-চামচ মধু যোগ করুন। ঘন মিহি পেস্ট তৈরি করে নিন।

প্যাকটি ঘন করে পায়ে মেখে নিন। প্যাক ব্যবহারের পরে পা প্লাস্টিকের মোড়ক দিয়ে শক্ত করে পেঁচিয়ে রাখুন এতে আশপাশে তা ছড়িয়ে পড়বে না।

শুকানোর জন্য পনের মিনিট অপেক্ষা করুন। পা পরিষ্কার করে এর আর্দ্রতা ধরে রাখার জন্য ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন।

যেসব প্রসাধনী কেবল রাতে ব্যবহার করা উচিত

ত্বকের যত্নে সবচেয়ে ভালো ও কার্যকর প্রসাধনী বেছে নেওয়ার চেষ্টা করেন সবাই। তবে কোন পণ্য কখন ব্যবহার করা উচিত সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় অনেকক্ষেত্রেই তা ভালো ফলাফল দেয় না।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে কেবল রাতে ব্যবহার করতে হয় এমন কয়েকটি উপাদান সম্পর্কে জানানো হল।

রেটিনল: ত্বক পুনর্গঠন করতে রেটিনল উপকারী। এটা বলিরেখা, ব্রণ ও ত্বকের পিগমেন্টেইশন কমায়। তাই রাতে ব্যবহারের জন্য রেটিনল সমৃদ্ধ প্রসাধনী বেশি ভালো।

অনেকেই মনে করেন, রেটিনল ত্বককে সূর্যের প্রতি সংবেদনশীল করে ফেলে। কথাটা, আংশিক সত্যি। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কারণ হল, সূর্যালোক রেটিনলের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। তাই দিনে রেটিনল সমৃদ্ধ পণ্য ব্যবহার কম কার্যকার হয়।

এক্সফলিয়েটিং অ্যাসিড: ত্বক এক্সফলিয়েট করতে 'এএইচএ' ও 'বিএইচএ' বহুল ব্যবহৃত রাসায়নিক উপাদান। এগুলো ত্বকের ওপরের মৃত কোষ দূর করে। ফলে ত্বক স্বাস্থ্যকর ও সতেজ লাগে। বলা যায়, ত্বককে কোমল ও মসৃণ করতে এগুলো বেশ উপকারী।

গ্লাইকোলিক অ্যাসিড ও স্যালিসাইলিক অ্যাসড সমৃদ্ধ প্রসাধনী ব্যবহার ত্বকের সুরক্ষার স্তর দুর্বল করে ফেলে। এ ধরনের প্রসাধনী ব্যবহার ত্বককে আলো, বাতাস ও তাপের প্রতি সংবেদনশীল করে ফেলে।

এসব কারণে এই ধরনের উপাদান সমৃদ্ধ প্রসাধনী রাতে ব্যবহার করা উচিত।

ফেইস অয়েল: প্রাকৃতিক 'কোল্ড প্রেসড' তেল পুষ্টির ভাণ্ডার যা ত্বককে মসৃণ করে। এগুলো ত্বকের সুরক্ষার স্তরকে মজবুত করে ও উজ্জ্বলতা বাড়ায়। অনেক ফেইস অয়েলের সঙ্গে ত্বকের জন্য উপকারী নানা রকমের 'এসেনশল অয়েল' যোগ করা হয়।

'এসেনশল' তেলে মিথোক্সিপসোরালেন থাকায় তা তাপ, ঘাম ও সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির সংস্পর্শে এসে ত্বকে জ্বলুনির সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়াও ভারী তেল ত্বকে ময়লা ও ব্যাক্টেরিয়া আটকে রাখে। ফলে ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যেকারণে এসব পণ্য রাতের জন্যই ভালো।

'নাইট ক্রিম' ও 'স্লিপিং মাস্ক': এই ধরনের ক্রিম অপেক্ষাকৃত ভারী ও সারা রাত ত্বককে পুনর্গঠন ও মসৃণ করতে পারবে এমনভাবে তৈরি করা হয়। ফলে সকালে ত্বক আর্দ্র, মসৃণ, টানটান ও সতেজ লাগে দেখতে। তবে দিনে এই ধরনের ক্রিম ব্যবহার ত্বকের তেল ও ঘামের নিঃসরণের ওপর প্রভাব রাখে। যা পরে লোমকূপ আবদ্ধ করে ফেলা ও 'ব্রেকআউট'য়ের মতো সমস্যা সৃষ্টি করে।

শীতে পুরুষের ত্বকের যত্ন

শুধু নারীদের নয় শীতে পুরুষদেরও সঠিকভাবে ত্বকের যত্ন প্রয়োজন। শুষ্ক বাতাস ও তাপমাত্রার ওঠানামা ত্বকে প্রভাব ফেলে। তাই এই সময়ে ত্বক ভালো রাখতে ঠিকঠাক যত্ন নেওয়া উচিত।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে শীতে পুরুষের ত্বকের যত্ন নেওয়ার উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

মৃদু ফেইসওয়াশ ব্যবহার: ত্বক পরিষ্কার রাখতে ও লোমকূপ আবদ্ধ হওয়ার আগে তা পরিচ্ছন্ন করতে রাতে ও সকালে মৃদু ফেইসওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করা উচিত। কোমল, ক্রিম-ধর্মী পরিষ্কারক ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক না করে ময়লা ও জীবাণু দূর করে এবং আর্দ্রতা বজায় রাখে।

এক্সফলিয়েট: শীতকালে ত্বক শুষ্ক ও মলিন হয়ে যায়, এটা দূর করতে সপ্তাহে একবার নিয়মিত ত্বক এক্সফলিয়েট করুন। ত্বকের মৃত কোষ চেহারাকে মলিন করে ফেলে তাই ত্বকের উজ্জ্বলতা ফেরাতে স্ক্রাব জরুরি। ভালো ফলাফল পেতে সপ্তাহে দুএকবার স্ক্রাব করে নিন।

ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার আবশ্যক: সারা বছরই ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা প্রয়োজন। শীতকালে তো অবশ্যই। ত্বক শুষ্ক হওয়া এড়াতে এটা সবচেয়ে ভালো উপায়। নিয়মিত ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার ত্বককে টানটান করে। বয়সের ছাপ ও বলিরেখা কমায়।

রাতে সিরাম ব্যবহার: ত্বকের আর্দ্রতা নিশ্চিত করতে রাতে সিরাম ব্যবহার করা ভালো। এটা অতিরিক্ত শুষ্কতা ও 'পিগ্মেন্টেইশন', ব্রণ ও দাগছোপ কমায়।

সান্সক্রিন ব্যবহার: তাপমাত্রা কমলেও সূর্যরশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব কমে না। তাই বাইরে যাওয়ার আগে অবশ্যই সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে হবে। সামস্ক্রিন সূর্যরশ্মি থেকে রক্ষা করার পাশাপাশি অকালে বয়সের ছাপ ও 'ম্যালোনোমা' কমাতে সহায়তা করে।

সৌরবিদ্যুতের খুঁটিনাটি

যদিও খরচান্ত ব্যাপার। তবে একবার বসাতে পারলে বিদ্যুত পাওয়া যাবে অনন্তকাল।

মোটরসাইকেলের যন্ত্রাংশ ও রক্ষণাবেক্ষণ

এয়ার কন্ডিশনারের দরদাম আর লাগবে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ। রাজধানীর মালিবাগের সোলার পাওয়ার বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান 'এনার্জি সিস্টেম কোম্পানি'র মালিক ও প্রকৌশলী সেরাজুল ইসলাম বলেন, "মূলত ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশের মানুষ সোলারে পাওয়ারের ব্যাপক পরিসরে পরিচিত হয়। এর আগে দেশে এই প্রযুক্তি ছিল, তবে ছোট পরিসরে।" তিনি জানান, বর্তমানে সোলার প্রযুক্তি ক্রমেই উন্নতির পথে এগোচ্ছে। আগে সোলার প্রযুক্তি শুধু বিদ্যুৎ নেই এমন এলাকাতেই চোখে পড়ত। এখন শুধু মফস্বল এলাকাতেই সীমাবদ্ধ নেই, এসেছে শহরেও। এই প্রসারের জন্য অনেকটাই গুরুত্ব রেখেছে সরকারি আইন।

এই আইন মোতাবেক ঢাকায় নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে হলে ভবনের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার নির্দিষ্ট পরিমাণ 'সোলার সিস্টেম' দিয়ে পূরণ করতে হবে। আবাসিক ভবনের জন্য ৩ শতাংশ, বাণিজ্যিক ভবনের ক্ষেত্রে ৩ থেকে ৮ শতাংশ এবং শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ বিদ্যুৎ আসতে হবে এই পদ্ধতির মাধ্যমে।

তবে শুধু সরকারি বাধ্যবাধকতায় নয়, বিদ্যুৎ খরচ কমাতেও সোলারের প্রতি ঝুঁকছেন অনেকেই।

নতুন প্রেশার কুকার

বাজারে বিভিন্ন মান ও আকারের প্রশার কুকার রয়েছে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছাড়াও বিভিন্ন বিষয় মাথায় রাখলে সঠিক পণ্যটি কিনতে পারবেন। সংসারের বৈদ্যুতিক আসবাব ঘরের আসবাবপত্র মোটরসাইকেলের যন্ত্রাংশ ও রক্ষণাবেক্ষণ সৌরবিদ্যুতের খুঁটিনাটি মশা মারার যন্ত্র রান্না করতে ইলেকট্রিক চুলা ভারতের 'ইউনাইটেড পেশার কুকার' ব্র্যান্ডের সভাপতি মো. নওশাহ এমনই কিছু বিষয়ের প্রতি নজর দিতে বলেছেন যা খেয়াল রাখলে সঠিক প্রেশার কুকার কিনতে সুবিধা হবে। আকার: প্রেশার কুকার পূর্ণ করে খাবার রান্না করা হয় না। এক তৃতীয়াংশ ভর্তি করেই খাবার রান্না করা হয়। তাই প্রতিদিন কী পরিমাণ রান্না করতে হয়, পরিবারের সদস্য কয়জন- এসব বিষয় মাথায় রেখে প্রেশার কুকার বড় না মাঝারি কিনবেন সেটা বিবেচনা করা উচিত।

ভার ও পুরুত্ব: প্রেশার কুকার মোটা দেখাতে সাধারণত ভারী হাতল ব্যবহার করা হয়। তাই সঠিক পুরুত্বের প্রেশার কুকার কেনার জন্য অবশ্যই মোটা অ্যালুমিনিয়াম বা পুরু স্টিলের তৈরি কিনা তা দেখে নিন। দুর্ঘটনা এড়াতে প্রতিদিন ব্যবহারের জন্য ৩.২৫ মি.মি. পুরুত্বের প্রেশার কুকার কেনা উচিত।

প্রেশার নির্দেশক: যখন নতুন প্রেশার কুকার কিনতে যাবেন তখন খেয়াল করুন তাতে 'প্রেশার ইন্ডিকেইটর' আছে কিনা। না থাকলেও প্রেশার মার্কার বা 'পপ-আপ ইন্ডিকেইটর' থাকার কথা। আধুনিক প্রেশার কুকারে এরকম সুবিধা থাকে যা প্রেশার পরিমাপ করতে সাহায্য করে। পাশাপাশি প্রেশার দ্রুত কমানোর জন্য বোতাম থাকাও আবশ্যক।

ফ্লোট বা স্প্রিং ভ্যাল: প্রেশার কুকারের ভাপ উপর দিয়ে বের হওয়ার সময় যে ছিপিটা উপরে উঠে শিস দেয়, সেটাই স্প্রিং ভ্যাল। এই শিস ধ্বনি রান্নাঘরের জন্য মধুর হলেও রান্নার গন্ধ ও আওয়াজ বাসায় আসা অতিথির জন্য বিরক্তিকর হতে পারে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন প্রেশার কুকারগুলোতে রয়েছে প্রেশার নিয়ন্ত্রণের কৌশল। যা শিসের শব্দ কমায় ও কম শক্তি খরচ করে।

প্রেশার নিয়ন্ত্রক: নতুন মডেলের প্রেশার কুকারে বাষ্পের চাপ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি থাকে। তাই যে খাবার তৈরিতে বেশি বাষ্পের চাপ লাগে যেমন- মটরজাতীয় খাবার, এগুলোর জন্য বেশি বাষ্পের চাপ দিতে পারেন। আবার কম প্রেশারে রান্নার জন্য অল্প মাত্রার প্রেশারে রান্না করা যায়।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ: সম্পর্কে জানালেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসটিআরসি'য়ের ইন্সট্রুমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ শাজেদুল হোসেন সরকার।

সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করাই 'সোলার সিস্টেম'য়ের কাজ। এই পদ্ধতি দুই ধরনের হয়- অফগ্রিড এবং অনগ্রিড।

ব্যাটারির মাধ্যমে সৌরবিদ্যুৎ সংরক্ষণ করে রেখে রাতে কিংবা লোডশেডিংয়ের সময় ব্যবহার করার পদ্ধতির নাম অফগ্রিড।

আর ব্যাটারি ছাড়া যতক্ষণ সূর্যের আলো আছে ততক্ষণ ব্যবহার করার পদ্ধতির নাম অনগ্রিড।

কোন পদ্ধতিতে কী যন্ত্র প্রয়োজন, এই ব্যাপারে জানালেন 'এনার্জি সিস্টেম কোম্পানি'র সেরাজুল ইসলাম।

অফগ্রিড'য়ের জন্য দরকার হবে প্রয়োজন মতো সোলার প্যানেল, একটি চার্জ কন্টোলার, একটি ইনভার্টার এবং প্রয়োজন মতো টিউবলার ব্যাটারি। অনগ্রিড'য়ের জন্য লাগবে সোলার প্যানেল, অনগ্রিড ইনভার্টার ও এনার্জি মিটার। বাণিজ্যিক ও শিল্পকারখানায় অনগ্রিড সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। আর আবাসিক ভবনে অফগ্রিড।

দরদাম: খরচ নির্ভর করবে কতোগুলো বৈদ্যুতিক যন্ত্র চলবে তার উপর। সচরাচর লাইট, ফ্যান, টেলিভিশন, কম্পিউটার ইত্যাদি সৌরবিদ্যুতে চালানো হয়। ফ্রিজ, এয়ারকন্ডিশনার ইত্যাদি এই বিদ্যুতে চালানো যেমন ঝুঁকিপূর্ণ, তেমনি ব্যয়সাপেক্ষ।

উদাহরণ দিয়ে খরচের হিসেবটা বুঝিয়েছেন সেরাজুল ইসলাম।

একটি বাসায় পাঁচটি লাইট, পাঁচটি ফ্যান, একটি টেলিভিশন এবং একটি কম্পিউটার চার ঘণ্টা চালাতে সাধারণত এক হাজার ওয়াট বিদ্যুৎ প্রয়োজন। অফগ্রিড পদ্ধতিতে এই চাহিদা পূরণ করতে চাইলে লাগবে আড়াইশ ওয়াটের চারটি সোলার প্যানেল, একটি চার্জ কন্টোলার, একটি ইনভার্টার এবং ১৩০ অ্যাম্পিয়ারের তিনটি ব্যাটারি। প্রতিষ্ঠানভেদে পুরো প্যাকেজটির খরচ পড়তে পারে দেড় লাখ টাকা থেকে ৫ লাখ টাকা। অনগ্রিড পদ্ধতিতে লাগবে চারটি আড়াইশ ওয়াটের সোলার প্যানেল, একটি অনগ্রিড ইনভার্টার এবং একটি এনার্জি মিটার। সবসহ খরচ পড়বে ১ লাখ থেকে সাড়ে ৩ লাখ টাকা। আবার ১২ ঘণ্টা ধরে বিদ্যুৎ সরবরাহ পেতে চাইলে খরচ বেড়ে যাবে তিনগুন।

সৌরবিদ্যুতের জন্য বাজারে বড়মাপের নামগুলোর মধ্যে রয়েছে- রহিমআফরোজ, এনার্জিপ্যাক, এনজেন, গ্রামীনশক্তি ইত্যাদি। এছাড়াও কিছু এনজিও ও ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান বিক্রি করে থাকে ।

ত্বক ও চুলের যত্নে চা পাতা

চা কেবল শরীর চাঙা রাখে না পাশাপাশি ত্বক ও চুলের সৌন্দর্য বাড়াতেও ভূমিকা রাখে।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে চুল ও ত্বকের যত্নে চা পাতার উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল।

বলিরেখা ও বয়সের ছাপ কমায়

বয়সের আগে অনেকেরই ত্বকে বয়সের ছাপ ও বলিরেখা পড়ে যায়। এই সমস্যা কমাতে ঠাণ্ডা চা পাতার ব্যাগ ত্বকে ব্যবহার করুন। এটা চোখের চারপাশের ত্বককে টান টান করে, বলিরেখা কমাতে এটা সবচেয়ে সহজ উপায়। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন।

চোখের চারপাশের ফোলাভাব

অনেকেরই সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে চোখের চারপাশে ফোলাভাব দেখা যায়। এই সমস্যার সমাধান করতে ও চোখের চারপাশের বয়সের ছাপ কমাতে ঠাণ্ডা টি ব্যাগ ব্যবহার করুন। এটা চোখের চারপাশের ত্বককে টানটান রাখে ও এর প্রদাহনাশক উপাদান ও মৃদু ক্যাফেইন চোখ ফোলাভাব কমাতে সহায়তা করে।

চুল উজ্জ্বল ও মোহনীয় করে

'ব্ল্যাক টি' চুলে প্রাকৃতিক রং আনে। গোসলের পরে ঠাণ্ডা চা পাতা দিয়ে চুল ধুয়ে নিন, এটা চুলকে কালো ও চকচকে করে। চাইলে এতে মেহেদি যোগ করে চুলের রং বাড়াতে পারেন।

দাগ কমায় 'ব্ল্যাক টি' অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা উন্মুক্ত রেডিকেল থেকে রক্ষা করে ও বিষাক্ত উপাদান বের করে দিতে সহায়তা করে। 'ব্ল্যাক টি' দাগের ওপরে ব্যবহার করলে এটা দাগ কমাতে সহায়তা করে। তবে, ব্যবহারের আগে খেয়াল রাখতে হবে যেন গরম না থাকে, এতে ত্বকের ক্ষতি হবে। টি ব্যাগ ঠাণ্ডা করে ত্বকে ব্যবহার করতে হয়।

নলেন গুড়ের কথা

ভোজনরসিক বাঙালির গুড়ের প্রতি আগ্রহের ইতিহাস যথেষ্ট প্রাচীন। রোগবালাইকে কাঁচকলা দেখিয়ে বাঙালি আজও 'নলেন' প্রেমে আপ্লুত। খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকের বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেনের এক সামন্তপুত্র শ্রীধর দাস সংকলিত সদুক্তির কর্ণামৃত সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থে নলেন গুড় এর উল্লেখ মেলে। ওই গ্রন্থে হেমন্তের নতুন গুড়ের গন্ধে আমোদিত বাংলার গ্রামর বন্দনা রয়েছে বলে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব এ লিখে গিয়েছেন।

বঙ্গদেশে গুড় প্রস্তুত হয় যে তিন রকমের রস থেকে তা হল, আখ, তাল এবং খেজুর। তবে এর মধ্যে স্বাদে-গন্ধে খেজুরের রসই সেবার সেরা। খেজুরের রস থেকে প্রসুত এই স্বাদু গুড়ের সবচেয়ে সেরা অংশের নাম নলেন হওয়ার পিছনে আছে বিভিন্ন মত। অনেক বলেন, নলেন মানে নতুন। নলেন শব্দটি সংস্কৃত শব্দ। আবার অনেকে বলেন, নলেন কথাটির জন্ম দ্রাবিড়ীয় শ্বদ নরক্কু (নরকু) থেকে। এই শব্দের অর্থ হল কাটা বা ছেদন করা। খেজুর গাছ কেটে বা চেঁচে পরিষ্কার করলেই খেজুর রস বেরিয়ে আসে। তাই নরক্কু (নরকু) শব্দ থেকেই জন্ম হতে পারে নলেন শব্দটির। আবার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় শব্দকোষ অভিধানমতে নরুন বা নরশনি শব্দেরও অর্থ ও পেছন করা বা কাটা এক্ষেত্রে নরুন হল নাপিতের ক্ষৌর অস্ত্র। খেজুর গাছ থেকে রস বের করতে গুড় প্রস্তুতিকারীরা প্রথমে হেঁসো দিয়ে চেঁচে, তারপরে ওই নরুনে ফুটো করে সেখানে থেকে একটি বাঁশের চিলা লাগিয়ে দেয় হাঁড়ি পর্যন্ত। এই পদ্ধতিতে নল দিয়ে রস চুঁইয়ে পড়া থেকে নলেন নামের উদ্ভব হতে পারে বলে অনেকের ধারণা। অন্য মতে ব্রজবুল নওলশব্দটি থেকে নাকি নলেন শব্দটির উদ্ভব। নওল মানে নবীন মরশুমের শুরুতে খেজুর গাছ থেকে যে প্রথম রসটি মেলে, তা দিয়ে প্রস্তুত গুড়কে আমরা তাই কখনও বলি নতুন গুড়, কখনও বা নলেন গুড়।

নলেন গুড়ের ইতিহাস জানতে হলে তার আগে জানতে হবে খেজুরের রসের কথা। খেজুর গাছ হল একবীজপত্রী উদ্ভিদ এটি। এই খেজুর গাছ থেকে সুকৌশলে রস সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণ শীতের আগে হেমন্তের হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করলে খেজুর গাছগুলিকে পরিষ্কার করতে হয়। পরিষ্কার মানে এক পাশের কিছু ডালপালা কেটে দিয়ে সাদা নরম কাণ্ড বের করে দিতে হয়। এভাবে বেশ কিছুদিন রেখে দিলে ধূসর বাদামি রঙের আস্তরণ পড়ে।

এই কাজগুলি যারা করে তাদেরকে শিউলি বলে। এরপর কিছুদিন অন্তর অন্তর নরম অংশে নির্দিষ্ট মাপের একটি জায়গায় এই আস্তরণকে ধারালো হেঁসো দিয়ে এক দুই মিলিমিটার পুরু করে ছাল তুলে দিতে হয়। তিনবার চেঁচে দুটো খাঁজ করে তার মাঝে একটি নল লাগাতে হয়। বাঁশের কঞ্চিতে লম্বালম্বি দু'ভাগ করে নল তৈরি করতে হয়। এই নল বেয়ে রস এসে পাত্রে জমা হয়।

মিশ্র চুল যত্নে রাখার পন্থা

মাথার ত্বক তৈলাক্ত, চুলের আগা শুষ্ক ও রুক্ষ- এমন হলে আপনি মিশ্র চুলের অধিকারী।

এই ধরনের চুল পরিষ্কার করতে ও যত্ন নিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে মিশ্র চুল যত্ন নেওয়ার কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জানানো হল।সঠিক শ্যাম্পু ব্যবহার: মাথার ত্বক পরিষ্কার করে কিন্তু চুলের জন্য রুক্ষ নয় এমন শ্যাম্পু এই ধরনের চুলের জন্য উপকারী। মিশ্র চুলের অধিকারিদের মাথার ত্বক তৈলাক্ত থাকে ও আগার দিকটা থাকে শুষ্ক ও রুক্ষ। তাই ক্লে, ল্যাকটিক অ্যাসিড, গ্লিসারিন ও ডিমেথেথিকন উপাদান সমৃদ্ধ শ্যাম্পু ব্যবহার করতে পারেন।

শ্যাম্পু পরিবর্তন: খুব বেশি চুল ধোয়া ক্ষতিকর। অতিরিক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার করা হলে তা চুলকে শুষ্ক করে ফেলে। মাথার ত্বক পরিষ্কার করতে সরাসরি শ্যাম্পু ব্যবহার করুন। আর চুলের বাড়তি অংশ পরিষ্কারের জন্য শ্যাম্পু পনিতে গুলিয়ে ফেনা তৈরি করে ব্যবহার করুন।কন্ডিশনার বাদ দিবেন না: চুলকে মসৃণ ও কোমল রাখার জন্য কন্ডিশনার ব্যবহার করা জরুরি। শ্যাম্পু চুল থেকে যে আর্দ্রতা শুষে নেয়। আর তা পূরণ করতে কন্ডিশনার সহায়তা করে। শ্যাম্পুর পরে চুলের মাঝ বরাবর অংশ থেকে কন্ডিশনার ব্যবহার করুন এবং দুই মিনিট অপেক্ষা করে তা ধুয়ে ফেলুন। কম তাপের যন্ত্র ব্যবহার: চুলে তাপ প্রয়োগ করা ক্ষতিকর। তাপ চুলকে শুষ্ক করে ফেলে ও তেল উৎপাদন বাড়ায়। তাপ প্রয়োগ মাথার ত্বককে তৈলাক্ত এবং চুলের আগা শুষ্ক করে ফেলে। তাই চুলে তাপ প্রয়োগের আগে আর্দ্রতা রক্ষাকারী প্রসাধনী ব্যবহার করা জরুরি।

বৈশালী ডালমিয়ার বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বালির বিধায়ক, সদ্য বিজেপি-তে আসা বৈশালী ডালমিয়ার বিরুদ্ধে তোলাবাজির লিখিত অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

দলের এক নেতাই তাঁর বিরুদ্ধে এনেছেন এই অভিযোগ। দলীয় প্যাডে লেখা সেই চিঠি এখন জোর শোরগোল ফেলে দিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। একই সঙ্গে চিঠির দৌলতে বিতর্কের মুখে পড়ে গিয়েছেন বৈশালী।

বৈশালীর পদ্ম শিবিরে আসা নিয়ে অসন্তুষ্ঠ গেরুয়া শিবিরেরই একাংশ। এমনকি এটাও শোনা যাচ্ছিল পদ্মশিবিরের তাঁর যোগদান নিয়ে রীতিমত অসন্তুষ্ঠ খোদ সঙ্ঘ নেতৃত্ব। তার জেরে বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর টিকিটপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বেশ কম। দেওয়া হলেও তাঁর আগের আসনে হয়তো তাঁকে দেওয়া হবে না। এমন কোনও জায়গা থেকে তাঁকে হয়তো টিকিট দেওয়া হবে যেখান থেকে তাঁকে রীতিমত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জিতে আসতে হবে। আর এইসব গুঞ্জনের মধ্যেই এইবার গেরুয়া শিবিরের এই চিঠি।

জগমোহন ডালমিয়ার মেয়ে সৌরভ গাঙ্গুলির বান্ধবী হিসাবেই সুপরিচিত বৈশালী ২০১৬ সালেই তিনি প্রথম রাজনীতির জগতে অবতীর্ণ হন। যোগ দেন তৃণমূলে। জোড়াফুলের দল তাঁকে প্রার্থী করে হাওড়া জেলার বালি বিধানসভা কেন্দ্রে যা শুধু বামেদের তথাকথিত দুর্গ হিসাবেই পরিচিত ছিল তাই নয়, যেখানে অবাঙালি ভোটারের সংখ্যাও বেশ বেশিই ছিল। সেখানে বিধানসভা নির্বাচনে জিতে প্রথমবার জনপ্রতিনিধি হন বৈশালী।

বিগত ৫ বছরে তাঁর বিরুদ্ধে বার বার অভিযোগ উঠেছে এলাকায় না আসার। নিজ বিধানসভা কেন্দ্রের দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে কার্যত কোনও যোগাযোগই রাখতেন না বৈশালী। দলের কোনও কর্মসূচিতে যেমন তাঁকে পাওয়া যাত না তেমনি দলের কোনও সভা বা মিছিলেও তিনি যোগ দিতেন না। আর তা নিয়ে দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ তো ছিলই এর সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল এলাকার মানুষের প্রতি বঞ্চনা। সেই সব অভিযোগ তৃণমূলের শীর্ষনেতৃত্বের কাছে জমা পড়েছিল। তা থেকেই বৈশালীর সঙ্গে তৃণমূলের দূরত্ব সৃষ্টির সূত্রপাত। শেষে দলত্যাগ ও বিজেপিতে যোগদান।

দলীয় প্যাডে লেখা এই বিতর্কিত চিঠি প্রকাশ্যে আসতেই একদিকে যেমন বৈশালীর ভাবমূর্তিতে ধাক্কা লেগেছে তেমনি বিজেপির দলীয় কোন্দলের তত্ত্বও সামনে চলে এসেছে। যদিও বিজেপির একাংশের দাবি ওই চিঠি পাঠানোর পিছনে রয়েছে তৃণমূলের 'কারসাজি'। যে চিঠি ঘিরে এই বিতর্ক তা লিখে পাঠিয়েছেন বিজেপির বালি অঞ্চলের মণ্ডল সভাপতি রাধারঞ্জন গোস্বামী। জানিয়েছেন, "ওই চিঠি আমার লেখা নয়। আমার সই নকল করা হয়েছে। এ নিয়ে রাজ্য অফিস থেকে আমার কাছে ফোন এসেছিল। আমি সেখানে সব জানিয়েছি। এ নিয়ে থানাতেও অভিযোগ জানিয়েছি। এসবের পিছনে তৃণমূলই রয়েছে।

চিঠিতে বৈশালীর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ তোলা হয়েছে তার অন্যতম হল, তিনি গত এক বছরে নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে যাননি। আম্ফান ও কোভিড বিপর্যয়ের সময়েও বালিতে তাঁর দেখা মেলেনি। এমনকি তিনি আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত বলেও অভিযোগ করা হয়েছে ওই চিঠিতে। সেই ঘটনায় বলা হয়েছে যে বিজয়লক্ষ্মী রাও নামে একজনকে নিয়োগ করেছেন বালির বিধায়ক। প্রোমোটার ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তিনি টাকা তোলেন। কার্যত নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন বৈশালী। ভবিষ্যতে তাঁকে দল যেন কোনও দায়িত্ব না দেয়। তবে বিজেপির একটি সূত্র জানিয়েছেন, তৃণমূল নয় বিজেপির একাংশই বৈশালীর বিরুদ্ধে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। তাঁরা চান না বৈশালী বালি থেকে টিকিট পান।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নিমতিতার বিস্ফোরণ, জিআরপি আরপিএফ দায় নিয়ে ঠেলাঠেলি

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : নিমতিতা স্টেশনে বোমা বিস্ফোরণে জখম হয়েছেন শ্রম দফতরের প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন ও তাঁর নিরাপত্তা কর্মী ও সমর্থকরা। তা নিয়ে তুঙ্গে অভিযোগ পালটা অভিযোগের পালা। বিস্ফোরণের জন্য উদাসীনতাকে দায়ী করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার পরস্পরকে দুষেছে জিআরপি এবং আরপিএফ। মন্ত্রীর আসার কথা জেনেও স্টেশনে পড়ে থাকা ব্যাগ (যাতে বোমা থাকতে পারে) আরপিএফ সরায়নি বলে অভিযোগ। যাতে পা পড়ে বিস্ফোরণের সম্ভবনার কথা বলেছে দলীয় নেতৃত্ব। সরাসরি আরপিএফকে দায়ী করায় নড়ে বসেছে রেলও।

আরপিএফ-এর স্থানীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে, তাঁরা সবসময় তৎপর ছিল। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ভার জিআরপির হাতে। কে বা কারা কোন জিনিস কোথায় রাখছে প্রথামিকভাবে তারাই খতিয়ে দেখবেন। বাড়তি ওজনের মাল নিয়ে স্টেশনে ঢুকলে সেই দায় আরপিএফ কর্মীদের। সমস্যা হলে জিআরপি আরপিএফের কাছে চিঠি দিয়ে সাহায্য চায়। বুধবার তেমন কোনও আবেদন করেনি জিআরপি। তবে সুরক্ষার দায় পুরোপুরি আরপিএফ এড়াতে পারে না। তাই তাঁরাও তদন্ত শুরু করেছে বলে জানিয়েছে।

মালদহ ডিভিশনের নিমতিতায় এই ঘটনার পর তদন্ত শুরু করেছে আরপিএফ। মালদহ ডিভিশনের সিনিয়র কমান্ড্যান্ট রাহুল রাজ জানিয়েছেন, তদন্ত চলছে। তবে রোডসাইড স্টেশন হওয়ায় সেখানে আরপিএফ পোস্ট বা আউট পোস্ট কিছুই নেই। তবে আরপিএফ জওয়ানরা ডিউটিতে থাকেন। ঘটনার সময় তৎপর ছিলেন তাঁরা। বিস্ফোরণের পর সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুল্যান্স ডাকার ব্যবস্থা করেছিলেন ওই জওয়ানরাই।

ঘটনার দিন নিমতিতা স্টেশনে রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ভারচুয়ালি বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। এজন্য সকাল থেকেই আরপিএফ ও আরপিএসএফ-এর ২৬ জন কর্মী ওই স্টেশনে মোতায়েন ছিলেন। বিকেল চারটের সময় সেই অনুষ্ঠানের পর রাত ১০.০৫ মিনিটে ডাউন তিস্তা তোর্ষা এক্সপ্রেসে মন্ত্রী জাকির হোসেনের যাওয়ার কথা ছিল। ভিআইপি মুভমেন্টের কথা জানা ছিল আরপিএফের। সেই মতো তাঁরা তৎপর ছিল বলে আরপিএফের দাবি। রাত ৯.৫৫ মিনিটে চেকিংয়ের দায়িত্বে থাকা আরপিএফ কর্মী স্টেশন মাস্টারের কাছে ট্রেন ঢোকার সময় জানতে যান। তখনই সদলে চলে আসেন মন্ত্রী। এরপরই ঘটে বিস্ফোরণ। স্টেশনে উপস্থিত আরপিএফ কর্মীরা সক্রিয় হয়ে তাৎক্ষণিক পরিস্থিতিতে কাজ শুরু করে দেয় বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

জোরদার হল নিরাপত্তা, বিহারে জেড ক্যাটাগরি নিরাপত্তা পাচ্ছেন রুডি

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জোরদার হল বিজেপি সাংসদ রাজীব প্রতাপ রুডির নিরাপত্তা। বিহারে এবার থেকে জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পাবেন বিজেপি সাংসদ রাজীব প্রতাপ রুডি। বিহারে তাঁকে এবার থেকে নিরাপত্তা দেবে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)। বৃহস্পতিবার এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর, সিআরপিএফ-কে সুরক্ষা প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নিরাপত্তার প্রয়োনীয়তা বিবেচনা করেই রাজীব প্রতাপ রুডিকে বিহারে জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে। শুধুমাত্র বিহারেই জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পাবেন বিজেপির এই সাংসদ।

ওদলাবাড়িতে ডাম্পার ও বাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু বাইক আরোহীর

ওদলাবাড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ওদলাবাড়ি-ক্রান্তি চারলেনের পূর্ত সড়কে পেট্রোল পাম্পের কাছে ডাম্পার ও বাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। বৃহস্পতিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃতের নাম দীপক ওরাও। বয়স ৩৩ বছর।

পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন সকালে রাঙামাটি চা বাগানের রকি কুজুর ও গুডহোপ চা বাগানের দীপক ওরাও বাইকে করে ওদলাবাড়ির মেচ পাড়ায় এক পরিচিতের বাড়িতে এসেছিলেন। জানা গিয়েছে, তাঁরা দুজনেই মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। সেখান থেকে ফেরার সময় নিজেদের সামলাতে না পেরে উলটো দিক থেকে আসা একটি পাথর বোঝাই চলন্ত ডাম্পারকে ধাক্কা মারে বাইকটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দীপকের। তবে বাইক চালক রকি কুজুরের কোনও আঘাত লাগেনি। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মাল থানার পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে রকিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।এদিন এই ঘটনার পরেই রোড ডিভাইডার তৈরির দাবিতে স্থানীয়রা কিছু সময়ের জন্য সড়ক অবরোধ করেন। যদিও পুলিশি হস্তক্ষেপে দ্রত সেই অবরোধ উঠে যায়। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

করোনায় আক্রান্ত রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : করোনার কবলে রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার রাত থেকে সর্দি-কাশি এবং জ্বরে ভুগছিলেন তিনি। বুধবার তাঁর করোনা পরীক্ষা হয়। বৃহস্পতিবার রিপোর্ট পজিটিভ আসে।

আপাতত ভবানীপুরের রূপনারায়ণ নন্দন লেনের বাড়িতেই থাকছেন মন্ত্রী। তাঁকে পুরোপুরি নিভৃতাবাসে রাখা হয়েছে। তাঁর পরিবারের সব সদস্যের করোনা পরীক্ষা হচ্ছে আজ। গত তিনদিনে যাঁরা যাঁরা শোভনবাবুর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদের সকলেরই করোনা পরীক্ষা করা হবে।

এমনিতে শোভনবাবুর শরীরে করোনার মৃদু উপসর্গ থাকলেও তা উদ্বেগজনক নয় বলেই তাঁর পরিবার সূত্রের খবর। তবে, তাঁর বয়সের কথা ভেবে সাবধানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। গত কয়েক দিনে তিনি বহু মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন। সেটাও কিছুটা উদ্বেগের বিষয়। আগামী সাতদিনের জন্য মন্ত্রীর সমস্ত সরকারি এবং রাজনৈতিক কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে। করোনাকালে রাজ্যের সব প্রবীণ মন্ত্রীকেই নিজেদের বাড়িতে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মতো ৭৭ বছর বয়সী বিদ্যুৎমন্ত্রী বেশ কিছুদিন নিজের বাড়িতেই ছিলেন। সম্প্রতি করোনার দাপট খানিকটা কমার ইঙ্গিত মিলতেই ফের রাজনৈতিক এবং সরকারি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। শোভনবাবুর পরিবার সূত্রের খবর, দিন তিনেক আগে এসএসকেএম হাসপাতালে নিজের কোমরের জন্য ইনজেকশন নিতে গিয়েছিলেন মন্ত্রী। মঙ্গলবার সরস্বতী পুজোর দিনও প্রচুর মানুষের সংস্পর্শে আসেন তিনি। নিজের বাড়ির পাশাপাশি পুজো করেন তৃণমূল ভবনেও। মঙ্গলবার রাত থেকে শোভনবাবুর অসুস্থতা শুরু হয়। বুধবার করোনা পরীক্ষা করান তিনি। পরিবার সূত্রের খবর, শোভনবাবুর শরীরে করোনার মৃদু উপসর্গ থাকলেও উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। তাঁর শ্বাসকষ্টের কোনও সমস্যা নেই। শরীরে অক্সিজেনের পরিমাণও স্বাভাবিক। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

জাকির হোসেনকে দেখতে এসএসকেএমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বোমায় জখম মন্ত্রী জাকির হোসেনকে দেখতে বৃহস্পতিবার এসএসকেএম হাসপাতালে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আহতদের চিকিৎসার সব রকম ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন কর্তৃপক্ষকে।

এর আগে বুধবার রাতে আহতদের প্রথমে জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বৃহস্পতিবার ভোর চারটে পঁয়তাল্লিশ নাগাদ কলকাতায় নিয়ে আসা হয় জাকির হোসেনকে। এসএসকেএমের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করা হয় তাঁকে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁর পায়ের হাড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। মাংশপেশি ও টিস্যুতে গভীর আঘাত রয়েছে তাঁর। চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন মন্ত্রী। ধীরে ধীরে বিস্ফোরণের প্রাথমিক আতঙ্ক কাটিয়ে উঠছেন তিনি। তাঁর পায়ের এক্স-রে করা হয়েছে। বোমায় জখম সুজন বিশ্বাসও এসএসকেএম-এ ভর্তি।

জনবহুল স্টেশনের ভিতর মন্ত্রীকে লক্ষ করে বোমা। স্টেশনে কলকাতাগামী ট্রেন ধরতে যাওয়া রাজ্যের শ্রম দফতরের প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেনের প্রাণনাশের চেষ্টার অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটে বুধবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ মুর্শিদাবাদের নিমতিতা স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। বোমার ভয়াবহ বিস্ফোরণে মন্ত্রী-সহ আরও ১৪ জন গুরুতর জখম হয়েছে।

সূত্রের খবর, এত কাছ থেকে মন্ত্রীর গায়ে বোমার ছাড়ার ঘটনাকে খুবই গুরুত্ব দিচ্ছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার স্টেশনে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করবে ফরেন্সিক দল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতায় আসবেন বলে বুধবার রাতে রওনা দিয়েছিলেন জাকির। নিমতিতা থেকে তাঁর তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস ধরার কথা ছিল। গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে তিনি ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে যান। সেই সময় জাকিরকে ঘিরে ছিলেন দলীয় কর্মী, সমর্থক এবং অনুগামীরা। অনেকেই সেই সময় মোবাইলে ভিডিয়ো রেকর্ডিং করছিলেন। কেউ কেউ নেটমাধ্যমে সরাসরি ছিলেন। সেই ভিডিয়োয় ধরা পড়েছে, রাজ্যের মন্ত্রীর উপর বোমা হামলার ভয়ানক দৃশ্য।

রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা,১৮ ফেব্রুয়ারি (হি স): নির্বাচনের প্রহর গুনছে রাজ্যবাসী। অন্যদিকে বেড়েই চলেছে বিজেপি তৃণমূল তরজা। তারই মাঝে বৃহস্পতিবার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার পৈলানে সভা শেষ করেই রাজভবনে যান মুখ্যমন্ত্রী। বিকেল ৫টা নাগাদ রাজভবনে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে রাজ্যালের সঙ্গে বৈঠক সারেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও কি নিয়ে আলোচনা হয়েছে তা জানা যায়নি।

মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে রাজ্যের মন্ত্রী : মমতা

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : আর মাত্র কয়েকদিন। পরেই নির্বাচন। নির্বাচনের আগেই রাজ্য রাজনীতি উত্তাল। এরই মাঝে বৃহস্পতিবার পৈলানের সভায় যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন "মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে রাজ্যের মন্ত্রী "।

পৈলানের সভায় যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে রাজ্যের মন্ত্রী। সকালে গিয়েছিলাম মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। প্রায় ২৬ জন আহত হয়েছেন। জাকির খুব পপুলার ছেলে। জাকিরের ওপর হামলায় পুরো তদন্ত হওয়া উচিত। সিট গঠন করা হয়েছে। রেলস্টেশনের ভিতর রেল পুলিশের অধীনে। বিজেপির চক্রান্ত চলছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ওপর খুব লোভ বিজেপির"।

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৮১ জন

কলকাতা,১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): এখনও পশ্চিমবঙ্গে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৮১ জন। বৃহস্পতিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৮১ জন।যার জেরে বর্তমানে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,৭৩,১৯৩। একদিনে রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। ফলে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১০,২৩৯ জন। একদিনে করোনা মুক্ত হয়েছেন ২৪৩ জন। মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৫,৫৯,২৮২ জন। রাজ্যে সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়াল ৯৭.৫৭ শতাংশ। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩ হাজার ৬৭২ জন।

আফগানিস্তান ও ইরান সীমান্তে ৫০০ তেলের ট্যাঙ্কারে আগুন, গুরুতর আহত ৬০ জন

তেহরান, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : আফগানিস্তান ও ইরান সীমান্তে ৫০০ তেলের ট্যাঙ্কেরে আগুন ধরিয়ে দিল তালিবানি জঙ্গীরা। এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন ৬০ জন। আফগানিস্তানের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে ইরানের সঙ্গে খনিজ তেলের চুক্তি হয়। যার ফলে বিগত কয়েকবছর ধরে ইরানের থেকে খনিজ তেল নিয়ে নিজেদের দেশের চাহিদা মেটাতে ও ব্যবসার কাছে ব্যবহার করে আফগানিস্তান। আর সেই কারণেই আফগান সরকারকে সবক শেখাতে ৫০০ তেলের ট্যাঙ্কে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে তালিবানি জঙ্গিরা। যার ফলে ঘটনাস্থলেই ৫০০ টি তেলের ট্যাঙ্কের পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার স্যাটেলাইট ছবির মাধ্যমে ঘটনাটি প্রকাশ্যে এসেছে। ৫০০ টি ট্রাকে করে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস ইরান থেকে আসছিল আর সীমান্তে প্রবেশ করতেই জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আফগানিস্তানের ইসলাম কালা সীমান্ত দিয়ে দেশের মূল ব্যবসায়িক ও পণ্য পরিবহন হয়। কিছুদিন আগেই আমেরিকার তরফে আফগান সরকারকে অনুমোদন দেয় ইরানের সঙ্গে খনিজ তেলের চুক্তির জন্য। আগুনের ভয়াবহতা দেখে সীমান্ত এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সীমান্তে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়ায় মূহূর্তে হেরাতে অন্ধকার নেমে আসে। অনুমান ৫কোটি ডলারের তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস ছিল ওই ট্যাঙ্কর গুলিতে। আফগানিস্তানের ইসলাম কালা সীমান্তে তালিবানি জঙ্গিদের আতুঁরঘর। তাদের কারসাজির জন্যই এই ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে। যার ফলে সরাসরি আফগান সরকারের উপর অর্থনৈতিক চাপ পড়বে বলে জানা গিয়েছে।

নিমতিতায় জাকির হোসেনের উপর হামলার সিবিআই তদন্তের দাবি দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : নিমতিতায় জাকির হোসেনের উপর হামলা নিয়ে সিবিআই তদন্তের দাবি করলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

বৃহস্পতিবার তিনি জনসভায় বলেন, "তৃণমূল থেকে আমাদের দলে আসা বাবু মাস্টারকে ৪/৫ দিন আগে প্রকাশ্যে আক্রমণ করা হয়েছিল। মরমর অবস্থায় তিনি এখন হাসপাতালে। এরকম হিংসাত্মক কাজ আমরা চাই না। এভাবে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা সিবিআই তদন্তের দাবি করছি। মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কলকাতায় আছেন। আমরা তাঁর কাছে আবেদন করব। রাজ্যের এই সরকারের হিম্মত থাকলে জাকির হোসেনের উপর হামলা নিয়ে সিবিআই তদন্ত চাক।

ঘটনাস্থলে মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার থেকে বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার বেশ কিছু কর্তাব্যক্তি বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে যান। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, শত্রুতা থেকেও কেউ এই ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দুষ্কৃতীরা দলে ১০-১২ জন ছিলেন। তারা সকলের মুখ বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। ফলে সেভাবে কারও মুখ দেখা যায়নি। পুলিশ স্টেশনে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে। উল্লেখ্য, এলাকায় বেশ দাপুটে ও জনপ্রিয় ছিলেন জাকির হোসেন।

সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে বারামুল্লা-বানিহাল ট্রেন পরিষেবা, খুশি কাশ্মীর

শ্রীনগর, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): করোনাভাইরাস অতিমারির জন্য দীর্ঘ ১০ মাস বন্ধ থাকার পর, আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে কাশ্মীরে শুরু হতে চলেছে রেল পরিষেবা। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি (সোমবার) থেকেই বারামুল্লা-বানিহালের মধ্যে শুরু হবে রেল পরিষেবা। আগেই শোনা যাচ্ছিল, ফেব্রুয়ারি থেকেই কাশ্মীরে শুরু হতে পারে রেল পরিষেবা, এবার কার্যত সবুজ সঙ্কেত দিয়েই দিয়েছেন উত্তর রেল (কাশ্মীর)-এর চিফ এরিয়া ম্যানেজার।

ট্রেন পরিষেবা বন্ধ থাকার ভীষণ সমস্যার মধ্যে পড়েছিলেন কাশ্মীর উপত্যকার বাসিন্দারা। উত্তর, দক্ষিণ এবং মধ্য কাশ্মীরের বাসিন্দারা ট্রেন পরিষেবা চালু করার জন্য বারবার অনুরোধও করেছিলেন। কাশ্মীরে রেল পরিষেবা চালু নিয়ে সম্প্রতি রেল কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লিখেছিলেন কাশ্মীরের ডিভিশনাল কমিশনার পান্ডুরঙ্গ কে পোলে। তারপরই রেল পরিষেবা চালু করার সবুজ সঙ্কেত মেলে।

সংক্রমন এড়াতে জীবাণুমুক্ত টালা থানা

কলকাতা,১৮ ফেব্রুয়ারি(হি স): গত বছর মার্চ মাস থেকে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। এরই মাঝে শীত বিদায় নিয়ে আসতে চলেছে গরম। কিন্ত এখনও শহরে রাজ করছে করোনা। আর তাই সংক্রমন এড়াতে বৃহস্পতিবার জীবাণুমুক্ত করা হল টালা থানা। একদিকে করোনা তারই মাঝে আতঙ্ক দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে করোনার নতুন স্ট্রেন। কিন্তু করোনা আতঙ্কের মাঝেই শহরবাসীর সেবায় রত কলকাতা পুলিশ। চিকিৎসকদের তরফে বারবারই সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে মাস্ক ব্যবহার করতে জীবাণুমুক্ত করতে বলা হচ্ছে। আর তাই সেই সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। শহরবাসীকে মাস্ক পড়ার জন্য সচেতন করা থেকে জীবাণুমুক্তকরণ সবটাই করা হচ্ছে কলকাতা পুলিশের তরফে। আর তাই নিজেদের সুস্থ রাখতে এদিন জীবাণুমুক্ত করা হল টালা থানা।

শিলিগুড়িতে রেল রোকো অভিযান সারা ভারত কিষাণ মহাসভার

শিলিগুড়ি,১৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কৃষি ব্যবস্থাকে বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে রেল রোকো অভিযান সারা ভারত কিষাণ মহাসভার।

কৃষি ক্ষেত্রকে বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে উত্তাল দিল্লি।কৃষকদের আন্দোলন ৮৫ দিনে পা দিলেও হয়নি সুরাহা।কেন্দ্রের এমন একমুখি মনোভাবের কাছে মাথা নত করতে রাজি নয় কৃষকেরা।এবার রেল রোকো আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আন্দোলনকে অন্য মাত্রা দিতে সারা ভারত কিষাণ মহাসভার সাথে যৌথ ভাবে আন্দোলনে সামিল হল এ রাজ্যের বিভিন্ন বামপন্থি শ্রমিক,ছাত্র, যুব ও মহিলা সংগঠনসমূহ। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির অদূরে রাঙাপানিতে রেল রোকো অভিযানে সামিল হয় এই যৌথ সংগঠন।

পুদুচেরির নয়া উপ-রাজ্যপাল তামিলিসাই, শপথের পর গ্রহণ করলেন দায়িত্ব

পুদুচেরি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরির উপ-রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিলেন ডঃ তামিলিসাই সৌন্দররাজন। বৃহস্পতিবার সকালে রাজ নিবাসে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে পুদুচেরির উপ-রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিয়েছেন ডঃ তামিলিসাই সৌন্দররাজন, তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়। শপথগ্রহণ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই লেফটেন্যান্ট-গভর্নর পদের দায়িত্বভারও গ্রহণ করেছেন সৌন্দররাজন। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে পুদুচেরির নতুন উপ-রাজ্যপালকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বেলু নারায়ণস্বামী, স্পিকার শিবাকলুন্থু, বিরোধী দলনেতা এন রাঙ্গাস্বামী, রাজ্যসভার সদস্য গোকুলা কৃষ্ণণ প্রমুখ। পুদুচেরির উপ-রাজ্যপালের পদ থেকে প্রাক্তন আইপিএস অফিসার কিরণ বেদিকে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি অপসারণ করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এরপরই তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল ডঃ তামিলিসাই সৌন্দররাজনকে পুদুচেরির উপ-রাজ্যপাল হিসেবে অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছে। শপথগ্রহণের পর ডঃ তামিলিসাই সৌন্দররাজন হলেন পুদুচেরির ২৬ তম উপ-রাজ্যপাল এবং পঞ্চম মহিলা লেফটেন্যান্ট গভর্নর।

নির্বাচনের আগে কল্পতরু কেন্দ্র, আসানসোল ডিভিশনে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধনে

দুর্গাপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে দরাজ হস্ত কেন্দ্রের। চলতি বাজেটে বাংলায় সড়ক নির্মানে বরাদ্দ বাড়িয়েছে। তারপর গ্যাস পাইপ গ্রিডের উদ্বোধন করে রাজ্যের সার কারখানার সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে। এবার রেলের একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করল কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় ও সাংসদ আলুওয়ালিয়া।

আসানসোল ডিভিশনের পারাজ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের আধুনিকিকরনের দাবী ছিল এলাকাবাসীর। বৃহস্পতিবার নব নির্বিত প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধন করেন বর্ধমান-দুর্গাপুরের সাংসদ সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া। একই সঙ্গে মানকর স্টেশনে কম্পিউটারাইজ টিকিট সংরক্ষণ ও আপার ক্লাস ওয়েটিং রুমের উদ্বোধন করেন তিনি। এদিন মানকর স্টেশনে রেলেও অনুষ্ঠান থেকে মানকরবাসীর দাবী মত বেশ কিছু ট্রেনের স্টেপজ দেওয়ার কথা ঘোষনা করেন। তিনি বলেন,' অগ্নিবীনা এক্সপ্রেস এবার থেকে মানকরে থামবে। এছাড়াও এলাকাবাসীর দাবী রয়েছে, ময়ূরাক্ষী ফাস্ট প্যাসেনার, মোকামা প্যাসেনার দাঁড়ানোর। চালু হলে ওই ট্রেন দাঁড়াবে। আরও দাবী রয়েছে সেগুলো চিন্তাভাবনা চলছে।' এদিন রেলের পক্ষ থেকে মানকর স্টেশনে এটিএমের টিকিট পরিষেবার কিয়স্ক বসানোর কথা জানানো হয়। এদিন টিকট সংরক্ষনে সাংসদ নিজে মানকর থেকে দুর্গাপুর সংরক্ষিত টিকিট কেটে যাত্রা শুরু করেন। পাশাপাশি এদিন হাওড়া-বালিয়া সুপারফাস্ট ট্রেনের অন্ডাল জংশনে স্টপেজের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। তবে এদিন একগুচ্ছ ট্রেনের স্টপেজ পেয়ে খুশী শিল্পাঞ্চলবাসী। বুদবুদ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি রতন সাহা জানান,' সাংসদ নিজে ফোন করে ট্রেনের স্টপেজের বিষয়টি জানতে চেয়েছিলেন। সেইমতো ৫ টি ট্রেনের স্টপেজ জানিয়েছিলাম। এবং সেটা গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত স্টপেজের ব্যাবস্থা করেছেন। আমরা খুশী, আনন্দিত। তারজন্য সাংসদ ও রেল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ।' -হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

তেলিয়ামুড়া রেল স্টেশন এলাকায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। দিল্লিতে কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশন এলাকায় সারা ভারত কৃষক সংঘর্ষ সমন্বয় কমিটি তেলিয়ামুড়া কমিটির উদ্যোগে এক প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়।কেন্দ্রীয় সরকারের তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে দেশজুড়ে আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করা হয়। এদিন তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচিতে অংশ নেন সারা ভারত কৃষক সভা ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।প্রতিবাদ বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সারা ভারত কৃষক সভা ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর বলেন দিল্লিতে কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে গোটা রাজ্যে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।কেন্দ্রীয় সরকার কৃষক আন্দোলন স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য নানা চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় চক্রান্ত প্রতিহত করে কৃষকরা আন্দোলনে বহাল রয়েছেন বলেও তিনি দাবি করেন। পবিত্র বাবু বলেন কৃষকরাই হলেন দেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড। কৃষক এবং কৃষি স্তব্ধ করে দেওয়ার যে কোনো প্রয়াস প্রতিহত করতে তারা বদ্ধপরিকর। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তিনটি কৃষি আইন প্রণয়ন করে কৃষকদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের পুঁজিপতি এবং কর্পোরেট দুনিয়ার স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার। কৃষকদের পুঁজিপতি এবং কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। এর ফলে কৃষকরা উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পাবেন না।কর্পোরেট দুরিয়া কৃষকদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে।এধরনের প্রতিহত করতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে কৃষি আইনের ৩ ধারা অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করা হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তেলিয়ামুড়ায় আয়োজিত প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত কৃষক সভা খোয়াই জেলা কমিটির সম্পাদক সুভাষ নাথ, ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক অজয় ঘোষ ,সিপিআইএম তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক হেমন্তকুমার জমাতিয়া প্রমূখ।

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। দ্রুত গতিতে বাইক চালিয়ে বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার পথে গুরুতর আহত দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্র। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন করইলং শিশু বিহার চৌমুহনী এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বৃহস্পতিবার ছিল তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা। আর পরীক্ষা দিয়ে দ্রুত গতিতে ফিল্মি কায়দায় বাইক চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে গুরুতর আহত এক যুবক। আহত যুবকের নাম অনুপম সূত্রধর (১৮) , বাড়ি করইলং এলাকায়। আজ বড়ো সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে অল্পেতে রক্ষা পায় বছর ১৮-এর অনুপম।জানা যায় অনুপমের মাথায় ছিলনা হেলমেট। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সহপাঠীরা খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া দমকল বাহিনীকে।তেলিয়ামুড়া দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে এসে আহত অনুপম কে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালে অনুপমের।

এখন প্রশ্ন হলো একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলের হাতে কিভাবে তার পরিবারের লোকজন বাইক দেয়? প্রশ্ন আরো হল, অনুপমের কি বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স রয়েছে? যদি অনুপমের প্রথম ড্রাইভিং লাইসেন্স না হয়েই থাকে তবে সে কিভাবে রাস্তায় বাইক চালাতে পারে। সে ক্ষেত্রে কোথায় ট্রাফিক পুলিশ? বিনা হেলমেটে দেদার ফিল্মি কায়দায় দ্রুত গতিতে বাইক চালাচ্ছে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র। সেক্ষেত্রে কোথায় ট্রাফিক দপ্তর?

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষকদের ঘরে আয় বাড়ানো হচ্ছে। অন্যদিকে উজ্জলা যোজনায় রান্নার গ্যাস, সৌভাগ্য যোজনায় বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে ঘর তৈরি ইত্যাদি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গরিব মানুষের আর্থিক উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনায় তৈরি হচ্ছে গ্রামীণ মানুষের জন্য যোগাযোগের রাস্তা। তিনি বলেন, গ্রামীণ মানুষ স্বনির্ভর হচ্ছে, আত্মনির্ভর হচ্ছে, জব ক্রিয়েটার হচ্ছে। এখন রাজ্যের আনারস এবং বাঁশের তৈরি জিনিস বিদেশে পাঠাচ্ছে রাজ্যের যুবকরা। আয়ুমান ভারত, স্বাস্থ্যবীমা যোজনা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্কিম। ৩ হাজার ২৭ পরিবার সাবমে উপকৃত হয়েছে এই বীমায়। ২০২২ সনের মধ্যে অটল জলধারা যোজনার মাধ্যমে বিনামূল্যে সকল পরিবারে জল পৌঁছে দেওয়া হবে। নবম শ্রেণীতে পাঠরত সকল ছাত্রীকে বিনামূল্যে বাইসাইকেল দেওয়া হবে। সাবমের ১,৫৫৮ জন ক'ষক সহায়কমূল্যে ধান বিক্রি করে লাভবান হয়েছেন। সাবম মহকুমার ২ হাজার ২৪৬ জন বিভিন্ন সামাজিক ভাতা পাচ্ছেন। ব্যয় হচ্ছে ৬ কোটি, ৮২ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা। বিধবা ভাতা পাচ্ছেন ৮৫৭ জন। ভাতার পরিমাণ ২ কোটি ৬০ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। প্রতিবন্ধী ভাতা পাচ্ছেন ২৫৪ জন, ভাতার পরিমাণ ৭৭ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। ত্রিপুরা গালর্স চাইল্ড ইনসেটিভ স্কিমে ৭৪৬ জন কন্যা উপক'ত হচ্ছেন। ব্যয় হচ্ছে ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা। প্রধানমন্ত্রী মাত্র বন্দনা যোজনায় ২,৮৪২ জন উপক'ত হচ্ছেন। এছাড়াও অন্যান্য পাচ্ছেন ৭৭৬ জন। তাতে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ব্যয় হচ্ছে। সাব্রুমে তৈরি হচ্ছে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট মহকুমা হাসপাতাল। ব্যয় হবে ১৩ কোটি ৪১ হাজার টাকা।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-এর মাধ্যমে মাত্র ৩২ মাসে সাবমের ৯৪৮টি পরিবারকে বাসগৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ১৪ কোটি ৩৬ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। তিনি অভিযোগ করে বলেন, পূর্বতন রাজ্য সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অনেক মৃত মানুষকে ভাতা দিত। বর্তমান সরকার সেগুলো কেটে গরিব মানুষকে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এখন অপপ্রচার করা হচ্ছে বর্তমান রাজ্য সরকার ভাতা কেটে দিয়েছে। এসব অপপ্রচারের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে চাঁদা কালচার হটিয়ে চাঁদামুক্ত ওয়ার্ক কালচার তৈরি হয়েছে।

এছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক শংকর রায়, নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। স্বাগত ভাষণ দেন সাবমের মহকুমা শাসক তড়িৎকান্তি চাকমা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ব্যাংক লিমিঃ এর চেয়ারম্যান কমলকান্তি সেন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার কুলবন্ত সিংহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ দুপুরে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাবম মহকুমা সফর করেন। সফরকালে মুখ্যমন্ত্রী সাবমে পাঁচটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সাবমে এসেই প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনায় নির্মিয়মান দৌলবাড়ি কাঁঠালছড়ি ভায়া শা'কলনী দুর্গানগর রাস্তার শিলান্যাস করেন। এই রাস্তা নির্মাণে ব্যয় হবে ১৪ কোটি ৫৬লক্ষ টাকা। এরপর মুখ্যমন্ত্রী মনুবনকুলে কস্তুবা গান্ধী জনজাতি ছাত্রী নিবাসের দ্বারোদঘাটন করেন। ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রী আবাস নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান প্রকল্পে এই জনজাতি ছাত্রী আবাসটি নির্মিত হয়। এরপর মুখ্যমন্ত্রী সাবম শহরের দার্জিলিং টিলায় একটি দ্বিতল নাইট শেলটার হাউসের দ্বারোদঘাটন করেন। ৪৬ শয্যা বিশিষ্ট এই শেলটার হাউস নির্মাণে ব্যয় করা হয় ১ কোটি ৯২ লক্ষ ৪ হাজার ৭৭ টাকা। মুখ্যমন্ত্রী সাবমের আমতলীতে একটি ওপেন জিমের উদ্বোধন করেন। এতে ব্যয় করা হয়েছে ১০ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩৩৪ টাকা। এরপর বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সাবম মেলার মাঠে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ম'তিমে'র ফলক উন্মোচন করেন। স্পেশাল ডেভেলপমেন্ট স্কিমে ৭১ লক্ষ ৯৮ হাজার ১৬৫ টাকা ব্যয় করা হয় এই ম' নির্মাণে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মেলারমাঠে উদ্বোধনী সমাবেশে ভাষণ দেন।

সংঘের

● প্রথম পাতার পর

ও স্মারকলিপি প্রদানের আগে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা রাজধানী আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংগঠত করেন।

মিছিল শেষে এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবি পেশ করেন।দাবি সনদ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানান ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সংঘের সাধারণ সম্পাদিকা মঞ্জুলা চক্রবর্তী। তিনি বলেন রাজ্যে ১৯ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী কর্মরত রয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে তারা কাজ করে চলেও তাদেরকে নিয়মিত করা হচ্ছে না। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সরকারি কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য তিনি দাবি জানিয়েছেন।সমস্ত সামাজিক সুরক্ষা ,পেনশন ,গ্রাচুইটি ,মেডিকেল লিভ ইত্যাদি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দিতে হবে। তিনি অভিযোগ করেন রাজ্য সরকার শেয়ারের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় অনুদানের টাকা দিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গুলো চলছে।

অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে শেয়ারের টাকা দেওয়ার জন্য তিনি জোরালো দাবি জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা বাধ্যতামূলকভাবে ৬টি পরিষেবা প্রদান করছেন। শুধু তাই নয় করোনা পরিস্থিতিতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের কাজ করতে হয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দাবি সনদ পেশ করে ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সংঘের সাধারণ সম্পাদিকা মঞ্জুলা চক্রবর্তী জানিয়েছেন সরকার এই দাবিগুলি অবিলম্বে পূরণ না করলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবেন।

গড়ে তোলার

● প্রথম পাতার পর

চিন্তাভাবনা করতে বলেছেন।

কোভিড-১৯ ছাড়াও শ্রী মোদী সফল জনস্বাস্থ্য নীতি ও প্রকল্পগুলির তথ্য আদান-প্রদানের বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আয়ুষ্মান ভারত ও জন আরোগ্য প্রকল্পের মতো সফল কর্মসূচিগুলির বিষয়ে ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি আলোচনা করতে পারে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের শেষে বলেছেন, "যদি একবিংশ শতাব্দী এশিয়ার শতক হয়, সেক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়া ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে বৃহত্তর সমন্বয় ছাড়া লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব নয়। মহামারীর সময় যে আঞ্চলিক ভ্রাতৃত্ববোধ আপনারা দেখিয়েছেন, তার মাধ্যমে এটা স্পষ্ট যে, এ ধরনের সংহতি গড়ে তোলা সম্ভব"।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জালে

● প্রথম পাতার পর

করেছে।

এপিপি বিদ্যুৎ সূত্রধর জানিয়েছেন, ওই দুজনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৮৭, ৫০৬ এবং ৩৪ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। গতকাল গভীর রাতে ক্রাইম ব্রাঞ্চ দুজনকে গ্রেফতার করেছে। কিন্তু শিবু মালাকার অসুস্থ হওয়ায় তাকে আইজিএম হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। তিনি জানান, ২০ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী শুনানিতে পুলিশ শিবু মালাকারকেও আদালতে সোপর্দ করতে চেষ্টা করবে।

প্রসঙ্গত, জমির দালালি, মাফিয়ারাজ সমাজ ব্যবস্থাকে ভয়ঙ্করভাবে প্রভাবিত করছে তারা। মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। বিশেষ করে জমির দালালি অনেকের রাতের ঘুম উড়িয়ে দিয়েছে। নতুন কোনও নির্মাণকাজ শুরু হলেই সেখানে মাফিয়ারা থাবা বসাচ্ছে। মোটা টাকা তাদেরকে দেওয়া না হলে ভয়ভীতি প্রদর্শন, মারধর রোজকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে জনগণকে নিরাপত্তা প্রদানে কঠোর হয়েছে ত্রিপুরা সরকার। ক্রাইম ব্রাঞ্চকে এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হয়েছে। মাফিয়া দমনে ক্রাইম ব্রাঞ্চ যে কোনও কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারবে।

অ্যাম্বুলেন্স

● প্রথম পাতার পর

আসে। তবে গাড়িতে কাউকে পাওয়া যায়নি। দুর্ঘটনার পরপরই অ্যাম্বুলেন্স চালক পালিয়ে গেছে বলে জানা গেছে। অ্যাম্বুলেন্স চালক অল্পবিস্তর আহত হলেও তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়নি। একা একা এম্বুলেন্স নিয়ে আসার সময় হঠাৎ অ্যাম্বুলেন্সের চালক তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলেইএই দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে জানা গেছে।ভাগ্যিস অ্যাম্বুলেন্সে অন্য কোন লোকজন না থাকায় প্রাণহানির কোনো ঘটনা ঘটেনি। জাতীয় সড়কে অ্যাম্বুলেন্সে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মৈত্রি সাইকেল

● প্রথম পাতার পর

বিজিবি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। শুধু তা-ই নয়, দুই দেশের মানুষের মধ্যেও সম্পর্ক আরও নিবিঢ় ও শক্তিশালী হবে। তাঁর মতে, এ-ধরনের রেলি সুন্দর ভবিষ্যত গড়ে তুলতে যথেষ্ট অবদান রাখবে।

আগরতলা স্থলবন্দরে আজকের এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার সহ বিএসএফ ও বিজিবি-র পদস্থ আধিকারিকরা। বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক বলেন, আজ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ত্রিপুরার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা প্রদক্ষিণ করবে ওই রেলি। ২৭ ফেব্রুয়ারি ওই রেলি মিজোরামে গিয়ে শেষ হবে।

প্রদান

● প্রথম পাতার পর

বিগত তিন বছর ধরে ইটভাটা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি হচ্ছে না। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ২০১৭ সালে সর্বশেষ মজুরি বৃদ্ধি করা হয়েছিল। তারপর থেকে দ্রব্যমূল্য লাফিয়ে বাড়লেও ইটভাটা শ্রমিকদের মজুরি বাড়েনি। তাতে ইটভাটা শ্রমিকরা সমস্যায় পড়েছে। ইটভাটা শ্রমিকদের মজুরি কুড়ি শতাংশ বৃদ্ধি করার দাবি জানানো হয়।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দদ জানান শ্রমিকদের জন্য পাকা ঘর নির্মাণ এবং পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে। পরিযায়ী শ্রমিক দের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনে ব্যয় বহন করতে হবে ইটভাটা মালিককে। এসব দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

আবগারি

● প্রথম পাতার পর

কত হাজার বোতল বিলাতী মদ চুরি হয়। এক্সেস অফিসার উত্তম মলসই উনাকে জিজ্ঞাস করলে উনি কিছুই বলতে পারেননি এখন। মহকুমা শাসক মৌখিকভাবে জানান এই ব্যাপারে আবগারি অফিসার রিপোর্ট দিলে উনি কাঞ্চনপুর থানায় একটি মামলা করবেন বলে জানায়।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

শৌচকার্য সম্পাদন করা, স্নান ও খাওয়া-দাওয়ার ভীষন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তাছাড়া মিড-ডে-মিলে ভারি খাবারের ব্যবস্থা না থাকায় আরও সমস্যা হচ্ছে গ্রামীণ এলাকার এই শিক্ষার্থীদের। আর এই দাবীগুলি পুরন করার লক্ষ্যে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা আন্দোলন শুরু করতেই বহিরাগত কিছু দুর্বৃত্তদের সরাসরি হুমকির মুখে পড়তে হলো স্কুলের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের। শুধু তাই নয়, আন্দোলন বন্ধ না করলে ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ী-ঘর পুড়িয়ে দেবার মতো হুমকিও শুনতে হয়। এমনটাই অভিযোগ খোয়াই জাম্বুরা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের। ক্লাসের সময়সূচি পরিবর্তন ও মিড-ডে-মিলের দাবী তোলায় বহিরাগতদের হুমকির মুখে পড়া, এহেন ঘটনাকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেননা অভিভাবকরা। একদিকে রাজ্য সরকার তথা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষা দপ্তর যেভাবে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে এবং বিদ্যালয়গুলোকে ঢেলে সাজানোর জন্য নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহন করে চলছে সেখানে খোয়াই মহকুমার একটি স্বনামধন্য বিদ্যালয়ে এধরনের ঘটনায় রীতিমতো মহকুমাজুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। গোটা ঘটনায় শিক্ষাদপ্তর এবং স্থানীয় প্রশাসনের তৎপর পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে রয়েছে খোয়াইয়ের আপামর জনসাধারন।

ভাইরেন্টিতে

● প্রথম পাতার পর

ইয়াবা ট্যাবলেট ও মেথামফেটামাইন ট্যাবলেট দক্ষিণ আইজলের রামলুন এলাকায় অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করেছে বিএসএফ।

বিএসএফ-এর জনসংযোগ আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, ২০২০ সালে বেআইনিভাবে নেশা সামগ্রী পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে কাছাড়-মিজোরাম ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টারের বিভিন্ন ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা মোট ৫১,৪৭৯টি ইয়াবা এবং মেথামফেটামাইন ট্যাবলেট, ২৯০-৪১ গ্রাম ব্রাউন সুগার, ১,৭১২ শিশি ফেন্সিডিল এবং ১,১৪৯ শিশি আইএমএফএল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়া গোটা অঞ্চলকে নেশামুক্ত এলাকা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নেশাসামগ্রীর কুফল নিয়ে সচেতনতা সভার পাশাপাশি বিভিন্ন কার্যসূচি পালন করেছে বিএসএফ। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জনগণকে ড্রাগস ও নেশাসামগ্রীর বিরুদ্ধে অধিকতর সচেতন করে তুলতে বর্তমানে পরিচালিত মৈত্রী সাইকেল রেলিতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবি করেছেন বিএসএফ-এর জনসংযোগ আধিকারিক।

ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক কাজেও দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি। ।আজকের ছাত্রছাত্রীরা হচ্ছে দেশের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। দেশ এবং রাজ্য গঠনের কাজে ছাত্রছাত্রীদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। আজ বিশ্রামগ' দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল প্রাঙ্গণে ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যাণ্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড ফাউণ্ডেশান ফর নিউট্রিশান এবং গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ইউনিয়ান লিমিটেড এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'গিফট মিল্ক' কর্মসূচির সূচনা করে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে শুধু ভাল ফলাফল করলেই চলবেনা। সমাজের ভাল কাজে তাদের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের এধরণের মানসিকতার বিকাশে শিক্ষকদের সহায়ক ভূমিকা নিতে হবে। এবছর যারা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের উদ্দেশ্য করে শিক্ষামন্ত্রী পরীক্ষার আগের দিনগুলিতে অত্যন্ত মনযোগ সহকারে পড়াশুনা করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, এই দুইটি পরীক্ষায় এখন রাজধানীর পাশাপাশি মহকুমার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও খুব ভাল ফলাফল করছে। বিশেষকরে ছাত্রীদের সাফল্য চোখে পড়ার মত। তিনি বলেন, করোনা অতিমারির কারণে এবছর ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনাতে এমনিতেই ব্যাঘাত ঘটেছে। এখন সবাই মিলে এই ঘাটতি দূর করতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। এর সুফলও ইতিমধ্যেই আসতে শুরু করেছে। বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণে এগিয়ে আসার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। শিক্ষামন্ত্রী ছাত্রীদের মধ্যে দুধ বিতরণের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, দুধে নানা রকম খাদ্যগুণ রয়েছে। এগুলি ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে দারুণভাবে সহায়ক ভূমিকা নিয়ে থাকে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যাণ্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার আর পি সিং। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্রামগ' দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলের প্রধান শিক্ষক অজিত দাস। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস (দত্ত), জেলাশিক্ষা আধিকারিক হাবুল লোধ, বিশ্রামগ' গ্রাম প'ায়েতের প্রধান সুধাংশু দাস বৈষ্ণব, গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ইউনিয়ান লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান সমীর দাস প্রমুখ।

জিএসটি ফাঁকি ধৃত ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি।। ১৯ কোটি টাকার জিএসটি ফাঁকি দেওয়ার ঘটনায় এক রাবার ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনা মেলাঘর থানার অধীন বৈরাগীবাজারে। ধৃত ব্যক্তির নাম সেন্টু দে। বৃহস্পতিবার মেলাঘর থানার পুলিশ সেন্টু দেকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করেছে। পুলিশ ধৃত ব্যক্তিতে রিমান্ডের আর্জি জানিয়েছিল, আদালত একদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

'মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র' শীর্ষক প্রকল্পে গোটা অসম

● প্রথম পাতার পর

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সাথে বহু বছরের অপেক্ষারত চাহিদা পূরণ হতে চলেছে। ধুবড়ি থেকে ফুলবাড়ি (মেঘালয়) পর্যন্ত ১৯ কিলোমিটার সেতুর নির্মাণ হলে বরাক উপত্যকাও বহু ক্ষেত্রে উপকৃত হবে। ধুবড়ি-ফুলবাড়ি সেতু তৈরি হয়ে গেলে অসম ও মেঘালয়ের পাশাপাশি ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং মণিপুরের সড়কপথে দূরত্বও বহু কমে যাবে। এটি উত্তরপূর্বের সমস্ত রাজ্যগুলির পাশাপাশি পূর্বের অন্যান্য দেশের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যম হবে।

তিনি বলেন, অসমকে সমৃদ্ধ করতে 'মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র' নামের প্রকল্পের শুরু করা হয়েছে। এটি নৌপথ খাতে দ্রুত বিকাশের দিকে পরিচালিত করবে। আজ তিনটি রোপাক্স সার্ভিস শুরু হচ্ছে। এই পরিষেবাটি শুরু হওয়ার সাথে সাথে এ ব্যাপারে অসম দেশের মধ্যে প্রথম রাজ্যে পরিণত হয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের চারটি জায়গায় এর কাজ শুরু হচ্ছে। এটি অসমের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৬ সালে আপনাদের দেওয়া একটি ভোট আপনাকে এক উচ্চ শিখরে নিয়ে যাচ্ছে। এই কাজটি আরও বাড়তে থাকবে।

মোদী আরও বলেন, স্বাধীনতার আগে অসমের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দেশের মধ্যে সর্বাধিক ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজ তা বহুগুণে পিছিয়ে গেছে। স্বাধীনতার পর পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণের দরকার ছিল। তা না করে এমনিতেই রেখে দেওয়া হয়েছিল। যার জন্য আজ এই দুরবস্থা। বিগতদিনে অশান্তির বাতাবরণ এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল, যার জন্য উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। এই অঞ্চলে বিকাশের যাত্রা শুরু করেছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী, যাকে আজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ চলছে। প্রয়াত অটলবিহারীর প্রয়াস ও অনুপ্রেরণাই তাঁর সরকার উন্নয়নের ধারা বজায় রেখেছে, বলেন প্রধানমন্ত্রী।

ভার্চুয়ালে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, গত পাঁচ বছরে মাল্টিমডেল বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অসমকে প্রাচ্যের দেশগুলির সাথে সংযুক্ত করার কাজ চলছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের সাথে জলপথে যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য একটি চুক্তি হয়েছে। বরাক ও ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে যুক্ত করার কাজ করা হচ্ছে। এতে উত্তর ভারতের সাথে দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। যোগিঘোপার মাল্টিমডেল লজিস্টিক টার্মিনাল অসম সহ ভুটানকেও সহায়তা করবে। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের সুবিধাই যদি লক্ষ্য হয়, তবে নতুন নতুন রাস্তাও বের হয়। মাজুলি এবং নিমাতির মধ্যে রো-পেক্স পরিষেবা এর এক প্রধান উদাহরণ। রো-পেক্স জাহাজ পরিষেবার বলে মাত্র ১২ কিলোমিটার যাত্রা করে মাজুলি এবং যোরহাটের দূরত্ব কমানো হয়েছে। গুয়াহাটির নাগরিকরাও এ ধরনের সুবিধা পাবেন। উত্তর গুয়াহাটি থেকে দক্ষিণ গুয়াহাটি পর্যন্ত ৪০ কিলোমিটারের দূরত্ব কমে তিন কিলোমিটার হবে। এভাবে ধুবড়িতেও একইভাবে কয়েকশো কিলোমিটার দূরত্ব এখন কমে হবে ৩০ কিলোমিটার। জল পোর্টালটি নেভিগেশনের পাশাপাশি মোটরওয়ে পরিচালনাও সহজ করবে।

তিনি বলেন, অসম আত্মনির্ভর ভারতের ক্ষেত্রে গোটা দেশে এক উদাহরণ স্থাপন করেছে। ইন্টারনেট সংযোগও গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য উত্তরপূর্বের প্রথম ডেটা সেন্টার এবং দেশের ষষ্ঠ ডেটা সেন্টার গুয়াহাটিতে নির্মিত হতে চলেছে। এটি উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলিকে বিশেষ শক্তি জোগাবে। উত্তরপূর্বের যুবকরা এতে সুবিধা পাবেন। ভারতরত্ন ড় ভূপেন হাজরিকার 'কর্ম হি আমার ধর্ম...' গানের কলির উদ্ধৃতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের জন্যও কাজ করাই আমাদের ধর্ম। আমরা নতুন যুগের নতুন মানুষ, যাঁদের জন্য কাজ করা হয়নি, আমরা তাঁদের হয়ে কাজ করব। আমরা সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ এবং সব-কা বিশ্বাস নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। সরকার উত্তর-পূর্বের ঐতিহ্যকে আরও শক্তিশালী করতে পূর্ণোদ্যমে কাজ করছে। মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবও অসমিয়া ঐতিহ্যকে শক্তিশালী করেছিলেন।'

মাজুলির মুখশিল্প, রাস মহোৎসব, সত্র (মঠ) সংস্কৃতির কথাও উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মাজুলির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় গৃহীত লক্ষণীয় পদক্ষেপের জন্য মোদী মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এবং তাঁর টিমের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এর মাধ্যমে অসমের পরিচয় খুব শক্তিশালী হচ্ছে। সরকারের এই পদক্ষেপগুলি বিশ্বব্যাপী অসমের পরিচয় জোরদার করবে। এছাড়া, রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্রও দ্রুত বিকশিত হবে। এই উন্নয়ন দরিদ্রতম থেকে দরিদ্রতমদের এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে। এ সমস্ত পদক্ষেপ অসম এবং ভারতকে আত্মনির্ভর হতে সহায়তা করবে, বলেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিকে এ উপলক্ষ্যে মাজুলিতে শিলান্যাসস্থলে ভাষণ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি, বন্দর, জহাজ পরিবহণ, জলপথ ইত্যাদি দফতরের প্রতিমন্ত্রী (স্বতন্ত্র) মনসুখ ভাই মান্দাভিয়া, মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, অসম সরকারের অর্থ ইত্যাদি বিষয়ক বহু দফতরের মন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মনসুখ ভাই মান্দাভিয়া বলেন, প্রধানমন্ত্রী আজ অসমে ১০ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন প্রকল্পের উপহার দিয়েছেন। এর মাধ্যমে মহাবাহু-ব্রহ্মপুত্র শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৯০টিরও বেশি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্য বিশিষ্টদের সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় খাদ্য সংসাধন দফতরের প্রতিমন্ত্রী রামেশ্বর তেলি, অসমের কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা, জলসম্পদ মন্ত্রী কেশব মহন্ত, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী (স্বতন্ত্র) নবকুমার দলে, রাজস্ব ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দফতরের প্রতিমন্ত্রী (স্বতন্ত্র) যোগেন মহন, সাংসদ প্রদান বরুয়া, সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা সহ বেশ কয়েকজন বিধায়ক। ছিলেন মাজুলির বেশ কয়েকজন সত্রাধিকার এবং সংলগ্ন এলাকার লক্ষাধিক জনতা।

াঙ্গন

এটিকে মোহনবাগানের জন্য ম্যাচটা কঠিন হবে’, ডার্বির আগে মাঘোমার হুঙ্কার

নয়াদিল্লী, ১৮ ফেব্রুয়ারী।। শুক্রবার চির আবেগের ডার্বি ম্যাচ। এটিকে মোহনবাগান দাপট দেখাচ্ছে চলতি টুর্নামেন্টে। অন্য দিকে এসসি ইস্টবেঙ্গলের অভিযান আশানুরূপ হয়নি। প্রথম ডার্বিতে হার মানতে হয়েছিল লাল-হলুদ ব্রিগেডকে। সেই হারের মধুর প্রতিশোধ কি নিতে পারবে এসসি ইস্টবেঙ্গল? দলের অন্যতম সৈনিক জাক মাঘোমা শুক্রবারের ফিরতি আইএসএল ডার্বি নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা শেয়ার করলেন সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটালের সঙ্গে। শুনলেন কৃশানু মজুমদার। আইএসএলে আপনাদের প্রথম ম্যাচটাই ছিল ডার্বি। এটিকে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচটায় আপনারা হেরে গিয়েছিলেন। তার পরে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। দুটো দলেই এসেছেন বেশ কয়েকজন নতুন ফুটবলার। শুক্রবার আগের থেকেও কঠিন লড়াই কি আপনারা তুলে ধরতে পারবেন? আমরা কী করতে পারি, তা প্রথম ম্যাচেই দেখিয়ে দিতে পেরেছিলাম। প্রথম ম্যাচ হিসেবে আমরা ভাল পারফরম্যান্স তুলে ধরেছিলাম বলেই মনে করি। তবে আমাদের দুর্ভাগ্য, ভাল খেলা সত্ত্বেও প্রথম ডার্বি থেকে পয়েন্ট অর্জন করতে পারিনি। অন্তত একটা পয়েন্ট আমরা পেতেই পারতাম। খুব খারাপ কিন্তু আমরা খেলিনি সেদিন। তবে শুক্রবারের ম্যাচটা আরও ভাল হবে বলেই আমার মনে হয়। কারণ আমরা এখন আগের থেকে অনেক ভাল ফর্মে রয়েছি। বেশ কয়েকজন প্লেয়ার দলে আসায় আমরা এখন আগের থেকেও বেশি শক্তিশালী। আগের বারের থেকে এবারের ডার্বিতে আমাদের শক্তি বেড়েছে। শুক্রবারের ডার্বিতে আমরা ভাল করবো বলেই মনে হয়। এটিকে মোহনবাগানের জন্য ম্যাচটা কঠিন হবে। মাঘোমা: আগে কী হয়েছে, তা নিয়ে ভাবতে চাই না। সেগুলো তো আর ফেরত পাওয়া যাবে না। যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। আমি শুক্রবারের ম্যাচের দিকেই তাকিয়ে। একটা কথাই বলবো, খুব ভাল করে যদি দেখেন, তাহলে দেখবেন লিগের বেশিরভাগ ম্যাচেই অনেক দল ভুল সিদ্ধান্তের শিকার হয়েছে। আর এটা হয়েই চলেছে। আশা করি পরিস্থিতি বদলাবে। আরও উন্নতি হবে। শুক্রবার সব ঠিকঠাক থাকবে বলেই মনে হয়। ফ্রি ফ্লোয়িং ফুটবল বলতে যা বোঝায়, তাই দেখা যাবে মাঠে। অনেক গোল হবে ম্যাচে। ডার্বিতে ডাগ আউটে কিন্তু থাকছেন না রবি ফাউলার। ডার্বির মতো ম্যাচে ফাউলারের না থাকাটা কি আপনাদের ব্যাকফুটে রাখবে? মাঘোমা: আশা করছি, কোচের না থাকা কোনও প্রভাব ফেলবে না। স্ট্যান্ডে থাকবেন কোচ। শেষ দু’ ম্যাচেও ছিলেন না ফাউলার। আমরা ভালই খেলছি। কোচ না থাকা সত্ত্বেও আমরা যে ভাল খেলছি, তা শুধু আমাদের জন্যই ভাল নয়, ফাউলারের জন্যও ভাল। সাইডলাইনের ধারে দাঁড়িয়ে ফাউলার গোটা মরশুম ধরে আমাদের উৎসাহ দিয়ে গিয়েছেন। ওঁর জন্যই শুক্রবারের ম্যাচটা আমাদের জিততেই হবে। ম্যাচটা জিতলে কোচই গর্বিত হবেন। সমর্থকদের মুখেও হাসি ফুটবে। ডার্বির গুরুত্ব কতটা? আপনি কি একে সাধারণ একটা ম্যাচ বলেই মনে করেন? মাঘোমা: ব্যক্তিগত ভাবে যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে বলবো, এটা সামান্য কোনও ম্যাচ নয়। এটা একটা স্পেশ্যাল ম্যাচ। এর মধ্যে অনেক ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। দারুণ সব লড়াইয়ের কাহিনি রয়েছে এই ম্যাচটির সঙ্গে। এরকম একটা ম্যাচ সবাই খেলতে চায়। সবাই চায় নিজের নিজের দলকে জেতাতে। ক্লাব, সমর্থক সবাই এই ম্যাচটার দিকেই তাকিয়ে থাকেন। এটা একটা সেরা ম্যাচ। আর আমি অন্তত এই ম্যাচটা জিততেই চাই। এরকম একটা ম্যাচের অপেক্ষাতেই তো থাকে সবাই। জয় দেখার জন্য সবাই অধীর আগ্রহে বসে থাকে। বিদেশি ফুটবলার, কোচদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখছেন দেশীয় প্লেয়াররা। আইএসএল থেকে আপনি কী শিখলেন? মাঘোমা: আইএসএল থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। এখানকার গরম, আর্দ্রতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া রীতিমতো চ্যালেঞ্জের। সেই চ্যালেঞ্জটা আমি নিয়েছি। বলা ভাল, আমরা সবাই নিয়েছি। অনেক জায়গায় আমি খেলেছি। কিন্তু এখানে তো আগে খেলিনি। অনেক কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে হচ্ছে। বিপক্ষের দলগুলোও শক্তিশালী। তাদের কোয়ালিটি রয়েছে। ভারতীয় প্লেয়ারদের কোয়ালিটিও চোখে পড়ছে। আমাদের দল আগের থেকে এখন অনেকটাই সংঘবদ্ধ। আরও বেশি পরিণত। প্লেয়ারদের মধ্যে বোঝাপড়া বেড়ে গিয়েছে। এখন সবাই সবার দায়িত্ব বুঝে গিয়েছে। সবাই একটা লক্ষ্যের জন্যই দৌড়চ্ছে। আর তা হল, ম্যাচ জিততে হবে। আশা করছি শুক্রবার আমরা ম্যাচ জিততে পারবো। আমাদের লক্ষ্য থাকবে বাকি ম্যাচগুলো জিতে লিগ তালিকায় উপরের দিকে ওঠা। শুক্রবারের ম্যাচ দিয়েই সেটা শুরু করতে হবে। সমর্থকদের উদ্দেশে কী বলবেন? ওঁরা এই ম্যাচটার দিকেই তাকিয়ে। মাঘোমা: সাপোর্ট করার জন্য সমর্থকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করছি শুক্রবার সমর্থকদের জয় উপহার দিতে পারব। নিজেদের সেরাটা তুলে ধরবো। সমর্থকরা প্রিয় ক্লাবের জয় দেখতে চান। এটা ওরা চাইতেই পারেন। আশা করি ওঁদের জয় উপহার দিতে পারবো। সেই সঙ্গে সমর্থকদের উদ্দেশে বলবো, আমাদের পাশে থাকুন। আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, আমরা আগের থেকে অনেকটাই উন্নতি করেছি। আরও উন্নতি করবো বলেই বিশ্বাস রাখি। আগামী সিজনেও ওঁদের সমর্থন চাই।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ দুই টেস্টের জন্য দল ঘোষণা ভারতের, ফেরা হল না শামির

নয়াদিল্লী, ১৮ ফেব্রুয়ারী।। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ দুই টেস্টের জন্য দল ঘোষণা করে দিল বিসিসিআই। জল্পনা থাকলেও চলতি সিরিজে চোট সারিয়ে দলে ফেরা হচ্ছে না মহম্মদ শামির। ফিরছেন না রবীন্দ্র জাদেজাও। আহমেদাবাদের ডে-নাইট টেস্টের দলে ডাকা হয়েছে ৪ জন পেসারকে। জশপ্রীত বুমরাহ, ইশান্ত শর্মা, মহম্মদ সিরাজ এবং উমেশ যাদব সুযোগ পেয়েছেন পেসার হিসেবে। যদিও, উমেশের ফিটনেস নিয়ে এখনও প্রশ্ন আছে। ফিটনেস টেস্টে পাশ করার পরই ভারতীয় দলে যোগ দেবেন তিনি। তবে, তিনি ফিট হয়ে না উঠতে পারে শার্দূল ঠাকুর থাকবেন ভারতীয় দলের সঙ্গে। এদিকে চেন্নাইয়ে দ্বিতীয় টেস্টে ফিল্ডিং করার সময় চোট পেয়েছিলেন শুভমন গিল। আহমেদাবাদ টেস্টে তাঁর খেলা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। তবে, ভারতীয় শিবিরকে স্বস্তি দিয়েছে তাঁর স্ক্যানের রিপোর্ট। শেষ দুই টেস্টের জন্য তাঁকে দলে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় টেস্টে দলে থাকলেও প্রথম একাদশে ছিলেন না জশপ্রীত বুমরাহ। তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। ভারতীয় শিবির সূত্রের খবর, আহমেদাবাদের দিনরাতের টেস্টে বুমরাহ প্রথম একাদশে থাকবেন। এদিকে, চেন্নাইয়ের প্রথম টেস্টে খারাপ পারফরম্যান্সের ফল পেতে হল শাহবাজ নাদিমকে। তাঁকে ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়তে হয়েছে। নাদিমের পাশাপাশি বাংলার অভিমণ্যু ঈশ্বরণ, এবং প্রিয়াঙ্ক পাঞ্চালদেরও বিজয় হাজারে ট্রফি খেলার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এঁরা ভারতীয় দলে ছিলেন স্ট্যান্ডবাই হিসেবে। এঁদের পরিবর্তে স্ট্যান্ডবাই ক্রিকেটার হিসেবে ডাকা হয়েছে কেএস ভারত এবং রাহুল চাহারকে। এদিকে, নেট বোলার হিসেবে ঘরোয়া ক্রিকেটে সফল পাঁচ তারকাকে ডেকেছে বিসিসিআই। এঁরা হলেন, অঙ্কিত রাজপুত, আবেশ খান, সন্দীপ ওয়ারিওয়র, কৃষ্ণাপ্পা গৌতম, এবং সৌরভ কুমার। ১৮ সদস্যের ভারতীয় দল: বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, মায়াঙ্ক আগরওয়াল, শুভমন গিল, চেতেশ্বর পূজারা, অজিঙ্কে রাহানে, লোকেশ রাহুল, হার্দিক পাণ্ডিয়া, ঋষভ পন্থ, ঋদ্ধিমান সাহা, অশ্বিন, কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, ইশান্ত শর্মা, জশপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ।

দেশের মাটিতে বিধ্বস্ত, মেসির মতোই ছিটকে যাওয়ার আশঙ্কায় রোনাল্ডো

নয়াদিল্লী, ১৮ ফেব্রুয়ারী।। হোম ম্যাচে বড় ব্যবধানে হেরে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে ছিটকে যাওয়ার মুখে লিওনেল মেসির বার্সেলোনা। আর এবার দেশের মাটিতে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে গিয়ে হতাশ হতে হলো ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকেও। মেসির দলের মতোই এবার ছিটকে যাওয়ার আশঙ্কায় ভুগছে সিআর সেভেনের জুভেন্তাস। পোতর্োর বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রাউন্ড অব সিক্সটিনের অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে দেশে গিয়েছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তাঁর দলের অ্যাওয়ে ম্যাচ হলেও রোনাল্ডো-ম্যাজিকের অপেক্ষায় ছিলেন তাঁর দেশ তো বটেই, বিশ্বের তামাম ফুটবল ভক্তরা। যদিও সকলকেই হতাশ করলেন সিআর সেভেন। গোল পাওয়ার কাছাকাছি গিয়েও শেষরক্ষা করতে পারেননি। শেষে ১-২ ব্যবধানে প্রথম লেগে হেরে সমর্থকদের উতণ্ঠায় রাখলেন রোনাল্ডো। মেসির দলের পর এবার তাঁর দলের শেষ আটে ওঠাও কঠিন। তবে মেসিদের যখন দ্বিতীয় লেগে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে হবে, তখন তুরিনে হোম ম্যাচ খেলবে জুভেন্তাস। কিন্তু বুধবার যেভাবে তারা খেলল তার চেয়ে অনেকটাই ভালো না খেললে শেষ আটে ওঠা অধরাই থাকবে রোনাল্ডোদের কাছে। সারা ম্যাচে আধিপত্য নিয়েই খেলে জুভেন্তাস। তবে কাজের কাজটা করে যায় পোতর্ো। ২ মিনিটে তারেমি গোল করে পোতর্োকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। ৪৬ মিনিটে মারেগা গোল করতেই ০-২-এ পিছিয়ে পড়ে জুভেন্তাস। রোনাল্ডো বেশ কয়েকবার গোলের কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। তবে সবচেয়ে অবাক করার মতো ঘটনা ঘটে ৬১ মিনিটে। বিপক্ষের চ্যালেঞ্জ প্রতিহত করে তিনি যখন গোল করতে বিপক্ষ বক্সে ঢুকছিলেন তখন তাঁর ধাক্কা লাগে সতীর্থ অ্যালেক্স সান্দ্রোর সঙ্গে। সান্দ্রোর সঙ্গে তাঁর ধাক্কা লাগার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। অনেকেই লিখেছেন, কোনও দল যখন পিছিয়ে থেকে গোল করতে উদ্যত, তখন সতীর্থ ফুটবলার বিপক্ষ দলের ফুটবলারের ভূমিকা পালন করলে হতাশ তো হতেই হবে। ৮১ মিনিটে চিয়েসা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাওয়ে গোল করলেও হার বাঁচাতে পারেনি জুভেন্তাস। নিজের দেশের মাটিতে গোল করতে রোনাল্ডো মুখিয়ে ছিলেন। দ্বিতীয়ার্ধের ইনজুরি টাইমে তিনি পেনাল্টির আবেদনও করেন। তবে তা নাকচ করে খেলা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন রেফারি।

আইপিএলের ইতিহাসে সব চেয়ে বেশি দাম পেয়েছেন যে ক্রিকেটাররা

নয়াদিল্লী, ১৮ ফেব্রুয়ারী।। ২০০৮ থেকে শুরু হওয়া আইপিএলে এক এক বছর এক এক ক্রিকেটারকে কোটিপতি করেছে। কোন কোন ক্রিকেটার কোন সালে সব চেয়ে বেশি দাম পেয়েছেন দেখে নেওয়া যাক। প্রথম বারের আইপিএলে আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিলেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। ভারত অধিনায়ক হিসেবে ২০০৭ সালে প্রথম টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিলেন তিনি। তাঁকে নেওয়ার জন্য লড়াই চলে চেন্নাই এবং মুম্বইয়ের। শেষ হাসি হেসেছিল চেন্নাই। ধোনিকে দলে নেওয়ার জন্য খরচ হয়েছিল ৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ২০০৯ সালের আইপিএলে ভারতীয়রা নন, সব চেয়ে দাম পেয়েছিলেন অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ এবং কেভিন পিটারসেন। ফ্লিনটফকে কিনেছিল চেন্নাই এবং পিটারসেনকে নিয়েছিল ব্যাঙ্গালোর। ২ ইংরেজ ক্রিকেটারকে নিতেই খরচ পড়েছিল ৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। পরের বারের আইপিএলে আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলরাউন্ডার কায়রন পোলার্ড। মুম্বই তাঁকে নিয়েছিল ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা দিয়ে। একই দামে কলকাতা কিনেছিল নিউজিল্যান্ডের পেসার শেন বন্ডকে। ৯ ম্যাচে ৮ উইকেট নিয়েছিলেন বন্ড। অন্য দিকে পোলার্ড আজও মুম্বই দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। ২০১১ সালে কলকাতা ১৪ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা দিয়ে কেনে গৌতম গম্ভীরকে। অধিনায়কের জন্য তাঁকে দলে নেওয়া প্রয়োজন ছিল কলকাতার। নিলামে দিল্লির সঙ্গে দড়ি টানাটানি চলতে থাকে তাদের। শেষ পর্যন্ত গম্ভীরকে জিতে নেয় কলকাতাই। গম্ভীরের হাত ধরে ট্রফিও জেতে তারা। রবীন্দ্র জাডেজার জন্য ১২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা খরচ করে চেন্নাই। ভারতীয় অলরাউন্ডার যে কতটা কার্যকরী, তা জানতেন ধোনি। ২০১২ সালে তাই তাঁকে নেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল চেন্নাই। সফলও হয় তারা। তিনিই ছিলেন সে বারের সব চেয়ে বেশি দামের ক্রিকেটার। বৃহস্পতিবারের নিলামে বড় নাম গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। ২০১৩ সালে তিনিই ছিলেন সব চেয়ে বেশি দামের ক্রিকেটার। ৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা খরচ করে তাঁকে দলে নেয় মুম্বই। ৩ ম্যাচ খেলে মাত্র ৩৬ রান করেছিলেন ম্যাক্সওয়েল। পরের ২ বারের আইপিএলের সব চেয়ে দামি ক্রিকেটার ছিলেন যুবরাজ সিংহ। ২০১৪ সালে তাঁর দাম ছিল ১৪ কোটি টাকা। ব্যাঙ্গালোরের হয়ে সে বারের আইপিএলে ১৪ ম্যাচে ৩৭৬ রান করেছিলেন তিনি। ২০১৫ সালে আরও বেশি দামি হয়ে ওঠেন যুবরাজ। ১৬ কোটি টাকা দিয়ে দিল্লি ডেয়ারডেভিলস কিনে নেয় তাঁকে। ২০১৬ সালে ব্যাঙ্গালোর কেনে সব চেয়ে দামি ক্রিকেটারকে। ৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে শেন ওয়াটসনকে দলে নেয় বিরাট কোহালির ব্যাঙ্গালোর। অস্ট্রেলিয়ার এই অলরাউন্ডার যদিও অবসর নেন চেন্নাইয়ের দল থেকে। ২০১৭ এবং ২০১৮ সালের দামি ক্রিকেটার ছিলেন বেন স্টোকস। ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডারকে ১৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনে নেয় রাইজিং পুনে সুপার জায়ান্টস। গুজরাত লায়ন্সের বিরুদ্ধে ৬৩ বলে ১০৩ রানের ইনিংস আজও আইপিএলে স্মরণীয় শতরানগুলোর একটি। পরের আইপিএলে যদিও তাঁকে কিনে নেয় রাজস্থান রয়্যালস। ১২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করে তাঁর জন্য। তিনিই ছিলেন সে বারের সব চেয়ে দামি ক্রিকেটার। ২০১৯ সালে ২ ভারতীয় ক্রিকেটার ছিলেন সব চেয়ে দামি। বরুণ চক্রবর্তীকে ৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দিয়ে কেনে কলকাতা। দুবাইয়ে তিনি বুঝিয়ে দেন যে কেন তাঁকে এত দাম দিয়ে কিনেছিল কলকাতা। অন্য দিকে জয়দেব উনাদকটকে একই দামে কিনেছিল রাজস্থান রয়্যালস। বাঁহাতি পেসার যদিও সেই ভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি। ২০২০ সালে ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে কলকাতা কেনে প্যাট কামিন্সকে। টেস্টের এক নম্বর বোলার কলকাতার হয়ে সীমিত ওভারের ক্রিকেটেও দারুণ ছন্দে ছিলেন। এ বারের নিলামে সব চেয়ে বেশি দাম কোন ক্রিকেটার পায় সেই দিকে থাকবে নজর। গত বারের ক্রিকেটারদের টপকে অন্য কোনও ক্রিকেটার দামি হয়ে ওঠেন কি না সেই দিকেও থাকবে নজর।

PNIT NO: ePT46/EE/RD/KCP/DIV/2020-21 DATED- 15/02/2021
The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 11.00 AM on 01.03.2021 for 03 (Three) No. projects/ supplies under R.D. Kanchanpur Division during the year 2020-21. For details visit **https://tripuratenders.gov.in** or contact at Mobile No: 7085862819 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

ICA-C-3232/21

জাপানি ঝড়ে কাবু সেরেনা, অস্ট্রেলীয় ওপেনের ফাইনালে ওসাকার সামনে ব্র্যাডি

নয়াদিল্লী, ১৮ ফেব্রুয়ারী।। অ্যাশ বার্টি, রাফায়েল নাদালের পর এবার ফের এক তারকা বিদায় নিলেন অস্ট্রেলীয় ওপেনের আসর থেকে। আজ মেলবোর্নে সেমিফাইনালে জাপানি ঝড় থামিয়ে দিল সেরেনা উইলিয়ামসের বিজয়রথ। ২৪তম গ্র্যান্ড স্লাম খেতাব জিতে রেকর্ড স্পর্শ করার লক্ষ্যে এগোচ্ছিলেন অভিজ্ঞ সেরেনা। তবে তাঁকে ফের মাত দিলেন নাওমি ওসাকা। পাঁচদিন লকডাউন কাটানোর পর ফের রড লেভার অ্যারেনায় দর্শকদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। মহিলা সিঙ্গলসের প্রথম ফাইনালে তৃতীয় বাছাই ওসাকার সামনে ছিলেন ২০১৭ সালে শেষবার অস্ট্রেলীয় ওপেন চ্যাম্পিয়ন অভিজ্ঞ সেরেনা। যদিও শেষ হাসি হাসলেন জাপানের ওসাকাই। সেরেনাকে তিনি ছিটকে দিলেন ৬-৩, ৬-৪ ব্যবধানে জিতে। ২০১৭ সালে অস্ট্রেলীয় ওপেন জেতার পর এই নিয়ে চতুর্থবার কোনও গ্র্যান্ড স্লাম ফাইনাল হারলেন সেরেনা। ২০১৮-র ইউ এস ওপেন ফাইনালেও উত্তেজক লড়াইয়ে তাঁকে হারান ওসাকা। এদিন শুরুটা ভালোই করেছিলেন সেরেনা, প্রথম সেটে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন। যদিও পরের পাঁচটি গেম জিতে নেন ওসাকা। তিনি বলেছেন, প্রথম দিকে পাঁচটি আনফোর্সড এরর করায় নার্ভাসও হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু তারপর ছন্দে ফিরেছি, ম্যাচ উপভোগ করেছি। সেরেনার বিরুদ্ধে খেলা সত্যিই সম্মানের। তবে আমিও টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাইনি। তাই নিজের সেরাটাই দিয়েছি। মজার কথা হলো, বর্তমানে ৩৯ বছরের সেরেনা যখন তাঁর কেরিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম সেমিফাইনাল খেলেছিলেন ইউএস ওপেনে লিন্ডসে ডাভেনপোর্টের বিরুদ্ধে, তখন ওসাকার বয়স মাত্র এক। ওসাকা এই ম্যাচের আগে সেরেনার সঙ্গে দ্বৈরথে ২-১-এ এগিয়ে থাকলেও সেরেনার পক্ষে ছিল আরেক পরিসংখ্যান।

ধোনিদের বিশ্বকাপ জয়ের ১০ বছর পূর্তিতে অভিনব উদ্যোগ নিল আইসিসি

নয়াদিল্লী, ১৮ ফেব্রুয়ারী।। আগামী ২ এপ্রিল ভারতের দ্বিতীয় ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ের ১০ বছর পূর্তি হতে চলেছে। সেই ঐতিহাসিক সময়কালকে ফিরে দেখতে অভিনব উদ্যোগ নিল আইসিসি। তাদের নেট মাধ্যমগুলিতে ধারাবাহিক ভাবে ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের বিভিন্ন মুহূর্তের ভিডিয়ো প্রকাশ করা হবে। ইংরেজির পাশাপাশি হিন্দিতেই সেগুলি শুনতে পাবেন নেটাগরিকরা। এই প্রচারের নাম দেওয়া হয়েছে সিডবলুসি১১রিওয়াইন্ড। আরও বেশি ক্রিকেটপ্রেদের যাতে যুক্ত করা যায়, তার জন্যে হিন্দিতেও ভিডিয়ো পোস্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি। ভারত যে ক’টি ম্যাচ খেলেছে তার প্রত্যেকটির পাঁচ মিনিটের একটি বিশেষ অংশ দেখানো হবে। টুইটার ছাড়াও ইনস্টাগ্রামে খেলার মুহূর্ত এবং ক্রিকেটারদের সাক্ষাতার পোস্ট করে তরুণ প্রজন্মকে কাছে টানার চেষ্টা করা হবে। গোটা প্রচারপর্বে ১০০-র বেশি ভিডিয়ো প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেছে আইসিসি।

PNIT NO: ePT47/EEIRD/KCP/DIV/2020-21 DATED- 17/02/2021
The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 11.00 AM on 03.03.2021 for 03 (Three) No. projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2020-21. For details visit **https://tripuratenders.gov.in** or contact at Mobile No: 7085862819 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

ICA-C-3225/21

নিলামে কলকাতার চোখ থাকবে যে ৩ ক্রিকেটারের দিকে

নয়াদিল্লী, ১৮ ফেব্রুয়ারী।। আইপিএল ২০২০-তে ৫ নম্বরে শেষ করে কলকাতা নাইট রাইডার্স। মাঝ পথে দীনেশ কার্তিকের বদলে অইন মর্গ্যানকে অধিনায়ক করা হয়। ধারাবাহিক ভাবে ছন্দ ধরে রাখতে ব্যর্থ হয় কলকাতা। এ বারের নিলামে এমন কিছু ক্রিকেটার কিনতে চাইবে তারা, যাতে ফের আইপিএল ট্রফি জিততে পারে কলকাতা। কোন কোন ক্রিকেটারের দিকে নজর দিতে পারে কলকাতা? কলকাতা দলে রয়েছেন ১৭ জন ক্রিকেটার। বিদেশি ক্রিকেটার রয়েছেন ৬ জন। বৃহস্পতিবার নিলামে তারা কিনতে পারবে ৮ জন ক্রিকেটার। ২ জন বিদেশি ক্রিকেটার নিতে পারবে কলকাতা। হাতে ১০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা নিয়ে খুব বেশি ক্রিকেটার হয়তো কিনতে পারবেন না ব্রেন্ডন ম্যাকালামরা। তবে অবশ্যই তাঁদের নজর থাকবে ডেভিড মালানের দিকে। ইংল্যান্ডের এই ওপেনারকে দলে নেওয়ার জন্য অনেক দলই মুখিয়ে থাকবে। কলকাতা দলে শুভমন গিলের সঙ্গে মালানের মতো একজন ওপেনার পেলে অনেক বেশি ভাল শুরু করার সুযোগ থাকবে। আইসিসি-র তালিকায় সেরা টি২০ ব্যাটসম্যান মালান। তাঁকে নেওয়ার জন্য যে লড়াই হবে তা বলাই বাহুল্য। ক্রিস মরিসকে নেওয়ার জন্যও ঝাঁপাতে পারে কলকাতা। দক্ষিণ আফ্রিকার এই অলরাউন্ডার আন্দ্রে রাসেলের পরিবর্ত হতে পারেন। গত আইপিএলে রাসেল সেই ভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি। মরিসকে পেলে সেই সমস্যা মিটতে পারে কলকাতার। অভি ব্যারটের দিকেও নজর থাকতে পারে কলকাতার। কার্তিক ছাড়া একজন ভাল উইকেটরক্ষক দলে নিতে চাইলে ব্যারট হতে পারে কলকাতার সেরা পছন্দ। হাতে থাকা টাকা নিয়ে এঁদের মধ্যে কত জনকে দলে নিতে পারবে কলকাতা সেই দিকেই নজর থাকবে সমর্থকদের।

Walk - in Interview

A walk - in interview will be held in MBB College, Agartala on the 26.02.2021 from 11 am. onwards for engagement of Guest Lecturer in following Subjects:
Information Technology & Statistics
Essential Qualification: At least 55% marks in Masters Degree in concerned Subject. Relaxation of 5% marks may be allowed in case of SC/ST/PH/Ph.D. candidates. Preference will be given to the candidates having NET/SLET/Ph.D. degree.
Interested candidates are requested to appear before the interview board with all necessary testimonials in original & photocopies of the same along with an application ir. plain paper. Selected candidates will be engaged for taking a maximum of 180 classes during the Academic year - 2020-2021 with an honorarium of Rs. 400/- per class. The engagement will be purely on temporary basis. No TA/DA is admissible for appearing in the interview.

Principal,
MBB College, Agartala.

ICA-D-1498/21

বৃহস্পতিবার আগরতলায় ভারতীয় জনতা পার্টির মুখ্য কার্যালয়ে আসন্ন এডিসি ও পুরনিগম নির্বাচন নিয়ে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বৈঠকে আগামী দিনে দলের রণনীতি নিয়ে সবিস্তার আলোচনা হয়।

রেল রোকোর প্রভাব পঞ্জাব-হরিয়ানায়, আটকে গেল উৎকল এক্সপ্রেস

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কৃষি আইনের প্রতিবাদে কৃষকদের ডাকা "রেল রোকো" কর্মসূচির ব্যাপক প্রভাব পড়ল পঞ্জাব ও হরিয়ানায়। পূর্ব ঘোষণা মতো বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটা থেকে পঞ্জাব ও হরিয়ানায় রেল লাইনে বসে পড়েন অন্নদাতারা। দেশের অন্যান্য প্রান্তে মৃদু প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে "রেল রোকো" কর্মসূচির। মোদীনগর রেল স্টেশনের কাছে রেললাইন ব্লক করে দেওয়ার কারণে উত্তর প্রদেশে গাজিয়াবাদ রেল স্টেশনে আটকে পড়ে উৎকল এক্সপ্রেস। ওড়িশার পুরী থেকে উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে যাওয়ার পথে দীর্ঘ সময়ের জন্য আটকে পড়ে উৎকল এক্সপ্রেস। আবার জম্মুর চান্নি হিমাত এলাকায় রেললাইনে প্রতিবাদ প্রদর্শন করেন কৃষকরা।

সার্বিকভাবে দেখতে গেলে সবথেকে বেশি প্রভাব পড়েছে পঞ্জাব ও হরিয়ানায়। পঞ্জাবে দিল্লি-লুধিয়ানা-অমৃতসর রুটে বিভিন্ন স্থানে রেললাইনে বসে পড়েন আন্দোলনরত কৃষকরা। জলন্ধর এবং মোহালি জেলায় জলন্ধর ক্যান্টনমেন্ট-জম্মু রেললাইন ব্লক করেন কৃষকরা। হরিয়ানায় আম্বালা, কুরুক্ষেত্র, পানিপত এবং পাঁচকুলা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে রেললাইন অবরুদ্ধ করেন কৃষকরা। রেললাইনে বসেই দুপুরের খাওয়াদাওয়া সারেন অন্নদাতারা। আম্বালা ডিভিশনের বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার জি এম সিং জানিয়েছেন, রেল রোকো কর্মসূচির জন্য কোনও ট্রেন বাতিল করা হয়নি।

ভরা সভায় অমিত শাহকে কালো পতাকা

নামখানা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বৃহস্পতিবার নামখানায় পরিবর্তন যাত্রার সূচনা করতে আসেন কেন্দ্রীয় সরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন দুপুর পৌনে দুটো নাগাদ তিনি নামখানার ইন্দিরা ময়দানে পৌঁছন হেলিকপ্টারে। সেখান থেকে সভামঞ্চে বক্তব্য রাখতে উঠলে তাঁকে কালো পতাকা দেখান ও গো ব্যাক স্লোগান দেন জনা তিনেক মহিলা। তাদের মধ্যেই একজন সভামঞ্চের ঠিক সামনেই ব্যারিকেডের উপর উঠে "অমিত শাহ গো ব্যাক, নরেন্দ্র মোদী গো ব্যাক" স্লোগান দিতে থাকেন। মুহূর্তেই উত্তেজনা ছড়ায় সভাস্থলে। বিক্ষোভকারীদের সভাস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে গেলে বিজেপি কর্মীদের সাথে ধস্তাধস্তি ও হয়। পরে পুলিশকর্মীরা এসে ওই তিন মহিলাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যান।

প্রাথমিকভাবে পুলিশ সূত্রের খবর, ওই তিন মহিলা বাম ছাত্র ও শিক্ষক সংগঠনের সাথে যুক্ত। শুধু সভাস্থলে বিক্ষোভ নয়, এদিন কাকদ্বীপ থেকে নামখানা যাওয়ার পথের দুধারে "বেকারের চাকরি কই?" "পাঙ্গা না নিয়ে চাকরি দিয়ে যান" সংক্রান্ত নানা ধরনের পোস্টার চোখে পড়েছে। এইসব পোস্টার বাম ছাত্র সংগঠনের তরফ থেকে লাগানো হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। যদিও সভাস্থলে বিক্ষোভের সময় এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা বলে দাবি করেন শাহ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছাড়াও এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন মুকুল রায়, দিলীপ ঘোষ, রাহুল সিনহা, শুভেন্দু অধিকারী, শোভন চট্টোপাধ্যায়, বৈশাখী বন্দোপাধ্যায়, রাজীব বন্দোপাধ্যায়, সুনীল বানসাল, অরবিন্দ মেননের মত বিজেপি নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের আরো দুই মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং সেখোয়াত ও নিত্যানন্দ রাই।

এদিন সভায় বক্তব্যের শুরু থেকেই তৃণমূলকে আক্রমণ করতে থাকেন শাহ। আমফানের টাকা নিয়ে দুর্নীতি, সিন্ডিকেট রাজ নিয়ে কটাক্ষ করেন তিনি। পাশাপাশি কেন্দ্রের দেওয়া সাহায্য রাজ্যের মানুষ পাচ্ছেন না, কৃষকরা সঠিক কেন্দ্রীয় সাহায্য পাচ্ছেন না বলেও দাবি করেন তিনি। সারা বাংলায় আইন শৃঙ্খলা নেই বলেও দাবি করেন শাহ। রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসলে সমস্ত দুর্নীতির তদন্ত হবে ও দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে দাবি করেন সরাষ্ট্রমন্ত্রী। শাহ বলেন, 'কেন্দ্র থেকে মোদীজি বাংলার মানুষের জন্য টাকা পাঠিয়েছেন, আর সেই টাকা ভাইপো ও তার গুন্ডা বাহিনী লুটেপুটে খেয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে দোষীরা যেখানেই থাকুক না কেন তাদের প্রয়োজনে পাতাল থেকে টেনে বের করে জেলে ভরা হবে।' এছাড়াও গত দশ বছরে তৃণমূল সরকার বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু তা পূরণ হয়নি। সুন্দরবন আলাদা জেলা হয়নি, ঝড়খালিতে ট্যুরিস্ট হাব তৈরি হয়নি বলেও তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করেন শাহ। আর সেই কারণে তিনি বলেন, 'আপনারা বামফ্রন্টকে সুযোগ দিয়েছেন, তৃণমূলকে দশ বছর সুযোগ দিয়েছেন, আমাদের একবারের জন্য সুযোগ দিন। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বাংলায় ডবল ইঞ্জিন সরকার চলবে। এ বাংলা সোনার বাংলা হবেই।'

মৎস্যজীবীদের জন্য বাম্পার প্রতিশ্রুতি অমিত শাহর

নামখানা, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দক্ষিণ চব্বিশ পরগণাকে সমুদ্রজাত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার নামখানার সমাবেশে তিনি মৎস্যজীবীদের জন্য একাধিক আশ্বাস দেন।

মোহনা-সংলগ্ন নামখানার বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ মৎস্যজীবী। তাই অমিত শাহের নজরে ছিলেন মৎস্যজীবীরা। তিনি বলেন প্রতিটি মৎস্যজীবী ৬ হাজার টাকা করে পাবেন এই প্রকল্পে। রাজ্যের ৪ লক্ষ মতস্যজীবীকে সুবিধা দেওয়া হবে" বলে আশ্বাস দেন তিনি।

তিনি জানান, বিজেপি রাজ্যে সরকার গড়লে 'কৃষক সম্মান নিধি'র মতো 'মৎস্য সম্মান নিধি' কার্যকর করা হবে। এক কথায় মৎস্যজীবীদের জন্য বাম্পার প্রতিশ্রুতি দেন শাহ।

উল্লেখ্য অমিত শাহের এদিনের মধ্যাহ্নভোজও এক মৎস্যজীবী পরিবারেই। এক কথায় উদ্বাস্তু, মৎস্যজীবী, আর সরকারী কর্মী এই তিন বর্গের মন পেতেই এদিন বার্তা দিয়ে রাখলেন অমিত শাহ।

কখনও বলেছেন রাজ্যে কার্যকর হবে 'কৃষক সম্মান নিধি', কখনও আবার 'আয়ুষ্মান ভারত' কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিজেপি নেতারা। এমনকী, রাজ্যে বিজেপি সরকার গড়লে লক্ষাধিক কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল গেরুয়া শিবির। তিনি এদিন সভায় বলেছেন, "তৃণমূলকে বাংলা থেকে উতখাত করতে ও সোনার বাংলা গড়তে বিজেপিকে রাজ্যে নিয়ে আসার দরকার।

বিজেপির লড়াই সোনার বাংলা গড়ার লড়াই। তিনি তৃণমূলকে একহাত নিয়ে কড়া সুরে বলেন, কাটমানি সংস্কৃতির রুখতে পরিবর্তনের দরকার। সিন্ডিকেটের বাংলার বিরুদ্ধে বিজেপির লড়াই চালাচ্ছে।"

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মুখ না খুললে বন্ধ করে দেওয়া হবে শ্যুটিং অমিতাভ-অক্ষয়কে হুমকি কংগ্রেসের

মুম্বই, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মুখ না খুললে বন্ধ করে দেওয়া হবে শ্যুটিং। বলিউড স্টার অমিতাভ বচ্চন ও অক্ষয় কুমারকে রীতিমত হুমকি দিয়েছেন মহারাষ্ট্রের নেতা তথা প্রদেশ কংগ্রেসের প্রধান নানাভাউ প্যাটেল। বিজেপি এই হুমকির বিরুদ্ধে মুখ খুলে দুই তারকার পাশে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি এমন হুমকি দেওয়ার জন্য কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে বিজেপি।

পেট্রোপণ্যের মূল্য প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। মহারাষ্ট্রে পেট্রোলের মূল্য লিটার প্রতি প্রায় ১০০ ছুঁইছুঁই। এক লিটার পেট্রোলের দাম ৯৬.৩২ পয়সা, এবং প্রতি লিটার ডিজেলের মূল্য ৮৭.৩২ টাকা।

'পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির জেরে আম জনতা প্রভাবিত হচ্ছে, মনমোহন সিংয়ের জমানায় অমিতাভ বচ্চন, অক্ষয় কুমারে মত তারকারা এই নিয়ে টুইট করত (মূল্যবৃদ্ধি)। কিন্তু আজ তাঁরা নীরব দর্শক', আজ (বৃহস্পতিবার) ভান্ডারায় একথা বলেন মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস প্রধান নানা পাটোলে। তিনি যোগ করেন, মোদীর স্বৈরাচারী শাসন নিয়ে মুখ খোলবার হিম্মত নেই। রাজ্যের কংগ্রেস প্রধান পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন আগামী দিনে অমিতাভ বচ্চন এবং অক্ষয় কুমারের ছবির শ্যুটিং এবং স্ক্রিনিং জারি রাখতে দেওয়া হবে না। হয় তাঁদের এই মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানাতে হবে নয়তো ফল ভুগতে হবে।

দুই তারকার পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপি নেতা সুধীর মুগান্তিওয়ার বলেন, কংগ্রেসের আত্মাটাই হয় স্বৈরাতন্ত্রে ভরপুর, এবং তাঁরা গণতন্ত্রের মুখোশ পরে থাকে। তিনি যোগ করেন, 'যেহেতু ওদের অফিসটা আকবর রোডের উপর, তাই ওরা আকবরের পথেই হাঁটবে। অমিতাভ বচ্চন এই সব ভুয়ো হুমকি নিয়ে ভাববেন না। শোলে সিনেমাতে গব্বর সিংও এইরকম হুমকি দিয়েছিল'।

ভারতীয় জনতা পার্টির অপর নেতা অতুল ভাটকরকর বলেন, 'পাটোলের তরফে জারি করা হুমকি অসংবিধানিক এবং বেআইনি। আইন মেনেই কাজ করা উচিত সকলের'।

দাবি পূরণ না হলে পশ্চিমবঙ্গে ট্র্যাক্টর নিয়ে যাওয়া হবে ঃ রাকেশ তিকাইত

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দাবি পূরণ না হলে পশ্চিমবঙ্গে ট্র্যাক্টর নিয়ে যাওয়া হবে। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রকে এমনই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আন্দোলনরত ভারতীয় কিষান ইউনিয়নের নেতা রাকেশ তিকাইত।

এদিন রাকেশ তিকাইত বলেছেন, "শস্যের দাম বাড়েনি। কিন্তু, জ্বালানির দাম বেড়েই চলেছে। কেন্দ্র যদি এই পরিস্থিতি নষ্ট করে, তাহলে আমরা পশ্চিমবঙ্গেও ট্র্যাক্টর নিয়ে যাব। সেখানেও ন্যূনতম সহায়ক মূল্য পাচ্ছেন না কৃষকরা।" কেন্দ্রকে বিঁধে রাকেশ আরও বলেছেন, "ফসল ফলানোর জন্য কৃষকরা ফিরে যাবেন, এমন ভুল ধারনা যেন না থাকে সরকারের। যদি জোর করা হয়, তাহলে আমরা ফসল জ্বালিয়ে জেব। এমনটা ভাবা ঠিক নয় যে, দু'মাসে বিক্ষোভ শেষ হয়ে যাবে। আমরা ফসলও ফলাবো, বিক্ষোভও দেখাব।"

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে দোরগোরায় বিধানসভা নির্বাচন। কৃষি আইন ইস্যুতে একাধিতবার মোদী সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রেক্ষাপটে কৃষক বিক্ষোভের আঁচ পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে ছড়ানোর হুঁশিয়ারি দিয়ে আদতে কেন্দ্রকেই চাপে রাখার কৌশল নিলেন রাকেশ তিকাইত, এমনটাই মনে করছে পর্যবেক্ষক মহলের একাংশ। কেন্দ্রের তিন কৃষি আইনের প্রতিবাদে এদিন দেশজুড়ে রেল রোকো কর্মসূচি পালন করেন কৃষকরা।

তৈরি হচ্ছে দেশীয় মেসেজিং অ্যাপ 'সংবাদ' ও 'সন্দেশ'

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দেশীয় প্রযুক্তিতেই নতুন মেসেজিং অ্যাপ বানাচ্ছে কেন্দ্রীয় ইনেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক। টুইটারের বিকল্প 'কু' মাইক্রোব্লগিং সাইটের পরে এবার হোয়াটসঅ্যাপের মতই দুটি মেসেজিং অ্যাপ পরীক্ষার স্তরে রয়েছে বলে সরকারি সূত্রে খবর। মেসেজিং প্ল্যাটফর্মদুটির নাম দেওয়া হয়েছে 'সংবাদ' ও 'সন্দেশ'। বিটা স্তরে এই দুটি মেসেজিং অ্যাপের পরীক্ষা চলছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক। পুরোপুরি সরকারি উদ্যোগে এই দুটি মেসেজিং অ্যাপ বানানো হচ্ছে। হোয়াটসঅ্যাপের মতই চ্যাট, কল সবই করা যাবে বলে জানা গিয়েছে।

পাশাপাশি সরকারি কর্মচারীদের জন্য আরও একটি মেসেজিং অ্যাপ তৈরি হওয়ার পথে। সূত্রের খবর, সরকারি কর্মচারী, নেতা-মন্ত্রী, আমলাদের ব্যক্তিগত তথ্যে নজরদারি চালানো হচ্ছে বলে আগেও অভিযোগ উঠেছিল। বিশেষত হোয়াটসঅ্যাপের একাধিক ম্যালওয়ারের ফাঁক গলে সরকারি কর্তাদের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁসের অভিযোগও ওঠে। তাই এবার শুধুমাত্র সরকারি কর্মচারীদের জন্য নতুন মেসেজিং অ্যাপ তৈরি হচ্ছে যার নাম 'গিমস' (জিআইএমএস)-গভর্নমেন্ট ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং সার্ভিস।

উল্লেখ্যক, হোয়াটসঅ্যাপের নতুন প্রাইভেসি পলিসিতে ভারতীয় গ্রাহকদের ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা কতটা থাকবে সে নিয়ে বারে বারেই প্রশ্ন উঠেছে। মামলা গড়িয়েছে আদালত পর্যন্ত। দিল্লি হাইকোর্টে দায়ের হওয়ার জনস্বার্থ মামলায় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বলা হয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপ বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। নতুন পলিসি মানতে বাধ্য করা হচ্ছে। ভারতীয় গ্রাহকদের তথ্যের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য হোয়াটসঅ্যাপকে নির্দেশও দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

ভাইরেন্টিতে ৭.২৯ কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার বিএসএফের, ধৃত দুই

আইজল, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বেআইনি নেশাসামগ্রী পাচারের বিরুদ্ধে বিএসএফ-এর কাছাড়-মিজোরাম ফ্রন্টিয়ারের শিলচর হেডকোয়ার্টারের ৯০ ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের লাগাতার অভিযানে একের পর এক সাফল্য আসছে। অসম-মিজোরাম সীমান্তঘেঁষা কলাশিব জেলার ভাইরেন্টি থানার অধীন বিখাউটিলার পুলিশ ফাঁড়ির ফাইসেনপেঙ ট্রাইজংশন এলাকায় গতকাল (১৭ ফেব্রুয়ারি) রাতে অভিযান চালিয়ে এএস ১১ কে ২৪৮০ নম্বরের একটি মাহিন্দ্র বলেরো গাড়িতে তালাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণের নেশার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন বিএসএফ জওয়ানরা। উদ্ধারকৃত নেশার ট্যাবলেটগুলির বাজারমূল্য কম করেও ৭ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিএসএফ-এর জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, মিজোরামের কলাশিব থানার পুলিশ কর্মীদের সহযোগে ওই গাড়িতে তালাশি চালিয়ে ১৪টি বড় প্যাকেট ও একটি ছোট প্যাকেট থেকে মোট ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৮০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত নেশার ট্যাবলেট ইয়াবার বাজারমূল্য কম করেও ৭ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা হবে বলে ধারণা করছেন তাঁরা। তিনি জানান, একই সঙ্গে বলেরো গাড়ির দুই আরোহী জর্জ খাউলরিং (৪৪) এবং স্যামুয়েল খাউলরিং (২৩)-কে নেশাসামগ্রী পাচারে লিপ্ত থাকার অভিযোগে আটক করেছে বিএসএফ। স্থানীয়দের উপস্থিতিতে উদ্ধারকৃত ইয়াবা ট্যাবলেট সহ ধৃত দুই ব্যক্তিকে ভাইরেন্টি থানার বিখাউটিলার পুলিশ ফাঁড়িতে সমঝে দিয়েছে বিএসএফ।

অসম-মিজোরাম আন্তঃরাজ্য সীমান্তের ভাইরেন্টিতে ইদানীং বেআইনিভাবে নেশাসামগ্রী পাচারের ঘটনা বেড়েছে। বিএসএফ-এর গোয়েন্দা বাহিনীর সূত্র মতে, নেশাসমাগ্রীর কাঁচামাল সিউডিওফেড্রাইন প্রিকিউসার ফার্মা ড্রাগসপ্রভৃতির ব্যাপক চোরাচালান চলছে অসম- মিজোরাম সীমান্ত এলাকায়। মিজোরাম থেকে মায়ানমারে পাচার করা হয়ে থাকে বেআইনিভাবে এই নেশাদ্রব্যগুলোকে। এছাড়া ওইসব ড্রাগস বিভিন্নভাবে প্রক্রিয়াকরণ করে মেথ, আর-৭, ৮৮ ট্যাবলেট, ডব্লিউওয়াই (ওয়ার্লড ইজ ইয়র্স), ইয়াবা ট্যাবলেট তৈরি করে পার্টি ড্রাগসে উন্নত করে মায়ানমার থেকে মাফিয়াদের হাত ধরে ভারতে প্রবেশ করে। ভারতের বিভিন্ন সীমান্ত গেট হয়ে বাংলাদেশ পাচার করা হয় ওই সব ড্রাগস।

উল্লেখ্য, গত ৫ ফেব্রুয়ারি একইভাবে মণিপুরের কংপকপি জেলার সাইটু সাপরমেনিয়াতে বিএসএফ-এর ১৮২ ব্যাটালিয়ন এবং ইমফল এনসিবি-এর যৌথ অভিযানে ৩২ গ্রাম হেরোইন এবং ৩,৮০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছিল। এছাড়া ১২ ফেব্রুয়ারি আরও ২৩,৮০০টি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

'মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র' শীর্ষক প্রকল্পে গোটা অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয় মিজোরাম এবং মণিপুর উপকৃত হবে, বলেছেন প্রধানমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ব্রহ্মপুত্র নদ যোগাযোগ এবং জনসম্পর্কের উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। এতদিন যে সমস্ত কাজ করা উচিত ছিল, তা হয়নি। এজন্য অসম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কাছে সংযোগ ব্যবস্থা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজ থেকে এর অবসান ঘটতে চলেছে। উজান অসমের মাজুলিতে বিশ্বের বৃহত্তম নদীদ্বীপে ব্রহ্মপুত্রের ওপর ৯২৫ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে প্রস্তাবিত দুই লেনের আট কিলোমিটার এবং নিম্ন অসমের ধুবড়িতে মেঘালয় সংযোগী ৫,০০০ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে চার লেনের ১৯ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতুর নির্মাণকাজের শিলান্যাস করার পাশাপাশি ৯০-এর বেশি ৩,২০০ কোটি টাকার 'মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র' শীর্ষক প্রকল্পের সূচনা করে দিল্লি থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে প্রদত্ত ভাষণে বলছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়া আজ তিনি ভার্চুয়াল মাধ্যমে নিমাতিঘাট-মাজুলির মধ্যে 'এমভি রানি গাইদিনলু' এবং 'এমভি শচিন দেববর্মণ' নমের দুটি অত্যাধুনিক

রো-পেক্স জাহাজ পরিষেবার ফ্ল্যাগ অফ করেছেন।

ভাষণের শুরুতে মিসিং জনগোষ্ঠীয় ভাষায় সম্ভাষণ জানিয়ে মিসিংদের সবচেয়ে বড় উৎসব 'আলি-আয়ে লৃগাং' উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া ভারতরত্ন সুধাকণ্ঠ ড় ভূপেন হাজরিকার 'মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র মিলনর তীর্থ...' গানের উদ্ধৃতি দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদকে যোগাযোগ এবং জনসম্পর্কের এক অনবদ্য মাধ্যম বলে উল্লেখ করেন মোদী। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে কেন্দ্র এবং রাজ্যের ডাবল ইঞ্জিন দ্রুততার সঙ্গে উন্নয়নমূলক কাজ করছে। বলেন, বর্তমান সরকার অসমের সংস্কৃতি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজ করছে। কেন্দ্র এবং রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর ব্রহ্মপুত্র নদকে কেন্দ্র করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে এবং বরাক নদী ও এই নদের ওপর আরও সেতু তৈরি করার স্বপ্ন দেখছিলেন। আজ সেই স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সেতুগুলির সুরক্ষার পাশাপাশি সেনাবাহিনীও যথেষ্ট সুবিধা পাচ্ছে। এতে অসম সহ পুরো উত্তরপূর্বের মানুষ উপকৃত হবেন। সংযোগ এখন দ্রুততর হচ্ছে। অসম সহ গোটা দেশের সঙ্গে উত্তরপূর্বকে সংযুক্ত করার কাজ দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে, বলেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী মোদী অসমের সনোয়াল সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বলেন, অসমের প্রথম হেলিপোর্টও মাজুলিতে নির্মিত হয়েছে। মাজুলির বাসিন্দারা এখন রাস্তার দ্রুত বিকল্পও পেতে চলেছেন। তিনি বলেন, আজ মাজুলিতে ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতুর

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।